ঈশ্বরের নয়ন-তারা

মূল রচনা
পিটার ম্যাডসেন

ভাষান্তর
শচীন দাশ

সি.ডি. মিডিয়া

The Original title : Guds Ojesten
First Bengali Edition : 1995, ❒ Second Bengali : Edition : 2001
© CDM-106
ISBN : 81-85566—32-1

The apple of God's eye written By Peter Madsen Translated by Sachin Dash First Bengali Edition...1995. Published by Dr. Arabinda Dey, Christ's Disciples" Fellowship. 127 Manicktala Street, Calcutta 700 006. Printed by Lazo Print 7 Amal Roychaudhury Lane, Calcutta 700 009. Cover design by Lotika Gullick-sen.

Dr. Arabinda Dey, C.D.F.
Kadihati
P.o. Ganti 743250
(N) 24 Parganas, West Bengal.
Tel. : 573-2418
E-mail : edf@vsnl.com

ঈশ্বরের নয়ন-তারা রচনা: পিটার ম্যাডসেন অনুবাদ: শচীন দাশ, প্রথম বাংলা সংস্করণ...১৯৯৫, প্রকাশক: ড: অরবিন্দ দে, খ্রাইষ্টস ডিসাইপলস ফেলোশিপ, ১২৭, মানিকতলা স্ট্রীট, কলি : ৭০০ ০০৬, মুদ্রক : মিত্র প্রেস, ৮১বি, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০০৯, প্রচ্ছদ : লতিকা গুল্লিক সেন

★ গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত সমস্ত উদ্ধৃতি 'পারিবারিক বাইবেল' থেকে সংকলিত হয়েছে।

দাম : ২০ টাকা

সূচীপত্র

১	অধ্যায় :	ঈশ্বরের নয়ন-তারা	১
২	অধ্যায় :	ভূ-খণ্ড	৮
৩	অধ্যায় :	সীমানা	১৪
৪	অধ্যায় :	উত্তরাধিকারের পুনরাবৃত্তি	২০
৫	অধ্যায় :	ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং ইস্রায়েল নাম	২৮
৬	অধ্যায় :	অনুগ্রহের দিন ও পবিত্র দিন	৩৮
৭	অধ্যায় :	মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণ	৪৪
৭	অধ্যায় :	ইস্হাক সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি	৫৩
৯	অধ্যায় :	জাতিপুঞ্জ এবং তাদের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী	৬২
১০	অধ্যায় :	শেমীয়বাদ কি ?	৭০
১১	অধ্যায় :	সিয়োনাবদ এবং খ্রীষ্টীয় সিয়োনবাদ কি ?	৭৭
১২	অধ্যায় :	নারী এবং শিশুপুত্র	৮৫
১৩	অধ্যায় :	নাগের মস্তক-ইস্রায়েলের শত্রুবাহিনী	৯৩
১৪	অধ্যায় :	ঈশ্বরের ক্রোধের কারণ	১০০
১৫	অধ্যায় :	ইস্রায়েলের অন্যান্য শত্রু	১০৬
১৬	অধ্যায় :	ঈশ্বর নম্রতমদের মনোনীত করেন	১১৫
১৭	অধ্যায় :	ঈশ্বরের ভালোবাসা অপরিবর্তনীয়	১২২
১৮	অধ্যায় :	জেরুশালেম কার অধিকারভুক্ত ?	১২৫
১৯	অধ্যায় :	পরিত্রাণের জন্য ইশ্বরের পরিকল্পনা	১৩৩
২০	অধ্যায় :	আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি	১৪২

পরিচায়িকা

খ্রীষ্টবিশ্বাসী রূপে আমরা ইস্রায়েলকে উপেক্ষা করতে পারি না। অচিরেই আমরা আবিষ্কার করি যে, ইস্রায়েল এক সাধারণ দেশ নয়, এর অধিবাসীরাও সাধারণ নয়। কেউ যদি খ্রীষ্টধর্মের মিশনারী, যাজক বা শিক্ষক হন, তবে তিনি এই জাতি সম্পর্কে আরো গভীরভাবে জানতে পারবেন। কোনো ব্যাক্তি যখন ইস্রায়েল সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠতে থাকেন, তিনি ঈশ্বরের কিছু বিষয়কে স্পর্শ করেন। অ্যানে-লিজে এবং আমি আফ্রিকায় মিশনারি হিসাবে কাজ করেছি। আমরা বহু দেশে ঘুরে বেড়িয়েছি। ইস্রায়েলের স্বাতন্ত্র্যকে আমরা কিছুতেই উপেক্ষা করতে পারি না। যেখানে যেখানে আমি বাইবেল স্কুলে বা সেমিনারিতে শিক্ষা দিয়েছি, আমি দেখেছি, সর্বত্রই ইস্রায়েল সম্পর্কে অবজ্ঞা রয়েছে। এর উদ্ভব, অন্যান্য দেশের সঙ্গে এর সম্পর্ক, ইহুদিদের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ—অর্থাৎ ঈশ্বরের নিজস্ব প্রজা হবার জন্য তাদের মনোনয়ন—বহু মানুষেরই সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই।

বহু জনের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পাবার পর আমি ইস্রায়েল জাতি এবং আজকের বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে তার অবস্থান সম্পর্কে লিখতে শুরু করি; উদ্দেশ্য, এই পুস্তক পাঠ করে অনেকেই যেন বর্তমান কালের গুরুত্বকে উপলব্ধি করতে পারেন।

খ্রীস্টবিশ্বাসী রূপে ইস্রায়েলের প্রতি আমাদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন। আমরা যেন অপপ্রচার বা বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম থেকে যা দেখি বা শুনি, তার দ্বারা বিভ্রান্ত না-হই। ইস্রায়েল এবং তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ঈশ্বরের বাক্য যা বলে, তারই উপর ভিত্তি করে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে গড়ে তুলতে হবে।

'ছয় দিনের যুদ্ধের' সময় আমি ছিলাম তানজানিয়ায়। আমি তখন নতুন নতুন জেলায় মণ্ডলী-গৃহ নির্মাণে এবং জগতের মুক্তিদাতা যীশুখ্রীস্ট সম্পর্কে গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদানে ব্যস্ত ছিলাম। ছয় দিনের যুদ্ধ যখন

শুরু হল, তখন সংবাদ-মাধ্যমগুলি এমন সব বিষয় প্রচার করতে লাগল যা বাইবেলের শিক্ষার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। অচিরেই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তানজানিয়ার বহু বাড়িতেই সারা দিন ধরে বেতার-যন্ত্র চালু থাকে এবং কায়রো বেতারকেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত তথ্যই শুধু তারা জানতে পারে। সংবাদ বুলেটিনগুলিতে ইস্রায়েল সম্পর্কে এক নেতিবাচক চিত্র পরিবেশন করা হয়। যে-সমস্ত ঘটনার জন্য ইস্রায়েলকে অপরাধী এবং নিজেদের নিরপরাধ প্রমাণ করার চেষ্টা হচ্ছিল, আমি জানতাম, সে-সমস্ত সত্য নয়। বহু খ্রীষ্ট বিশ্বাসী আমাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করছিলেন। ঈশ্বরের বাক্যে এ বিষয়ে যে-ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা শিক্ষা করা আমাদের কাছে তাই প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল।

আমরা, ডেনমার্কের মিশনারিরাও ইস্রায়েল সম্পর্কে কী রকম দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করব, তা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। কারণ আমাদের স্বদেশের সংবাদ-মাধ্যমগুলি আমাদের কাছে ভুল তথ্য সরবরাহ করে থাকে। তাই, ইস্রায়েল সম্পর্কে শিক্ষাদান করার সময় আমি যে-অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, তা নিয়ে লেখার জন্য অনেকেই আমাকে অনুরোধ করেছেন। আমি আশা করি, আজকের মধ্যপ্রাচ্যে যে-সমস্ত ঘটনা ঘটছে, আমার এই রচনা আপনাদের তা আরো ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবে, যাতে ঈশ্বরের মনোনীত জাতি ইহুদিদের সম্পর্কে ভুল দৃষ্টিভঙ্গির জন্য আমাদের এবং আমাদের দেশের উপর ঈশ্বরের দণ্ড না-নেমে আসে। সংবাদ-মাধ্যমগুলি প্রায়শঃই ইস্রায়েলী-বিরোধী বিভিন্ন শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। তাই তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করা আমাদের সংগত হবে না। আমরা দেখেছি, সংবাদ-মাধ্যমগুলি প্রকৃত তথ্য সরবরাহের দ্বারা সেবার পরিবর্তে বিভিন্নভাবে সমরাস্ত্র রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমি আশা এবং প্রার্থনা করি, এই ক্ষুদ্র পুস্তকটিও যেন সেই সব ইতিবাচক ভালো পুস্তকের মধ্যে স্থান করে নিতে পারে।

পিটার ম্যাডসেন

প্রথম অধ্যায়

ঈশ্বরের নয়ন-তারা

বাইবেলে ইস্রায়েলকে বলা হয়েছে, ঈশ্বরের নয়ন-তারা। এই ক্ষুদ্র দেশটি এবং সেখানকার অধিবাসীরা কেন ঈশ্বরের নয়ন-তারা হয়ে উঠল?

ঈশ্বর তাঁর নিজের বাক্যের মধ্যেই এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। এবং আজকের দিনে ঈশ্বরের বাক্য কী বলছে, সেদিকে আমাদের সতর্ক-দৃষ্টি দেওয়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা না হলে ইস্রায়েল সম্পর্কে আমরা খুব সহজেই একটা ভ্রান্ত ধারণা গড়ে তুলবো আর দেখতে পাবো যে, ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং ইচ্ছারই বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছি।

ঈশ্বরের সমস্ত কর্মধারারই অন্তরালে থাকে তাঁর পরিকল্পনা এবং কারণ। ইস্রায়েল এবং অন্যান্য জাতি সম্পর্কে ঈশ্বর কী চিন্তা করেন এবং তাঁর অভিপ্রায়ই বা কী ঈশ্বরের বাক্য থেকে তা আমি আপনাকে দেখাতে চেষ্টা করবো। ইস্রায়েল ঈশ্বরের নয়ন-তারা। এর অর্থ উপলব্ধি করতে হলে আপনাকে প্রথমে মানুষের চোখ সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে! চোখই হলো শরীরের সবচেয়ে পলকা অংশ। নয়ন-তারা আমার সম্পদ বিশেষ, তাকে রক্ষা করার জন্য আমার চেষ্টার ত্রুটি নেই।

আমি জানি, চোখ দিয়েই আমি দেখতে পাই। কোনোক্রমে যদি আমার চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আমি জানি, আমার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

চোখকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাবার এবং তার নিরাপত্তার জন্য সৃষ্টিকর্তা নিজেই বহু উপায় বা পদ্ধতি আমাদের দিয়েছেন। ঘাম

এবং কোনো ময়লা জিনিস যাতে চোখের মধ্যে প্রবেশ করতে না-পারে সেজন্য রয়েছে চোখের পাতা। সেই রকম অক্ষিপক্ষ্মও চোখের ভিতর ময়লা ঢুকতে বাধা দেয়। একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে চোখের পাতা উপর-নীচে ওঠানামা করে। এর ফলে চোখের সমস্ত অংশে জলীয় দ্রব্য ছড়িয়ে পড়ে এবং তা চোখকে আর্দ্র রাখতে সাহায্য করে। নেত্রনালি দিয়ে অবিরত উপযুক্ত পরিমাণে তরল পদার্থ নেমে আসে চোখে। এর ফলে চোখ থাকে পরিষ্কার এবং আর্দ্র।

আমাদের দৃষ্টিশক্তির জন্য ঈশ্বর যে-চোখকে এত অনায়াসে গঠন করেছিলেন তার কার্যপ্রণালী সম্পর্কে অধ্যয়ন করলে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ি। আকস্মিকভাবে কোনো কিছু গড়ে ওঠেনি। আপনার চোখ দিয়ে আপনি ঈশ্বরের পরম বিজ্ঞতা ও তাঁর আশ্চর্য সৃষ্টিকে দেখতে পান।

বাইরের কোনো কিছু যদি আমার চোখকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায়, তা হলে তাকে রক্ষা করার জন্যে আমার মধ্যে সঙ্গে সঙ্গেই এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। একইভাবে কেউ যখন ঈশ্বরের নয়ন-তারা ইস্রায়েলকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য ভীতিপ্রদর্শন করে ঈশ্বরের মনেও তখন প্রতিক্রিয়া হয়। সমগ্র মানবসমাজের কাছে ঈশ্বর তাঁর পরিচয় প্রকাশ করার জন্য পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্রতম জাতিকে মনোনীত করেছেন।

কীভাবে তা ঘটেছিল?

দ্বিতীয় বিবরণ ৩২ : ৮-১৪ পদে বলা হয়েছে :

"পরাৎপর যখন জাতিগণকে অধিকার প্রদান করিলেন, যখন মানব-সন্তানগণকে পৃথক করিলেন, তখন ইস্রায়েল-সন্তানগণের সংখ্যানুসারেই সেই লোকবৃন্দের সীমা নিরূপণ করিলেন।

কেননা, প্রভুর প্রজাই তাঁহার দায়াংশ, যাকোবই তাঁহার ন্যস্ত অধিকার। তিনি তাহাকে পাইলেন প্রান্তর-দেশে, পশুগর্জনময় ঘোর মরুভূমিতে; তিনি তাহাকে বেষ্টন করিলেন, তাহার তত্ত্ব লইলেন, নয়ন-তারার ন্যায় তাহাকে রক্ষা করিলেন। ঈগল যেমন আপন বাসা জাগাইয়া তুলে, আপন শাবকগণের উপরে পাখা দোলায়, পক্ষ বিস্তার করিয়া তাহাকে তুলে, পালকের উপরে তাহাদিগকে বহন করে, তদ্রূপ প্রভু একাকী তাহাকে লইয়া গেলেন, তাঁহার সহিত কোন বিজাতীয় দেবতা ছিল না। তিনি পৃথিবীর উচ্চস্থলী সকলের উপর দিয়া তাহাকে আরোহণ করাইলেন, সে ক্ষেত্রের শস্য ভোজন করিল। তিনি পাষাণ হইতে মধু পান করাইলেন, চক্‌মকি প্রস্তরময় শৈল হইতে তৈল দিলেন। তিনি গোরুর নবনীত, মেষীর দুগ্ধ, মেষশাবকের মেদসহ, বামন দেশজাত মেষ ও ছাগ এবং উত্তম গমের সার তাহাকে দিলেন, তুমি দ্রাক্ষার রক্ত দ্রাক্ষারস পান করিলে।”

ইস্রায়েলের ক্ষুদ্রত্ব এবং তার হতমান অবস্থা, তার অনমনীয় স্বভাব এবং হীনমন্যতা সত্ত্বেও ঈশ্বর তাকে মনোনীত করেছিলেন। এই জাতিকে তিনি তাঁর আপন করে নিয়েছেন। তিনি তাকে রক্ষা করেন এবং তারই সঙ্গে তিনি নিজেও কাজ করে চলেন। ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। তাঁর পরিকল্পনার স্থান অনেক ঊর্ধ্বে, আমাদের চেয়ে অনেক মহান তাঁর পরিকল্পনা। তাঁর পরিকল্পনা তাই আমাদের বোধের অতীত।

ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তাঁর নয়ন-তারা, তাঁর প্রজাদের সঙ্গে কাজ করে চলেন। মানবচরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুসারে আমরা কোনো বিষয়ে তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিই এবং এই মুহূর্তে চোখের সামনে যা দেখছি, তাকেই ভিত্তি করে

উপরিগতভাবে বিচার করে বসি। ঈশ্বরের কাছে সবকিছুই চিরন্তন। অনন্তকালের প্রেক্ষিতে তিনি সবকিছু প্রত্যক্ষ করেন। ঈশ্বরের এক উদ্দেশ্য আছে। সেই লক্ষ্যে উপনীত না-হওয়া-পর্যন্ত তিনি কাজ করে চলেন। ঈশ্বরের কাছে একটা দিন হাজার বছরের সমান এবং হাজার বছর এক দিনের সমান।

শুধুমাত্র একটি পদ্ধতিতে আমরা ঈশ্বর এবং তাঁর পরিকল্পনাকে বুঝতে পারি। বাইবেল, তাঁর বাক্যের মধ্যে দিয়ে তিনি আমাদের কাছে ধরা দেন। ঈশ্বরের আত্মা—পবিত্র আত্মাকে অনুরোধ করলে তিনি আমাদের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং অভিপ্রায়ের কথা প্রকাশ করেন। আমরা উপলব্ধি করতে পারি ঈশ্বরকে, তাঁর পরিকল্পনাকে।

আমি তাই আপনাকে অনুরোধ করছি, এই পুস্তকটি পাঠ করার সময় প্রার্থনায় নিরত থাকুন। পাঠ করার সময় আপনার নিজস্ব মতামতকে দূরে সরিয়ে রাখুন। আপনি দেখতে পাবেন, আপনি যাতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য এবং ইস্রায়েলের জন্য তাঁর পরিকল্পনাকে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পান, সেজন্য আপনার সামনে থেকে "যবনিকা" অপসৃত হয়ে গেছে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির জন্যও ঈশ্বর যে কী অনির্বচনীয় ভালোবাসা পোষণ করেন, আপনি সে বিষয়ও উপলব্ধি করতে পারবেন।

ঈশ্বর ইস্রায়েলকে রক্ষা করতে এবং তার শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ :

"... তাহাতে তুমি জানিবে যে, বাহিনীগণের প্রভুই আমাকে তোমার নিকটে পাঠাইয়াছেন, আর পরমপ্রভু পবিত্র দেশে আপনার অংশ বলিয়া যিহূদাকে অধিকার করিবেন ও জেরুশালেমকে আবার মনোনীত করিবেন।" সখরিয় ২ : ১১-১২

"বাহিনীগণের প্রভু, যাঁর মহিমা আমাকে তোমাদের কাছে

প্রেরণ করেছে, যিনি তোমাদের বিধ্বস্ত করেন, তিনি বলেন, যে-তোমাদের স্পর্শ করে সে আমার নয়ন-তারাকেই স্পর্শ করে।" সখরিয় ২ : ১২।

এই পদটিকে আমাদের মনে রাখতে হবে। পুরাতন নিয়মে ইস্রায়েলের ইতিহাস পাঠ করার সময় আমরা দেখতে পাই, ইস্রায়েলের শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে ঈশ্বর সংগ্রাম করেছেন। ইস্রায়েলীরা যখন ঈশ্বরের বাণী শুনেছে, তাঁর বাধ্য হয়েছে, শত্রুবাহিনীর চেয়ে ইস্রায়েলের সৈন্যবল অনেক অনেক কম হলেও ঈশ্বর ইস্রায়েলের শত্রুবাহিনীকে বিতাড়িত করেছেন। আজকের দিনেও আমরা একই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি, আগামী দিনেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে। ঈশ্বর ইস্রায়েলের ত্রুটির প্রতি সহনশীলতা দেখিয়েছেন। তিনি দেখাতে চান, তাঁর প্রজাদের জন্য তিনি সংগ্রাম করতে এবং তার সমস্ত শত্রুকে পদানত করতে পারেন। আজকের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইস্রায়েলের ভবিষ্যৎকে খুবই হতাশাব্যঞ্জক বলেই মনে হয়। শত্রু আজ তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। সখরিয় ১২ : ৩ পদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সমস্ত পৃথিবী আজ তার বিরুদ্ধাচারী হয়েছে। জাতিপুঞ্জ বিচারের জন্য ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হবে। ইস্রায়েলের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তারা তাদের প্রাপ্য লাভ করবে। সেই প্রাপ্য তাদের পক্ষে, না বিপক্ষে হবে?

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিই গুরুত্বপূর্ণ।

খ্রীষ্টধর্ম অধ্যুষিত দেশ এবং ব্যক্তি-জীবনে খ্রীষ্টানুসারী রূপে মূল কথা হলো, ইস্রায়েলের সঙ্গে আমাদের সঠিক সম্পর্ক এবং তার প্রতি আমাদের যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি বজায় আছে কি না। ঈশ্বর যদি ইস্রায়েলের পক্ষ অবলম্বন করে থাকেন, তবে আমরা যারা অব্রাহাম-ইস্‌হাক-যাকোবের ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, তাদেরও ইস্রায়েলের পক্ষ অবলম্বন করতে হবে। দেশের সাধারণ নাগরিক হিসাবে প্রচার-

মাধ্যম মারফত আমরা শুধু মধ্য-প্রাচ্যের অবস্থা সম্পর্কেই জানতে পারি। খ্রীশ্চান হিসাবে সমগ্র বিষয়কে আমাদের বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে, আমাদের জানতে হবে, বাইবেল কী বলে। খ্রীশ্চান হিসাবে আমরা জানি, ইহুদি-বিদ্বেষী হতে পারি না। এর কারণ, বাইবেলের বাক্য থেকে আমরা জানি, ইহুদি-বিদ্বেষের ফলস্বরূপ আমাদের জীবনে ঈশ্বরের ক্রোধ এবং দণ্ড নেমে আসবে। আদি পুস্তক ১২ : ১- ৩ পদে উল্লিখিত বাক্য অনুযায়ী তারা ঈশ্বরের বিচার এবং শাস্তিভোগ করবে।

খ্রীষ্টবিশ্বাসী রূপে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আমাদের মুক্তিদাতা এবং প্রভু যীশুখ্রীষ্ট ইহুদি জাতির মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সমস্ত ইস্রায়েলীর মতো তাঁর পূর্বপুরুষও একই। ইহুদিদের মধ্যে থেকেই এসেছে মুক্তি। ইহুদিদের অস্বীকার করলে খ্রীশ্চানরূপে আমরা আমাদের মূল ভিত্তিকেই অস্বীকার করবো।

আমরা আর একবার স্মরণ করি যে, ইস্রায়েল ঈশ্বরেরই নয়ন-তারা। আপনি আপনার চোখকে রক্ষা করে থাকেন। আপনার প্রিয়জন, যাদের আপনি আপনার নয়ন-তারা বলে মনে করেন, তাদের আপনি নিরাপত্তা নিয়ে থাকেন। একইভাবে, ঈশ্বরও ইস্রায়েলকে রক্ষা করবেন, কারণ তিনি তাকে ভালোবাসেন।

ঈশ্বরের আপনজন

বাইবেলে ইস্রায়েলকে ঈশ্বরের আপন প্রজারূপেও উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, তারা তাঁর এক্তিয়ারভুক্ত। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাদের সঙ্গে আচরণ করার অধিকার তাঁর আছে।

ঈশ্বর তাদের লালন-পালন করেন, তাদের শিক্ষাদান করে পরিচালিত করেন। ঈশ্বরের সম্পত্তিকে কেউ ধ্বংস করতে চাইলে, ঈশ্বরও তাকে ধ্বংস করবেন। যাত্রা পুস্তক ১৯ : ৫ পদে ঈশ্বর

ইস্রায়েল সম্পর্কে যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এখনো তা রূপায়িত হয়নি। কিন্তু তা রূপায়ণের জন্য তিনি অনলসভাবে সক্রিয়: "এখন যদি তোমরা আমার রবে অবধান কর ও আমার নিয়ম পালন কর, তবে তোমরা সকল জাতি অপেক্ষা আমার নিজস্ব অধিকার হইবে, কেননা সমস্ত পৃথিবী আমার।"

ঈশ্বরের এই সমস্ত বাক্যের বিরুদ্ধে মত পোষণ করলে, আমরা নিজেদের বিপদই ডেকে আনবো। ঈশ্বর জয়লাভ করেন এবং তাঁর বিচার দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট প্রকাশমান।

ইস্রায়েল এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। ঈশ্বর আমাদের সবাইকেই ভালোবাসেন, কিন্তু তিনি তাঁর সম্পত্তি, ক্ষুদ্র দেশ ইস্রায়েলের মাধ্যমেই তাঁর পরাক্রম প্রকাশ করবেন :

"ইহারাই ত তোমার প্রজা ও তোমার অধিকার, ইহাদিগকে তুমি আপন মহাশক্তি ও প্রসারিত বাহু দ্বারা বাহির করিয়া আনিয়াছ।" দ্বিতীয় বিবরণ ৯ : ২৯

"প্রভু আপনার নিমিত্ত যাকোবকে, নিজস্ব প্রজারূপে ইস্রায়েলকে মনোনীত করিয়াছেন।" গীতসংহিতা ১৩৫ : ৪

"কিন্তু প্রভু তোমাদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন, লৌহের হাফর হইতে, মিশর হইতে তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন, যেন তোমরা তাঁহার অধিকারস্বরূপ প্রজা হও, যেমন অদ্য আছ।" দ্বিতীয় বিবরণ ৪ : ২০।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূ-খণ্ড

সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকেই মধ্য-প্রাচ্যের অস্তিত্ব রয়েছে। ঈশ্বর এই দেশটিকে ব্যবহার করবেন আর এরই অপেক্ষায় তা পড়ে ছিল। এই ভূ-খণ্ডটির উপর তিনি দৃষ্টি রেখেছিলেন এবং তাঁর মনোনীত লোকদের জন্য একে নির্বাচন করেছিলেন। নিরূপিত সময়ের, অর্থাৎ এখানকার অধিবাসীরাই দেশটির অধিকারী হবে ঈশ্বর এমন পরিকল্পনা গড়ে তোলার পূর্ব পর্যন্ত, দেশটি পাদপ্রদীপের আলোয় আসেনি।

ঈশ্বর একসময় অব্রামকে আহ্বান করলেন। সেই সময় থেকে ঈশ্বরের পরিকল্পনামাফিক ঘটনার স্রোত বয়ে যেতে থাকলো। এই পুস্তক পাঠ করার সময় সে-কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। অব্রাম যিনি পরবর্তীকালে অব্রাহামরূপে পরিচিতি লাভ করেছিলেন, তিনি হয়ে উঠেছিলেন, ঈশ্বরের বন্ধু।

অব্রাহাম ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেছিলেন। এই নির্ভরতা তাঁর পক্ষে ধার্মিকতারূপে পরিগণিত হয়েছিল। তিনি ইস্রায়েল এবং খ্রীশ্চান উভয় সম্প্রদায়েরই নির্ভরতার দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন। ইস্রায়েল কীভাবে ঈশ্বরের নিজস্ব প্রজারূপে মনোনয়ন লাভ করেছিল এবং কীভাবেই বা সে ঈশ্বরের নয়ন-তারা হয়ে উঠেছিল, তা উপলব্ধি করতে হলে ঈশ্বর অব্রামকে কী বলেছিলেন সেদিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে।

অব্রাম

ঈশ্বর প্রথম মানবকে সৃষ্টি করার পর সে তাঁর অবাধ্য হয়ে পাপ করলো। এরপর ঈশ্বর এমন এক জাতিকে মনোনীত করতে

চাইলেন যারা তাঁর বাক্যের বাধ্য হবে এবং মনোমত কাজ করবে।

ঈশ্বর অব্রামের হৃদয়ের মধ্যে তাঁর ন্যায্যতা দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন, তাঁর হৃদয় আন্তরিকতায় পূর্ণ, ঋজু। তিনি পবিত্র উদ্দেশ্যের অভিমুখী এবং ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে নিজেকে সমর্পণের জন্য তাঁর হৃদয় উন্মুখ হয়ে আছে। ঈশ্বর তাই অব্রামকে নির্দেশ দিলেন, যেখানে তিনি বসবাস করছেন সে-স্থান ছেড়ে, সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে যেন ঈশ্বরের বাক্যের অনুগমন করেন। যে-দেশ এবং যে-জাতিকে ঈশ্বর নিজস্ব বলে মনোনীত করেছিলেন, তিনি অব্রামকে সেদিকেই পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন। আদি পুস্তক ১২ : ১-৩ পদে আমরা অব্রামের আহ্বানের বিষয় জানতে পারি :

> "প্রভু অব্রামকে কহিলেন, তুমি আপন দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পৈত্রিক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আমি যে দেশ তোমাকে দেখাই সেই দেশে চল। আমি তোমা হইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব এবং তোমাকে আশীর্বাদ করিয়া তোমার নাম মহৎ করিব, তাহাতে তুমি আশীর্বাদের আকর হইবে। যাহারা তোমাকে আশীর্বাদ করিবে, তাহাদিগকে আমি আশীর্বাদ করিব, যে কেহ তোমাকে অভিশাপ দিবে, তাহাকে আমি অভিশাপ দিব; তোমাতে ভূ-মণ্ডলের যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্বাদপ্রাপ্ত হইবে।"

অব্রাম ঈশ্বরের কাছ থেকে এক আদেশ পেলেন। এই আদেশ তাঁর কাছে একেবারেই নতুন। ঈশ্বরের আদেশনামার মধ্যে রয়েছে :

১. তাঁর নিজস্ব স্থান পরিত্যাগ করে তাঁকে এক অজ্ঞাত অজানা দেশের উদ্দেশে যাত্রা করতে হবে,
২. তাঁর পরিবারকে ত্যাগ করতে হবে,
৩. তাঁকে তাঁর পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করতে হবে।

অব্রাম যে-কোনো মূল্যেই ঈশ্বরের আহ্বানের অনুসারী হবার জন্য

ইচ্ছুক হয়ে উঠলেন। অব্রাহাম ঈশ্বরের উপর নির্ভর করলেন, তাঁর বাক্যকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করলেন। অব্রাহাম তাঁর দেশ, তাঁর পরিবার তাঁর পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করবেন। তাঁর বাধ্যতার জন্য তাঁর জীবন ফলপ্রসূ হয়ে উঠেছিল। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান এবং ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি নির্ভরতা -- উভয় ক্ষেত্রেই তিনি আমাদের কাছে বাধ্যতার দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন।

ঈশ্বরের আহ্বানের প্রতি অব্রাহাম ছিলেন স্পর্শকাতর, বাধ্য এবং নির্ভরশীল। তিনি নির্দ্বিধায় ঈশ্বরের বাক্যের উপর নির্ভর করেছিলেন। এমনকি, তাঁর জীবনের কঠিনতম পরিস্থিতিতেও তিনি কোনো রকম সন্দেহ পোষণ করেননি।

তাই ঈশ্বর অব্রামের কাছে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন। অব্রামকে তিনি তাঁর 'বন্ধু' বলে অভিহিত করেছিলেন। বাধ্যতার পথ ধরে আমরাও ঈশ্বরের বন্ধু হয়ে উঠতে পারি।

ঈশ্বর অব্রামকে একটি নতুন স্থান, একটা নতুন দেশ দিতে চেয়েছিলেন, যে-দেশ হবে তাঁর নিজের এবং তাঁর উত্তরপুরুষদের বাসভূমি। একটা দেশের চেয়েও বড়ো জিনিস তিনি তাঁকে দিতে চেয়েছিলেন, তিনি তাঁকে আশীর্বাদ করতে চেয়েছিলেন।

অব্রামের সঙ্গে ঈশ্বরের চুক্তি

ঈশ্বর অব্রামের সঙ্গে একটা চুক্তি স্থাপন করেছিলেন। তিনি অব্রামকে বলেছিলেন, ইহুদি এবং বিজাতীয় -- এই জাতির সমস্ত গোষ্ঠীর দ্বারাই তিনি আশীর্বাদপুষ্ট হবেন। ঈশ্বর তাঁকে বলেছিলেন : "যাহারা তোমাকে আশীর্বাদ করিবে তাহাদিগকে আমি আশীর্বাদ করিব, যে কেহ তোমাকে অভিশাপ দিবে, তাহাকে আমি অভিশাপ দিব।"

অব্রামের জীবনের দিকে ফিরে তাকালে কীভাবে ঈশ্বর তাঁকে

আশীর্বাদ করেছিলেন তা আমরা দেখতে পাই। কিন্তু আমরা এ-ও দেখতে পাই যে, তিনি তাঁর পরিবার এবং লোকজনের লালনপালন করেছিলেন এবং তাদের দিকে সযত্ন দৃষ্টি রেখেছিলেন। আমরা দেখতে পাই, অন্য জাতির লোকেরা তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলে কীভাবে তিনি তাদের সাহায্য করেছেন। ঈশ্বর তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন আর সেই আশীর্বাদের ধারা তিনি অন্যদের মাঝেও প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন।

১. প্রথম প্রতিশ্রুতি ছিল, ঈশ্বর অব্রামকে আশীর্বাদ করবেন।
২. দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি ছিল, ঈশ্বর তাঁকে অন্যদেব আশীর্বাদের কারণ করে তুলবেন।
৩. তৃতীয় প্রতিশ্রুতি ছিল, ঈশ্বর তাঁকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করবেন।

অব্রামের লোকদের পক্ষে যা উপযুক্ত ছিল বলে মনে করি, আমাদের তা করতে না-পারার এটাই প্রথম কারণ।

অব্রামের কাছে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি এবং তাঁর বংশ

অব্রাম যাত্রা করলেন এবং ঈশ্বর তাঁকে যে-দেশটি দিতে চেয়েছিলেন, সেই কনান দেশে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি দেশের মধ্যে দিয়ে যাত্রা করেছেন আর প্রভু তাই তাঁর কাছে আবার নিজেকে প্রকাশ করলেন। এই সময় ঈশ্বরের কাছ থেকে অব্রাম যে-বাণী লাভ করেছিলেন তা আমাদের মনে রাখা দরকার (আদি পুস্তক ১৩ : ১৪-১৮)

"এই যে সমস্ত দেশ তুমি দেখিতে পাইতেছ, ইহা আমি .... তোমার বংশকে দিব।"

ঈশ্বর কীভাবে বিচার করেছেন, এখানে আমরা তা দেখতে পাচ্ছি। তিনি অব্রামের কাছে যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি

দিয়েছিলেন তাঁর বংশকে। অবশ্য, ঈশ্বর অব্রামকে প্রতিশ্রুতি দিলেও তিনি অব্রামের মধ্যে সমগ্র গোষ্ঠীকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

ঈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুতি পুনরাবৃত্তি করলেন :

"অব্রাম হইতে লোট পৃথক হইলে প্রভু অব্রামকে কহিলেন, চক্ষু তুলিয়া এই যে স্থানে তুমি আছ, এই স্থান হইতে উত্তর-দক্ষিণে ও পূর্ব-পশ্চিমে দৃষ্টিপাত কর। কেননা, এই যে সমস্ত দেশ তুমি দেখিতে পাইতেছ, ইহা আমি তোমাকে ও যুগে যুগে তোমার বংশকে দিব।"

ঈশ্বর অব্রামের কাছে আবার নিজেকে প্রকাশ করলেন। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা পুনরায় স্মরণ করলেন। অব্রামের কাছ থেকে লোট বিদায় নেবার পর ঈশ্বর লোটের কাছে নিজেকে প্রকাশ করলেন এবং যে-দেশে তিনি প্রবেশ করবেন, সেই দেশ সম্পর্কে তাঁর প্রতিশ্রুতির বিষয়ে আবার ঘোষণা করলেন। লোট ঈশ্বরের কোনো ভবিষ্যদ্বাণী লাভ করেননি। লোটকে প্রথম মনোনয়ন করতে দেবার অধিকার তাঁর আছে কি না চিন্তা করে অব্রাম হয়তো সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন। হতে পারে, তিনি নিঃসঙ্গতা বোধ করছিলেন এবং সেই মুহূর্তে তাঁর জীবনে ঈশ্বরের সান্ত্বনালাভের প্রয়োজনীয়তা ছিল। ভবিষৎ সম্পর্কে তিনি কিছুটা অনিশ্চিয়তাও ভোগ করতে পারেন। ঈশ্বর আবার তাঁকে সেই মহান দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, যে-দেশকে তিনি পেতে পারেন তাঁর নিজের জন্যই। সেই সময় অব্রাম এবং সারার কোনো সন্তান ছিল না। তবুও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে এগিয়ে যাবার জন্য ঈশ্বর তাঁদের অনুপ্রণিত করছেন। ঈশ্বর তাঁর বংশকে আকাশের নক্ষত্রের মতো করবেন অগণ্য।

মানচিত্র-১

তৃতীয় অধ্যায়

সীমানা

ঈশ্বর অব্রাহামকে যে-দেশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার সীমানা আজ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল - চিন্তা করলে আমাদের মনে শিহরণ জাগে। ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি দেশের প্রেক্ষিতে আজকের ইস্রায়েল দেশের সীমানা এমন কিছু বৃহৎ নয়। ঈশ্বরের বাক্য কিন্তু আজও অক্ষয়। ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে যে-দেশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই সীমানা একদিন ইস্রায়েলের অন্তর্ভুক্ত হবে। আমরা জানি না, কখন এবং কীভাবে সেই ঘটনা ঘটবে। আমরা শুধু জানি, তা ঘটবে। ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি বৃহৎ সীমানার মধ্যে ইহুদিদের সঙ্গে অন্যান্য জাতি এবং গোষ্ঠী একত্রে বসবাস করবে, এ কথা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়। কিন্তু সমস্ত ভূ-খণ্ড ইস্রায়েলের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আদি পুস্তক ১৫ : ১৮ পদে দেখি, ঈশ্বর অব্রাহামের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন। সেই ভূ-খণ্ড যে কত বৃহৎ হবে, সে কথা তিনি তাঁকে জানালেন :

> "আমি মিশরের নদী অবধি মহানদী, ফরাৎ নদী পর্যন্ত এই দেশ তোমার বংশকে দিলাম।"

তারপর এই বৃহৎ ভূ-খণ্ডে যে-সমস্ত জাতি বাস করে, ঈশ্বর তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। এইসব অধিবাসীরা কোথায় সরে গেছে, তা জানার জন্য আজ যদি আমরা মানচিত্র খুলে বসি, তা হলে আমাদের কাছে তা খুবই আকর্ষক হবে। ঈশ্বর পরবর্তীকালে বিভিন্ন ঘটনাক্রমে অধিবাসীদের কথা তাঁর পরিচারকদের কাছে উল্লেখ করেছেন। ঈশ্বর কী বলেছেন, তা আমরা দেখি :

ক. উত্তরের সীমানা :

১. লেবানন

দ্বিতীয় বিবরণ	১১:২৪	তোমাদের পা যে যে স্থানে পড়িবে, সেই সেই স্থান তোমাদের হইবে। প্রান্তর ও লেবানন অবধি..... তোমাদের সীমা হইবে।”
যিহোশূয়	১ : ৩-৪	যে সকল স্থানে তোমরা পদার্পণ করিবে, আমি মোশিকে যেমন বলিয়াছিলাম, তদনুসারে সেই সকল স্থান তোমাদিগকে দিয়াছি। প্রান্তর ও এই লেবানন হইতে মহানদী, ফরাৎ নদী পর্যন্ত হিত্তীয়দের সমস্ত দেশ, এবং সূর্যের অস্তগমনের দিকে মহাসমুদ্র পর্যন্ত তোমাদের সীমা হইবে।”

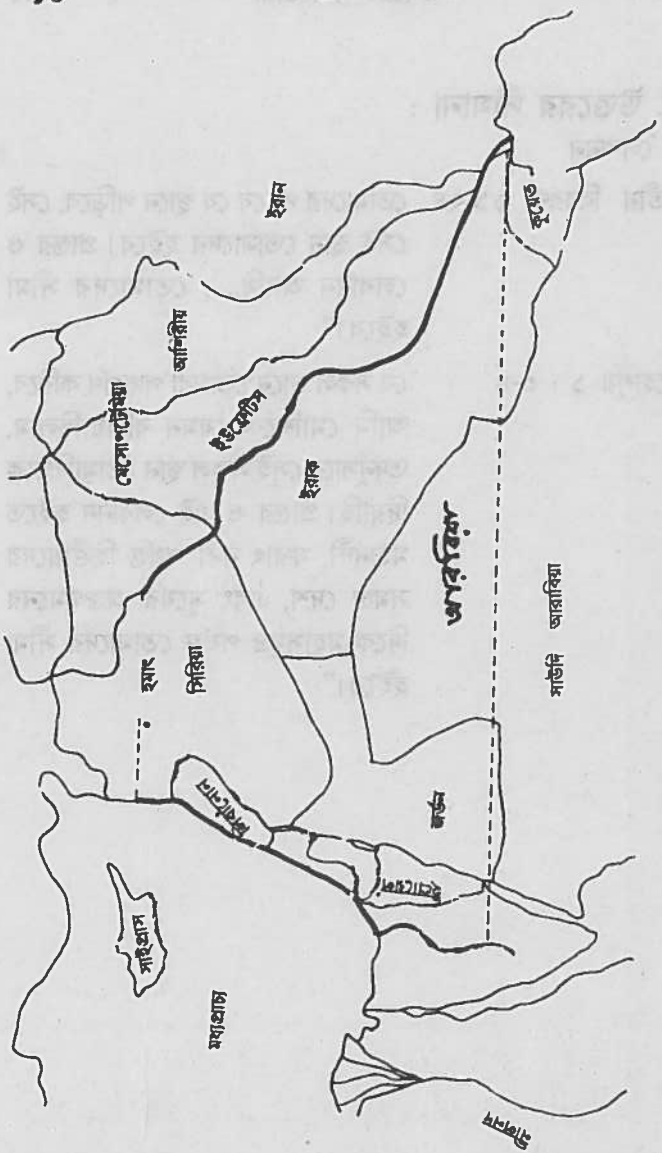

অব্রাহামের কাছে প্রতিশ্রুত ভূ-খণ্ডের সীমানা। আদি পুস্তক ১৫ : ১৮

২. হমাত

১. রাজাবলি ৮ : ৬৫ " শলোমন ও তাঁহার সঙ্গে সমস্ত ইস্রায়েল হমাতের প্রবেশস্থান্ হইতে মিশরের স্রোত পর্যন্ত [দেশবাসী] মহাসমাজ, সাত দিন, আর সাত দিন, চৌদ্দ দিন আমাদের ঈশ্বর প্রভুর সম্মুখে উৎসব করিবেন।"

খ. দক্ষিণ দিকের সীমানা :

১. কাদেশ-বর্ণেয়

গণনা পুস্তক ৩৪: ৪ " তোমাদের সীমা অক্রব্বীম আরোহণ-পথের দক্ষিণদিকে ফিরিয়া সিন পর্যন্ত যাইবে ও তথা হইতে কাদেশ-বর্ণেয়ের দক্ষিণ দিকে যাইবে.....।"

যিহোশূয় ১৫ : ৩ "তাহা দক্ষিণদিকে অক্রব্বীম আরোহণ-পথ দিয়া সিন পর্যন্ত গেল এবং কাদেশ-বর্ণেয়ের দক্ষিণ দিক হইয়া উর্ধ্বগামী হইল।

যিহিষ্কেল ৪৭ : ১৯ " দক্ষিণ প্রান্ত দক্ষিণে তামর হইতে কাদেশস্থ মরীবৎ জলাশয় মিশরের স্রোতোমার্গ ও মহাসমুদ্র পর্যন্ত; দক্ষিণ দিকের এই দক্ষিণ প্রান্ত।"

যাত্রা পুস্তক : ২৩ : ৩১ "সূফ সাগর হইতে পলেষ্টীয়দের সমুদ্র পর্যন্ত এবং প্রান্তর হইতে ফরাৎ নদী পর্যন্ত তোমার সীমা নিরূপণ করিব। কেননা, আমি এই দেশ নিবাসীদিগকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিব এবং তুমি তোমার সম্মুখ হইতে তাহাদিগকে খেদাইয়া দিবে।"

গ. পশ্চিম দিকের সীমানা :

১. ভূ-মধ্যসাগর (মহাসমুদ্র)

যাত্রা পুস্তক ; ২৩ : ৩১ " সূফ সাগর হইতে পলেষ্টীয়দের সমুদ্র পর্যন্ত এবং প্রান্তর হইতে ফরাৎ নদী পর্যন্ত তোমার সীমা নিরূপণ করিব।"

দ্বিতীয় বিবরণ ১১ : ২৪ "তোমাদের পা যে যে স্থানে পড়িবে, সেই সেই স্থান তোমাদের হইবে, প্রান্তর ও লেবানোন অবধি, নদী অর্থাৎ ফরাৎ নদী হইতে পশ্চিম সমুদ্র (ভূ-মধ্যসাগর) পর্যন্ত তোমাদের সীমা হইবে।"

দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪ : ২ "সমস্ত নপ্তালি, , আর ইফ্রয়িম ও মনঃশির দেশ এবং পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত যিহূদার সমস্ত দেশ..."

যিহোশূয় ১:৪ (খ) "... হিত্তীয়দের সমস্ত দেশ, এবং সূর্যের অস্তগমনের দিকে মহাসমুদ্র পর্যন্ত তোমাদের সীমা হইবে।"

২. মিশরের জলস্রোত (সীহোর - ওয়াদি এল্ আরিশ)

গণনা পুস্তক ৩৪ : ৫ "ঐ সীমা অস্‌মোন হইতে মিশরের নদী পর্যন্ত বেড়িয়া আসিবে এবং সমুদ্র পর্যন্ত এই সীমার শেষ হইবে।"

যিহোশূয় ১৩ : ৩ "মিশরের সম্মুখস্থ সীহোর নদী হইতে ইক্রোণের উত্তরসীমা পর্যন্ত....'

৩. মিশরের নদী (সীহোর থেকে নীল নদী, আমোষ ৮ : ৮, ৯ : ৫ অনুসারে। এখানে নীল নদীকে মিশরের নদীরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।)

আদি পুস্তক ১৫:১৮ "মিশরের নদী হইতে মহানদী, ফরাৎ নদী পর্যন্ত....."

ঘ. পূর্বদিকের সীমানা

১. ইউফ্রেটিস :

আদি পুস্তক ১৫ : ১৮ ".. মহানদী, ফরাৎ নদী (ইউফ্রেটিস) পর্যন্ত...."

যিহোশূয় ১:৪ "প্রান্তর ও এই লেবানোন হইতে মহানদী, ফরাৎ নদী (ইউফ্রেটিস) পর্যন্ত ...."

যিহোশূয় ১ : "প্রান্তর ও এই লেবানোন হইতে মহানদী, ফরাৎ নদী (ইউফ্রেটিস) পর্যন্ত ...."

উপরের বর্ণনা মতো ঈশ্বর ইস্রায়েলের সীমানা নির্দেশ করেছিলেন। আমরা জানি না, এই সীমানা কীভাবে বাস্তবায়িত হয়ে উঠবে। আমরা শুধু জানি যে, ঈশ্বর এ কথা বলেছেন বলেই একদিন তা সত্য হয়ে উঠবে। ক্ষুদ্র ইস্রায়েলকে তিনি সমগ্র জগতের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত করবেন— তার মধ্যেই হবে তাঁর পরাক্রম ও ক্ষমতার প্রকাশ। সেই জনগোষ্ঠীর জন্য ঈশ্বর সংগ্রাম করে চলেছেন। সমস্ত পৃথিবীকে একদিন তিনি দেখাবেন যে, ইস্রায়েল তাঁরই সম্পত্তি এবং সেই সম্পত্তিকে যে স্পর্শ করবে, সে লজ্জিত হবে। এমন একদিন আসবে যেদিন শত্রুবাহিনী ইস্রায়েলকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরবে এবং তাদের উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের অলৌকিক কর্ম ব্যতীত আর সবকিছুই নিষ্ফল, সেদিন প্রভু স্বর্গ থেকে নেমে এসে তাঁর প্রজাদের উদ্ধার করবেন। তিনি ইস্রায়েলের শত্রুবাহিনীকে ধ্বংস করবেন। তিনি যে সর্বশক্তিমান, সমস্ত মানুষ তা জানতে পারবে। সখরিয় ১২ : ৮-১০। ঈশ্বর তাঁর বাক্যে চির-স্থির। তিনি তাঁর পরিকল্পনা অনুসারেই কাজ করেন। সর্বশক্তিমানের সঙ্গে কেউ তর্কে লিপ্ত হতে পারে না। ইস্রায়েল একদিন তাদের ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করবে এবং নির্দ্বিধায় ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসবে।

চতুর্থ অধ্যায়

উত্তরাধিকারের পুনরাবৃত্তি

ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, অব্রাহাম এক বিশাল অঞ্চলের অধিকারী হবেন। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি শুধু তিনি অব্রাহামকেই নন, তাঁর পুত্র ইস্‌হাককে এবং তাঁর পরবর্তী পুরুষদের সমগ্র পরিবারকে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে আমরা লক্ষ করবো, শুধু ইস্‌হাককে কেন পরিবারকে পরিচালনা দিতে হবে! কেননা, এই প্রশ্নই আজকের মধ্য-প্রাচ্যের সমস্ত অশান্তির কারণ।

কিন্তু সর্বপ্রথম আমরা দেখবো, ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে যে-প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাকে তিনি কীভাবে রক্ষা করে চলেছিলেন এবং অব্রাহামের উত্তরপুরুষদের কাছে সেই প্রতিজ্ঞাগুলিকে কীভাবে হস্তান্তর করেছিলেন :

ইস্‌হাকের কাছে প্রতিশ্রুতি

আদি পুস্তকে ২৬ : ১-৪ পদে আমরা দেখি যে, দেশে এক দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছিল। অব্রাহামের সময়ে যে-দুর্ভিক্ষ হয়েছিল এর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এই দুর্ভিক্ষ অন্য আর একটি। ইস্‌হাক তখন গরারে পলেষ্টীয়দের রাজা অবীমেলকের কাছে গেলেন। কিন্তু প্রভু সেখানে ইস্‌হাকের কাছে নিজেকে প্রকাশ করলেন। তিনি তাকে বললেন ঃ

> "তুমি মিশর দেশে নামিয়া যাইও না, আমি তোমাকে যে দেশের কথা বলিব, তথায় থাক।...আমি তোমাকে ও তোমার বংশকে এই সমস্ত দেশ দিব, এবং তোমার পিতা অব্রাহামের নিকটে যে দিব্য করিয়াছিলাম, তাহা সফল করিব। আমি আকাশের

তারাগণের ন্যায় তোমার বংশ বৃদ্ধি করিব। তোমার বংশকে এই সকল দেশ দিব ও তোমার বংশে পৃথিবীর যাবতীয় জাতি আশীর্বাদপ্রাপ্ত হইবে। কারণ আব্রাহাম আমার বাক্য মানিয়া আমার আদেশ, আমার আজ্ঞা, আমার বিধি ও আমার ব্যবস্থা সকল পালন করিয়াছে। পরে ইস্‌হাক গরারে বাস করিলেন।"

আব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি অটুট হয়ে আছে। ঈশ্বর বিশ্বস্ত এবং ন্যায়পরায়ণ। এমনকি, আজকের দিনেও অব্রাহাম এবং ইস্‌হাকের বংশধররা ঈশ্বর-প্রতিশ্রুত সেই বিশাল অঞ্চলের অধিকার লাভ করেনি। কিন্তু যখন ঈশ্বরের সময় পূর্ণতা লাভ করবে, এই ঘটনা তখন ঘটবে। ইস্‌হাকের বংশধরদের সন্দেহ নিরসনের জন্য ঈশ্বর তাঁর পুত্র যাকোবের কাছে প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি করলেন।

যাকোবের কাছে প্রতিশ্রুতি

আদি পুস্তক ১৮ : ১০-১৫ পদে আমরা পড়ি ঃ

"যাকোব বের-শেবা হইতে বাহির হইয়া হারণের দিকে যাত্রা করিলেন এবং কোনো এক স্থানে পৌঁছালে সূর্য অস্তগত হওয়াতে তথায় রাত্রিযাপন করিলেন। আর তিনি তথাকার প্রস্তর লইয়া বালিশ করিয়া সেই স্থানে নিদ্রা যাইবার জন্য শয়ন করিলেন, পরে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, পৃথিবীর উপরে এক সিঁড়ি স্থাপিত, তাহার মস্তক গগনস্পর্শী। তাহা দিয়া ঈশ্বরের দূতগণ উঠিতেছেন ও নামিতেছেন। প্রভু তাহার উপরে দণ্ডায়মান। তিনি বলিলেন, আমি প্রভু, তোমার পিতা অব্রাহামের ঈশ্বর ও ইস্‌হাকের ঈশ্বর। এই যে ভূমিতে তুমি শয়ন করিয়া আছ, ইহা আমি তোমাকে ও তোমার বংশকে দিব। তোমার বংশ পৃথিবীর ধূলির ন্যায় অসংখ্য হইবে এবং তুমি পশ্চিম ও পূর্ব,

উত্তর ও দক্ষিণ চারিদিকে বিস্তীর্ণ হইবে এবং তোমাতে ও তোমার বংশে পৃথিবী যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্বাদপ্রাপ্ত হইবে। আমি তোমার সহবর্তী, যে যে স্থানে তুমি যাইবে, সেই সেই স্থানে তোমাকে রক্ষা করিব ও পুনর্বার এই দেশে আনিব। কেননা, আমি তোমাকে যাহা বলিলাম তাহা যাবৎ সফল না করি, তাবৎ তোমাকে ত্যাগ করিব না।"

যাকোবের কাছে ঈশ্বরের এই প্রতিশ্রুতিতে সুপরিস্ফুট যে, ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনার পরিবর্তন করেননি। আব্রাহাম যে-প্রতিজ্ঞার অংশীদার ছিলেন ইস্‌হাস ও যাকোবও তার অংশীদার হলেন। যাকোব ছিল শঠ এবং একগুঁয়ে। কিন্তু ঈশ্বর তাকে আত্মিক ও শারীরিক নিগ্রহের মধ্যে দিয়ে নিয়ে গেলেন। তার কঠোর মনোভাব ভেঙে পড়লো এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করলো।

ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে থেকেই তাঁর পরিকল্পনামাফিক কাজ করেন এবং তাঁর পরিকল্পনা রূপায়িত না হওয়া পর্যন্ত তিনি নিরস্ত হন না। বর্তমানে বহু দিক দিয়েই ইস্রায়েলের মনোভাব কঠোর এবং অনমনীয়। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের সঙ্গে কাজ করে চলেন। বহু কঠিন সমস্যার মধ্যে দিয়ে তিনি তাদের পরিচালিত করেন। তিনি তাদের এমন সন্ধিক্ষণে নিয়ে যান যেখানে তিনি তাদের মাধ্যমে তাঁর নামের গৌরবকীর্তন করতে পারেন।

মোশির কাছে প্রতিশ্রুতি

গণনা পুস্তক ৩৪ অধ্যায় এবং দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪ : ৪ পদে ঈশ্বর মোশিকে দেশের সীমানা নির্ধারণ করার কথা বলেছেন। দেশ বিভাগ করার জন্য লোক বাছাই করা হলো, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে তা বিভাজন করে দেওয়া হলো। ইস্রায়েলের জনগণ প্রতিশ্রুত দেশে উপস্থিত হবার পূর্বেই ঈশ্বর মোশির হাতে এই কাজের

ভার ন্যস্ত করলেন। এর কারণ, এই দেশ বিভাজন যেন মোশির পক্ষে বিশ্বস্ততার প্রমাণ স্বরূপ হয় এবং প্রত্যেক গোষ্ঠী যেন তার নির্ধারিত অংশ পায়।

ঈশ্বর অব্রাহামকে যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দ্বিতীয় বিবরণ ৩৪:৪ পদে মোশির কাছেও সেই একই প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করছেন ঃ

> "প্রভু তাঁহাকে কহিলেন, আমি যে দেশের বিষয়ে শপথ করিয়া অব্রাহামকে, ইস্‌হাককে ও যাকোবকে বলিয়াছিলাম, আমি তোমার বংশকে সেই দেশ দিব, এ সেই দেশ। আমি উহা তোমাকে চাক্ষুষ দেখাইলাম, কিন্তু তুমি পার হইয়া ঐ স্থানে যাইবে না।"

সেদিনটা ছিল মোশির জীবনের এক মহান দিন, যেদিন তিনি সেই কাঙ্ক্ষিত দেশটিকে দেখেছিলেন। তিনি জানতেন, এই দেশটি সম্পর্কেই ঈশ্বর তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও তাঁর কাছে এক চরম দুঃখবহ ঘটনা ছিল যে, তিনি নিজে এই দেশে প্রবেশ করার অনুমতি পাননি। আমরা জানি, মোশি তাঁর অবাধ্যতার জন্যই সেই দেশে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। তবুও মোশি দীর্ঘকাল ধরে ঈশ্বরের মনোনীত জাতিকে পথ দেখিয়ে এসেছেন। ঈশ্বরের বহু পরাক্রম তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, প্রভুর সান্নিধ্যে জীবনযাপন করেছেন, প্রভু তাঁকে দশ আজ্ঞা দান করেছেন, ঈশ্বরের বহু অলৌকিক ও বিস্ময়কর কাজের কর্মসঙ্গী হয়েছেন। ঈশ্বর তবু তখনো তাঁকে দেশটিতে প্রবেশের অনুমতি দিলেন না। ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা দেশটিতে প্রবেশের এক শর্তবিশেষ ছিল। যাই হোক, ঈশ্বরের করুণায় মোশি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ইস্রায়েল-সন্তানদের কাছে ঈশ্বর যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা অক্ষয় ও অবিচল হয়ে আছে ঃ একদিন তারা সেই দেশটিকে নিজেদের দেশ হিসাবেই লাভ করবে।

যিহোশূয়র কাছে প্রতিশ্রুতি

যিহোশূয়র পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের ১-৪ পদে আমরা পাঠ করি ঃ

"প্রভুর দাস মোশির মৃত্যু হইলে পর প্রভু নূনের পুত্র যিহোশূয় নামে মোশির পরিচারককে কহিলেন, আমার দাস মোশির মৃত্যু হইয়াছে। এখন উঠ, তুমি এই সমস্ত লোক লইয়া এই জর্ডন পার হও। তাহাদিগকে অর্থাৎ ইস্রায়েল-সন্তানগণকে আমি যে দেশ দিতেছি, সেই দেশে যাত্রা কর। যে-সকল স্থানে তোমরা পদার্পণ করিবে, আমি মোশিকে যেমন বলিয়াছিলাম, তদনুসারে সেই সকল স্থান তোমাকে দিয়াছি। প্রান্তর ও এই লেবানন হইতে মহানদী, ফরাৎ নদী পর্যন্ত হিত্তীয়দের সমস্ত দেশ, এবং সূর্যের অস্তগমনের দিকে মহাসমুদ্র পর্যন্ত তোমাদের সীমা হইবে।"

ঈশ্বর এই সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অব্রাহাম, ইস্হাক, যাকোব এবং মোশিকে—যিহোশূয় সুনিশ্চিতভাবে এ কথা জানলেও, ঈশ্বর যিহোশূয়র জীবনে তা সার্থক করে তুলতে চাইলেন; যিহোশূয় যেন আস্থা সহকারে প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করতে পারেন। যিহোশূয়র মনে হয়তো এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে, মোশির অবাধ্যতার জন্য ঈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করে থাকতে পারেন। তাই যিহোশূয়র কাছে এই প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন ছিল। ঈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুতিতে অটল হয়ে আছেন। একটা বিষয় খুবই কৌতূহলোদ্দীপক যে, ঈশ্বর যদিও ইস্রায়েলীদের কাছে দেশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তবু তাদের খণ্ড-খণ্ড করে তা অধিকার বা জয় করতে হবে। ঈশ্বর বলেছিলেন ঃ যে সকল স্থানে তোমরা পদার্পণ করিবে, সেই সকল স্থান তোমাদিগকে দিয়াছি। ঈশ্বরের বাক্যের উপর নির্ভর করে তাদের দেশ জয় করতে

হবে। দেশের প্রত্যেকটি খণ্ডের জন্য তাদের বহু শত্রুর বিরুদ্ধে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর তাদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয়লাভ করতে সাহায্য করেছেন।

এরপর যিহোশূয়র যুগের পর বহু কাল অতিবাহিত হয়ে গেছে। ইস্রায়েলের সুবিশাল সীমানা সম্পর্কে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি আমরা আবার শুনতে পেলাম। ঈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা বিস্মৃত হননি।

যিহিষ্কেলের কাছে প্রতিশ্রুতি

প্রভুর কাছ থেকে যিহিষ্কেল অনেক দর্শন এবং প্রকাশ লাভ করেছিলেন। সাতচল্লিশ অধ্যায়ে তিনি মন্দির থেকে নির্গত নদীর উদঘাটিত রহস্যকে জানতে পেরেছিলেন। তেরো পদে দেখি, ঈশ্বর যিহিষ্কেলকে নির্দেশ দিচ্ছেন, অব্রাহামের কাছে তিনি যে-অঞ্চলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ইস্রায়েলের দ্বাদশ গোষ্ঠীর মধ্যে তা কীভাবে বিভাজন করা হবে ঃ

> "প্রভু পরমপ্রভু এই কথা কহেন, তোমরা ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশকে যে দেশ অধিকার জন্য দিবে, তাহার সীমা এই, যোষেফের দুই অংশ হইবে। আর তোমরা সকলে সমানাংশে অধিকার বলিয়া তাহা পাইবে, কারণ আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে এই দেশ দিব বলিয়া হস্ত উত্তোলন করিয়াছিলাম ;..... তোমরা ইস্রায়েলের বংশানুসারে আপনাদের মধ্যে এই দেশ বিভাগ করিবে। তোমরা আপনাদের নিমিত্ত এবং যে বিদেশী লোকেরা তোমাদের মধ্যে প্রবাস করিয়া তোমাদের মধ্যে সন্তান উৎপাদন করে, তাহাদেরও নিমিত্ত তাহা অধিকারার্থে সুরতি দ্বারা বিভাগ করিবে।"

ঈশ্বর এখানে দেখিয়েছেন, ইস্রায়েল দেশের সীমানা সঠিক অর্থে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। খুবই কৌতূহলোদ্দীপক যে,

এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের কালের নিকটতর সময়েই প্রদত্ত হয়েছে। ঈশ্বর দেখিয়েছেন যে, ইস্রায়েল যে এই দেশের অধিকারলাভ করবে, তা তিনি বিস্মৃত হননি। ঈশ্বর কত দূর পর্যন্ত সে দেশের সীমা নির্ধারণ করেছেন, যিহিষ্কেল ৪৭ অধ্যায় অনুসারে তা একবার বিচার করে দেখি ঃ

উত্তর দিকের সীমানা (১৫ পদ থেকে)

"দেশের সীমা এই ঃ উত্তর দিকে মহাসমুদ্র হইতে সদাদের প্রবেশস্থান পর্যন্ত হিৎলোনের পথ ; হমাৎ, বরোথা, সিব্রয়িম, যাহা দামাস্কাসের সীমার ও হমাতের সীমার মধ্যস্থিত ; হৌরণের সীমার নিকটস্থ হৎসর-হত্তীকোন। আর সমুদ্র হইতে সীমা দামাস্কাসের সীমাস্থ হৎসোর ঐনন পর্যন্ত যাইবে আর উত্তর দিকে হমাতের সীমা ; এই উত্তর প্রান্ত।"

পূর্ব দিকের সীমানা (১৮ পদ থেকে)

"পূর্বপ্রান্ত হৌরণ, দামাস্কাস ও গিলিয়দের এবং ইস্রায়েল দেশের মধ্যবর্তী জর্ডন ; তোমরা উত্তর সীমা হইতে পূর্ব সমুদ্র পর্যন্ত মাপিবে ; এই পূর্বপ্রান্ত।"

দক্ষিণ দিকের সীমানা (১৯ পদ থেকে)

"দক্ষিণপ্রান্ত দক্ষিণে তামর হইতে কাদেশস্থ মরীবৎ জলাশয় মিশরের স্রোতোমার্গ ও মহাসমুদ্র পর্যন্ত ; দক্ষিণদিকের এই দক্ষিণপ্রান্ত।"

পশ্চিম দিকের সীমানা (২০ পদ থেকে)

"পশ্চিম প্রান্ত মহাসমুদ্র। দক্ষিণ সীমা হইতে হমাতের প্রবেশস্থানের সম্মুখ পর্যন্ত এই পশ্চিমপ্রান্ত।" ২১ পদে ঈশ্বর আবার বলেছেন ঃ "এইরূপে তোমরা ইস্রায়েলের বংশানুসারে আপনাদের মধ্যে এই দেশ বিভাগ করিবে।"

ঈশ্বর এখানে অত্যন্ত নির্ভুল ও বিশদভাবে সীমানার বর্ণনা দিয়েছেন। এর উদ্দেশ্য, কারো মনে যেন কোনোরকম সন্দেহের উদয় না হয়।

এই অঞ্চলে যারা বসবাস করে তাদের সম্পর্কে ঈশ্বর কী বলেছেন? তারা কি ছিন্নমূল হবে? না! ২২ এবং ২৩ পদে ঈশ্বর বলেছেন :

ঈশ্বর বলেছেন ঃ

"তোমরা আপনাদের নিমিত্ত এবং যে বিদেশী লোকেরা তোমাদের মধ্যে প্রবাস করিয়া তোমাদের মধ্যে সন্তান উৎপাদন করে, তাহাদেরও নিমিত্ত তাহা অধিকারার্থে সুরতি দ্বারা বিভাগ করিবে ; এবং ইহারা ইস্রায়েল-সন্তানদের মধ্যে স্বজাতীয় লোকদের ন্যায় গণিত হইবে, তোমাদের সহিত ইস্রায়েল-বংশ সকলের মধ্যে অধিকার পাইবে। তোমাদের যে বংশের মধ্যে যে বিদেশী লোক প্রবাস করিবে তাহার মধ্যে তোমরা তাহাকে অধিকার দিবে, ইহা প্রভু পরমপ্রভু বলেন।"

এই সমস্ত থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ইস্রায়েল এক বিশাল অঞ্চল অধিকার করবে। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা হলো, সেই দেশে বসবাসকারী অন্য মানুষরাও যেন অধিকার ভোগ করে। সকলেই সৌভ্রাত্র বন্ধনের মধ্যে শান্তিতে বসবাস করবে। কেউ কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপন না-করে পরস্পরকে গ্রহণ করবে। সেই যুগের মধ্যে আমাদের খুব শীঘ্রই উপস্থিত হতে হবে। সেখান থেকে ইস্রায়েল বা অন্য জাতিকে বিতাড়ন করার বাতাবরণ সৃষ্টি হবে না। সব সমস্যার সমাধান হবে শান্তিপূর্ণভাবে। এর ফলে, মধ্যপ্রাচ্যে বসবাসকারী জনগণ একত্রে শান্তিতে জীবনযাপন করতে পারবে।

ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং ইস্রায়েল নাম

ঈশ্বরের কাছে আকস্মিক বলে কিছু নেই। ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা মতোই কাজ করেন। ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে উপলব্ধি করতে হলে আমাদের এদন উদ্যানের আদম ও হবার দিকে ফিরে তাকাতে হবে।

ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি এমন এক প্রাণীকে পেতে চেয়েছিলেন যাকে তিনি ভালোবাসবেন এবং যে তাঁকে স্বেচ্ছায় ভালোবাসবে, তাঁর বাধ্য হবে। তাদের পতনের আগে এই মনোরম উদ্যানে ঈশ্বরের সঙ্গে আদম ও হবার এক মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

বাক্যের অবাধ্যতা

এদন উদ্যানে ঈশ্বর দুজন মানুষ — আদম ও হবার সঙ্গে আলাপচারিতায় রত ছিলেন। তাদের করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলি সম্পর্কেও তিনি তাদের অন্ধকারে রাখেননি। কিন্তু তারা ঈশ্বরের কথার বিরুদ্ধাচারী হয়ে পাপ করলো। সেই কারণে এদন উদ্যান থেকে তারা বিতাড়িত হলো। আদি পুস্তক ২ এবং ৩ অধ্যায়ে এই কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। তিন অধ্যায়ে ঈশ্বর ইতিমধ্যেই মানবজাতির সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করতে আরম্ভ করেছেন। মানুষকে তিনি পরিত্যাগ না-করলেও তিনি পাপ এবং অবাধ্যতাকে ঘৃণা করেন। তাই, যে-সাপ আদম-হবাকে বিপথে চালিত করেছিল, তাকে তিনি বলেছিলেন যে, নারীর সন্তানের মাধ্যমেই একদিন মানবজাতির পুনরুদ্ধার হবে।

ঈশ্বর মোশি এবং ভবিষ্যবাদীদের মাধ্যমে মানুষের কাছে বার বার তাঁর বাণী ঘোষণা করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর বাণীর প্রতি কর্ণপাত করার লোকের সংখ্যা ছিল নগণ্য। ঈশ্বর তাই তাঁর বাক্যকে, নিজেকে, মানুষ-যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে মানবজাতির কাছে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। যারা সেই বাক্যের প্রতি কর্ণপাত করবে এবং বিশ্বাস করে তার বাধ্য হবে, তারা লাভ করবে মুক্তি। ঈশ্বরের প্রাণময় বাক্য যীশুখ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমেই মানবজাতির পূর্ণ পুনরুদ্ধার সাধিত হয়।

ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য, যীশুর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকে সম্ভব করে তোলার জন্য ঈশ্বরের এক পরিকল্পনা থাকতে হবে ঃ

১. একটা দেশকে মনোনীত করতে হবে (ঈশ্বর ইস্রায়েলকে মনোনীত করেছিলেন)
২. একটা জাতিকে মনোনীত করতে হবে (ঈশ্বর ইহুদি জাতিকে মনোনীত করেছিলেন)
৩. সেই দেশের একটি গোষ্ঠী ও জাতিকে মনোনীত করতে হবে। তারই মাধ্যমে ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য যীশুর জন্ম সম্ভবপর হবে (ঈশ্বর অব্রাহামের গোষ্ঠীকে মনোনীত করেছিলেন)
৪. গোষ্ঠী ছাড়াও এক ব্যক্তিকে মনোনীত করতে হবে, পৃথিবীতে যে ঈশ্বরের বাক্যকে ধারণ করবে (ঈশ্বর মরিয়মকে মনোনীত করেছিলেন)

সময় সম্পর্কে ঈশ্বরের পরিকল্পনা

এদন উদ্যান থেকে আদম-হবার বিতাড়ন-পরবর্তীকাল সম্বন্ধে অধ্যয়ন করলে আমরা দেখতে পাই, ঈশ্বর যুগ-যুগান্ত ধরে সঠিক পরিকল্পনা করে চলেছিলেন ঃ

জগৎ সৃষ্টির জন্য ঈশ্বর ছয় দিন এবং সপ্তম দিনকে তিনি যেমন বিশ্রামের জন্য ব্যবহার করেছিলেন, আমরা তেমনই দেখি, ছ'টি "কাজের দিনকে" তিনি কীভাবে ব্যবহার করেছিলেন। এখানে প্রত্যেক দিনের পরিমাণ এক হাজার বছর। নানা জাতির সঙ্গে তাঁর সঠিক সম্পর্ককে পুনরুদ্ধার করার জন্য এই দিনগুলিকে তিনি ব্যবহার করেছিলেন। বাইবেল থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আমরা বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর সাব্বাথ পালন করার জন্য শেষ হাজার বছর, "সপ্তাহের" সপ্তম দিনকে ব্যবহার করবেন। তখন শুরু হবে হাজার বছরের রাজত্ব (প্রকাশিত বাক্য ২০ অধ্যায়)।

সেই সপ্তাহের চিত্র এই রকম ঃ

প্রথম দিন ঃ আদম থেকে নোহ পর্যন্ত ১০০০ বছর

দ্বিতীয় দিন ঃ নোহ থেকে অব্রাহাম পর্যন্ত ১০০০ বছর

তৃতীয় দিন ঃ অব্রাহাম থেকে মোশি পর্যন্ত ১০০০ বছর

চতুর্থ দিন ঃ মোশি থেকে যীশু পর্যন্ত ১০০০ বছর

পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দিন ঃ যীশু থেকে আমাদের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত প্রায় ২০০০ বছর

সপ্তম দিন ঃ পৃথিবীতে ১০০০ বছরের শান্তি

ঈশ্বরের কাছে একদিন হাজার বছরের সমান এবং হাজার বছর এক দিনের সমান। কেউই সঠিকভাবে বলতে পারে না, তাঁর "কর্মময় সপ্তাহ"কে তিনি কবে সমাপ্ত করবেন এবং কখন শুরু হবে হাজার বছর। আমাদের কাছ থেকে তা গোপন রাখা হয়েছে। আমরা কেবল দেখতে পাচ্ছি, কাল ক্রমশ আসন্ন হয়ে আসছে। অন্তিম লগ্ন সম্পর্কিত সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের কালেই রূপায়িত হয়ে উঠছে। সুদীর্ঘ কাজের দিনগুলিকে প্রভু ব্যবহার করবেন ; মানুষকে বিশ্বাসপ্রবণ এবং তাঁর বাক্যের প্রতি বাধ্য করে তোলার জন্য তিনি পরিচালনা দান করবেন। এই প্রণালীর শীঘ্রই অবসান

হবে। আমাদের স্বর্গবাসী পিতা এবং সৃষ্টিকর্তা, যারা তাঁর বাক্য অনুসারে জীবনযাপন করছে সেইসব অবশিষ্ট মানুষদের তাঁর নিজের আবাসে সংগ্রহ করে নেবেন। তখন থেকে ঈশ্বরের সঙ্গে সাহচর্যের বন্ধন আর কোনোদিনই ছিন্ন হবে না (প্রকাশিত বাক্য ২১ অধ্যায়ে এক নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবীর বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে)।

ঈশ্বরের কাজের দিন

এইসব যুগারম্ভকালের দিকে আমরা একটু দৃষ্টিপাত করি। তা হলে আমরা আরো ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারবো, ঈশ্বর কেন ইস্রায়েলকে মনোনীত করেছেন। আমরা প্রত্যাশা করবো, এই ক্ষুদ্র দেশ ও জাতির মাধ্যমে ঈশ্বরের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়ে উঠবে।

১. আদম থেকে নোহের যুগ

পতনের পর প্রথম ১০০০ বছর মানব জাতিকে তার নৈতিক চেতনা অনুসারে জীবনযাপন করতে দেওয়া হয়েছে। আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদের প্রত্যেককে এক চেতনা, সেই ক্ষুদ্র, স্পর্শকাতর আন্তর-অনুভূতি দিয়েছিলেন। এ যেন একটা ঘন্টার মতো, আমরা যতবারই ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরুদ্ধ কাজ করি, সেটা বেজে ওঠে। মানুষ ঈশ্বরের বাণী দ্বারা, কি শয়তানের স্বর দ্বারা চালিত হবে, তা বেছে নিতে পারতো। ঈশ্বর আমাদের যন্ত্রমানব করে নির্মাণ করতে পারতেন যা নির্বিবাদে তাঁর সমস্ত ইচ্ছাকে পালন করবে। কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন, মানুষ স্বেচ্ছায় তাঁর ইচ্ছার বশীভূত হবে। আদমের পর বহুকাল ধরে গর্ব, হিংসা এবং জীঘাংসা মানুষের চিন্তার জগৎ ও কাজকে পরিচালিত করে এসেছে। যে-মানবজাতির ঈশ্বরের সাহচর্যে শান্তি এবং ঐক্যে যীবনযাপন করার কথা ছিল,

তা পাপ এবং অশুচিতায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। পাপ তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। কারণ মানুষ পতিত হয়েছে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার পরিবর্তে নিজের বাসনার অভিলাষী হয়েছে। যে-শয়তান তার গর্বোদ্ধত আচরণের জন্য স্বর্গ থেকে পতিত হয়েছিল, সে মানুষকে প্রভাবিত করলো। শয়তান মানুষকে গর্বোদ্ধত ও ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্য করে তুললো। তাই ঈশ্বরকে এক কার্যকর ভূমিকা নিয়ে অশুভ শক্তিকে পরাভূত করতে হবে। মানুষ ঈশ্বরের বাণীর চেয়ে অন্ধকার ও পাপকে বেশি ভালোবেসেছিল বলে ঈশ্বর এক সময় মানুষকে সৃষ্টি করার জন্য অনুতাপ করলেন। (আদি পুস্তক ৬ অধ্যায়)।

পাপময়তাকে ধ্বংস করার জন্য ঈশ্বর পাঠালেন মহাপ্লাবন। নোহ নামে এক ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। ঈশ্বর তাঁকে রক্ষা করলেন। তাঁর এবং তাঁর পরিবারের মাধ্যমে এক সম্পূর্ণ নতুন যুগের সূচনা হবে। ঈশ্বর তখন মানবজাতির মনে শান্তির ও আনন্দের সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য আবার নতুন করে কাজ শুরু করবেন।

২. নোহ থেকে অব্রাহামের যুগ

প্রায় ১০০০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ঈশ্বর নোহকে আশীর্বাদ করেছেন। তিনি তাঁকে এবং তাঁর বংশকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, পৃথিবীতে আর কখনো জলপ্লাবন হবে না। মানবজাতি ঈশ্বরের বিধি অনুসারে জীবনযাপন করলে তাদের উপর তাঁর আশীর্বাদ ঝরে পড়বে। কিন্তু নোহ এবং তাঁর পরিবার জাহাজ থেকে নেমে আসার অল্পদিন পরেই পাপ আবার তার ক্ষমতা ফিরে পেল। নোহের পুত্র হাম পাপ করলো (আদি পুস্তক ৯) এবং এর ফলে তার বংশধরদের উপর অভিশাপ নেমে এলো ঃ

নোহ এবং তাঁর তিন পুত্র—শেম্, হাম ও যেফৎ জাহাজ থেকে বের হয়ে এলেন। নোহ এক দ্রাক্ষাকুঞ্জ রোপণ করলেন।

তিনি দ্রাক্ষারস পান করে মত্ত হয়ে পড়লেন। মত্তাবস্থায় তিনি তাঁবুর ভিতরে বিবস্ত্র হয়ে পড়ে রইলেন। হাম তাঁর পিতার উলঙ্গতা দেখে, পিতাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করার পরিবর্তে, তাঁবুর বাইরে গিয়ে তাঁর অন্য ভাইদের এ কথা জানালেন। চেতনা ফিরে পাবার পর এই ঘটনা তাঁর পিতাকে ক্রুদ্ধ করে তুললো। তিনি হামের গোষ্ঠীকে অভিশাপ দিলেন ঃ

"কনান (হামের পুত্র) অভিশপ্ত হউক,
সে আপন ভ্রাতাদের দাসানুদাস হইবে।" (২৫ পদ)

অপর দুই ভাই, শেম ও যেফৎ, তাঁদের পিতার নগ্নতাকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করেছিলেন। নোহ তাঁদের বললেন ঃ

"শেমের ঈশ্বর পরমপ্রভু ধন্য ;
কনান তাহার দাস হউক।
ঈশ্বর যেফৎকে বিস্তীর্ণ করুন ;
সে শেমের তাঁবুতে বাস করুক,
আর কনান তাহার দাস হউক।"

(২৬-২৭ পদ)

আদি পুস্তক ১১ অধ্যায়ে নোহের তিন পুত্রের কথা পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই, ঈশ্বর শেমের বংশকে মনোনীত করেছিলেন। অব্রাহাম জন্ম নিয়েছিলেন শেমের বংশে। ঈশ্বর দেখেছিলেন, অব্রাহামের হৃদয় নিষ্কপট, ছলনাশূন্য। তাই ঈশ্বর তাঁর মাধ্যমে এক সম্পূর্ণ নতুন জাতিকে গঠন ও সৃষ্টি করতে পারেন। তারা ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস করবে এবং তাঁরই উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করবে। পরবর্তীকালে আমরা এ সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানতে পারবো। কিন্তু প্রথমে আমরা ঈশ্বরের আদেশ এবং পরবর্তী প্রজন্মের মাধ্যমে তাঁর "কাজের দিনকে" লক্ষ্য করবো।

৩. অব্রাহাম থেকে মোশির যুগ

মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে অব্রাহামের মাধ্যমে এক বংশের উৎপত্তি হবে। বহু লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণাভোগের পর ঈশ্বরের দ্বারা তা ব্যবহৃত হবে এবং আমাদের উদ্ধারের জন্য এক পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। অব্রাহামের বংশই হয়ে উঠলো বিশ্বাসী জাতির সূচনা।

ইস্রায়েল নাম

অব্রাহামের গোষ্ঠী থেকেই এই নামের উৎপত্তি হয়েছিল। ঈশ্বর অব্রাহামকে যে-পুত্রের বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, অব্রাহাম সেই পুত্রের জনক হলেন। সেই পুত্রের নাম ইস্হাক। ইস্হাক-রেবেকার দুই পুত্র—যাকোব ও এষৌ।

এষৌ ছিল জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং আশীর্বাদের অধিকারী। কিন্তু ঘটনাক্রমে, খাদ্যের বিনিময়ে সে তার জন্মগত অধিকারকে কনিষ্ঠ ভাই যাকোবের কাছে বিক্রি করে দিল। যাকোব তার অধিকারী হলো।

এষৌ যখন বুঝতে পারলো, যাকোব আশীর্বাদের অধিকারী হয়েছে, সে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তার ভাইকে হত্যা করতে চাইলো। যাকোব তার মামা লাবনের কাছে পালিয়ে গেল। এষৌ পরবর্তীকালে এক ক্রীতদাসীর পুত্র ইশমায়েলের কন্যাকে বিবাহ করে। যাকোব বিবাহ করলো রাহেলকে এবং ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশে ফিরে এলো। তার ভাই এষৌকে অত্যন্ত ভয় করলেও সে নিজেকে নত করলো এবং সাহায্যের আশায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলো।

আদি পুস্তক ৩২ : ২৪-৩২ পদে দেখতে পাই, প্রতারক যাকোব কীভাবে একাকী ঈশ্বরের সঙ্গে সংগ্রাম করেছিল। সেই যুদ্ধে যাকোবের উরুফলক স্থানচ্যুত হলো। যাকোব পরাজিত হলো। তখন যাকোব ঈশ্বরের কাছে করুণা ভিক্ষা করলো ঃ

"আপনি আমাকে আশীর্বাদ না করিলে আপনাকে ছাড়িব না।" ঈশ্বর যাকোবের কাতরোক্তি শুনে তাকে এক নতুন নামে অভিহিত করলেন। সে হলো ইস্রায়েল। এই নামের তাৎপর্য ঃ "তুমি ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছ!" যাকোব তখন বললো ঃ "আমি ঈশ্বরকে সম্মুখাসম্মুখি হইয়া দেখিলাম, তথাপি আমার প্রাণ বাঁচিল।"

ঈশ্বরের সাক্ষাতে যাকোবের নতনম্র মানসিকতা তার জীবনে আশীর্বাদ ও মুক্তি নিয়ে এসেছিল। ঈশ্বরের নীতিই তা-ই। যে-রাত্রিতে যাকোব ইস্রায়েলে পরিণত হলো, তারপর থেকে ঈশ্বরের সমস্ত আশীর্বাদ যাকোব এবং তার বংশধরদের জন্য সঞ্চিত হয়ে রইলো। সেইজন্য তার উত্তরপুরুষ ইস্রায়েলীয় নাম আখ্যাত হলো।

যাত্রা পুস্তকের ১ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, ইস্রায়েল (যাকোব) এবং তার পুত্ররা তাদের পরিবারসহ মিশরে উপস্থিত হয়েছে। তারা দুর্ব্যবহারের শিকার হয়ে শেষ পর্যন্ত দাসত্ব স্বীকার করে নিল। ইস্রায়েলীয়দের মিশরের বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য ঈশ্বর এখন এক নতুন যুগের সূচনা করলেন। ইস্রায়েলের জনগণকে মিশর থেকে বের করে নিয়ে এসে প্রতিশ্রুত দেশের উদ্দেশে পরিচালিত করার জন্য জন্ম হলো মোশির।

৪. মোশি থেকে যীশুর যুগ

ইস্রায়েলকে সাহায্য করার জন্য ঈশ্বর মোশিকে তাঁর বাক্য, তাঁর বিধিব্যবস্থা দিলেন। ইস্রায়েলের জনগণকে রক্ষা করার জন্য ঈশ্বর বিধিব্যবস্থার প্রয়োগ করবেন। এর দ্বারা তারা পাপ এবং বিনাশ থেকে নিজেদের মুক্ত করবে। পুরাতন নিয়মের অবশিষ্ট অংশ থেকে আমরা জানতে পারি, অব্রাহাম, ইস্‌হাক এবং যাকোবের কাছে ঈশ্বর যে-দেশের বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন,

সেই দেশের উদ্দেশে ইস্রায়েলের জনগণকে পরিচালিত করার জন্য ঈশ্বর কীভাবে বিধিব্যবস্থা এবং ভবিষ্যবাদীদের মাধ্যমে তাদের তাঁর বাক্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। এ এক দীর্ঘ প্রণালী—পাপ এবং অবাধ্যতার জন্য ইস্রায়েলের জনগণকে শাস্তি দিতে হবে তাঁকে। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে চলেছিলেন। ঈশ্বর স্থির করলেন, ইস্রায়েলের পুত্র-কন্যাদের মধ্য থেকে এক পবিত্র প্রজা নির্মাণ করে তিনি জয়লাভ করবেন।

মোশি, প্রভুর অন্যান্য বহু পরিচারক, রাজন্যবর্গ এবং ভবিষ্যবাদীরা তাঁদের সমস্ত যুগ ধরে ইস্রায়েলকে শিক্ষা দিলেন যে, ঈশ্বর তাদের মনোনীত করেছেন। কিন্তু একমাত্র যখন তারা তাঁর বাধ্য হয়েছে, তখন তাদের জীবনে এসেছে সুসময় এবং তারা হয়েছে আশীর্বাদের আকর। তবুও, ঈশ্বর ভবিষ্যবাদীদের মাধ্যমে বিধিব্যবস্থা এবং তাঁর পবিত্র বাক্যকে দিলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ ইস্রায়েল পাপে রত ছিল। তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা ও স্বর্গবাসী পিতার আরাধনা করার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দেবতাদের সেবা করতো।

ঈশ্বর তখন তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাদের উদ্ধারের জন্য তিনি তাদের কাছে মশীহকে প্রেরণ করবেন। ইস্রায়েল এ কথা বিশ্বাস করেছিল এবং তারা এখনো বিশ্বাস করে যে, সেই মশীহ একজন মানুষ, এক মহান এবং ন্যায়পরায়ণ মানুষ যিনি এসে ইস্রায়েলকে তাদের সমস্ত প্রতিকূলতা থেকে উদ্ধার পেতে সাহায্য করবেন। তারা এখনো বিশ্বাস করে না যে, যীশুই সেই মশীহ, ঈশ্বরের আপন বাক্য, ঈশ্বরের পুত্র এবং তিনি তাদেরই মাঝে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শুধু ইস্রায়েলের মুষ্টিমেয় মানুষ সেই সত্যকে আবিষ্কার করেছে। কিন্তু একদিন তারা সবাই তা প্রত্যক্ষ করতে পারবে এবং তাঁর গৌরবকীর্তনে মুখর হয়ে উঠবে (প্রকাশিত বাক্য ১ : ৭)।

যোহন তাঁর লিখিত মঙ্গলবার্তার এক অধ্যায়ের সতেরো পদে বলেছেন ঃ

"মোশি আমাদের দিয়েছেন বিধান ; খ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে এসেছে অনুগ্রহ আর সত্য।"

সারণি—১

আদম থেকে যাকোব পর্যন্ত বংশধারার সারণি

আদি ৯ : ২৬	আদম—	আদি ৫ : ১, ২
শেমের মাধ্যমে ঈশ্বরের	হনোক—	আদি ৫ : ২২
প্রকাশ	লেমক—	আদি ৫ : ২৮, ২৯
	নোহ—	আদি ৫ : ২৯

শেমের পুত্রগণ	হামের পুত্রগণ	যেফতের পুত্রগণ
আদি ১১ : ১০-২৬	আদি ১০ : ৬	আদি ১০ : ২
অর্ফক্ষদ ১	কূশ	গোমর
সেলহ ২	মিসর	মাগোগ
এবর	পূট	মাদয়
পেলগ	কনান	যবন
রূয়েল		তুবল
সেরহ		মেশক
নহৎ		তীরস
(তেরহ)		
অব্রাহাম (অব্রাম)		

১। শেলার পুত্রদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে : ইস্‌হাক, এলম, অশূর, লূদ এবং অরাম। যাকোব আদি পুস্তক ১০ : ২২

২। নিম্নলিখিত নামগুলি উত্তরপুরুষদের, শেমের পুত্রদের নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অনুগ্রহের দিন ও পবিত্র দিন

পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দিন

ঈশ্বর আদম ও হবার কাছে তাঁর বাণী প্রকাশ করেছিলেন। মোশি এবং ভবিষ্যবাদীদের মাধ্যম তিনি ইস্রায়েলের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। ইস্রায়েলের জনগণ ছিল জেদী এবং মুষ্টিমেয় মানুষ ঈশ্বরের বাক্যের বাধ্য হয়েছিল। ঈশ্বর তাঁর শেষ দুই কাজের দিনে তাঁর পুত্রের, তাঁর বাক্যের মাধ্যমে কথা বলেছিলেন, যিনি রক্তমাংসের শরীরী রূপ ধারণ করে আমাদের মাঝে বসবাস করেছিলেন। ঈশ্বর তাঁর মহাকরুণার গুণে সমগ্র মানবজাতিকে তাঁর বাক্য শোনার ও সেই বাক্য অনুসারে জীবনযাপন করার শেষ সুযোগ দিয়েছেন।

হিব্রু ১ : ১-৩ পদে আমরা মুক্তির জন্য ঈশ্বরের মহান পরিকল্পনার কথা জানতে পারি। আদি লগ্ন থেকে আদম এবং হবা যেমন ঈশ্বরের সাহচর্য লাভ করেছিল, আমাদেরও তেমনি বিশ্বাস এবং স্বাধীন ইচ্ছার নিরিখে তাঁর সাহচর্যে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি ইস্রায়েল এবং ভিন্ জাতির সমস্ত প্রজন্মকে তাঁর উপস্থিতিতে নিয়ে আসবেন ঃ

> "প্রাচীনকালে ঈশ্বর ভবিষ্যবাদীদের মুখ দিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নানাভাবে নানারূপে কথা বলেছিলেন ; কিন্তু এই শেষ যুগে, তিনি আমাদের সঙ্গে বলেছেন তাঁর এক পুত্রের মুখ দিয়ে। তিনি তাঁর পুত্রকে বিশ্বের সবকিছুর উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন ; তাঁরই মাধ্যমে, তিনি সৃষ্টি করেছেন বিশ্বজগৎ। ঈশ্বরের মহিমায় দ্যুতিমান তিনি, তাঁর প্রকৃতির

মুদ্রাঙ্কনে তিনি (পুত্র) মুদ্রিত ; আপন শক্তির বাণীতে বিশ্বকে ধারণ করে আছেন তিনি। সমস্ত পাপ পরিশুদ্ধ করে, স্বর্গলোকে মহামহিমের দক্ষিণ পার্শ্বে তিনি উপবিষ্ট আছেন।"

"এই শেষ যুগে" বাগ্‌বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের কালেই। ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে মানবজাতির সম্পর্ককে পুনরুদ্ধার করে তাঁর কাজের সমাপ্তির প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

তা হলে বর্তমানকালে ইস্রায়েলের জীবনে কী ঘটছে?

বাইবেলের সমস্ত ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বর ইস্রায়েলকে তাদের অবাধ্যতা এবং একগুঁয়েমির জন্য কঠিন শাস্তি দিয়েছেন। কিন্তু বাইবেলের মধ্যে আমরা এ-ও দেখতে পাই যে, ইস্রায়েল আবার যখন তাঁর কাছে ফিরে এসেছে, তিনি তাদের মার্জনা ও আশীর্বাদ করছেন। ঈশ্বর অব্রাহাম, ইস্‌হাক এবং যাকোবের কাছে যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য যুগের অন্তিমে তিনি আবার ইস্রায়েলকে জমায়েত করবেন। পুরাতন নিয়মের ছোটো-বড়ো সমস্ত ভবিষ্যবাদীদের মুখ থেকে আমরা এ কথা শুনেছি। আমাদের যুগে ঈশ্বর ইস্রায়েলকে সংগ্রহ করছেন। এ এক বড়ো মাপের অলৌকিক ঘটনা এবং এ ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমরা ঈশ্বরের বাক্যের সত্যতাকে প্রত্যয় করতে পারি। তিনি পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ থেকে ইস্রায়েল জনগণকে সংগ্রহ করছেন। ঘটনার আবর্তে পড়ে অন্য জাতির মানুষরা বাস্তুচ্যুত হয়ে অন্য দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। কালক্রমে তারা তাদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে যে-সমাজে বাস করছে তাদের মতো তাদেরই একজন হয়ে উঠেছে। কিন্তু ইহুদিরা ঈশ্বরের মনোনীত জাতি ; তাই তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। কেউ

কেউ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেদের দেশে ফিরে এসেছে। অন্যরা আসবে স্বেচ্ছায়। বহুজনই অন্তিমকালে নিজেদের ঘরে ফিরে আসতে বাধ্য হবে। ঈশ্বরের তা-ই পরিকল্পনা। পরিকল্পনা অনুযায়ীই ঘটনা ঘটবে। ঈশ্বর আবার তাদের দেশকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর প্রজাদের তিনি ১০০টিরও বেশি বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করেছেন। আমাদের কালে এই প্রণালী অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলবে। ঈশ্বর তাঁর পবিত্র বাসনা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হবেন না।

তিনি ইস্রায়েলকে উদ্ধার করতে চান। তারা এখনো পর্যন্ত মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছে না। ঈশ্বর সেই সময়কে আরো দীর্ঘ, আরো প্রসারিত হতে দিয়েছেন যাতে সমস্ত জাতি ঈশ্বরের বাক্য, যীশুখ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে মুক্তির সুযোগ পেতে পারে। এ হলো ঈশ্বরের অনুগ্রহ।

মথি ২৪ অধ্যায়ে যীশু বলেছেন, সমস্ত জাতির কাছে তাঁর রাজ্যের বিষয়ে প্রচার হবার পরে অন্তিম লগ্ন ঘনিয়ে আসবে। যখন বিজাতীয়দের সংখ্যা পূরণ হবে, সবাই যখন বিশ্বাস এবং অনুগ্রহের মাধ্যমে মুক্তিলাভের সুযোগ লাভ করবে, তখন শেষকাল আসন্ন হয়ে উঠবে।

ইস্রায়েল এবং অন্যান্য জাতির কাছে শেষের দিনগুলি কেমন হবে, সে সম্পর্কে আমরা পরবর্তীকালে আলোচনা করবো।

সপ্তম দিন—ঈশ্বরের "সপ্তাহের দিনের" শেষদিন

কেউ জানে না, কোন দিন বা কোন মুহূর্তে ঈশ্বরের অনুগ্রহের কাল শেষ হয়ে যাবে। আমরা শুধু জানি যে, সময় ক্রমশ ঘনিয়ে আসছে। কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে যে, "দিনের অন্তিম লগ্নে" যীশুর আগমন হবে। আগেই এ সম্পর্কে আমরা লক্ষ করেছি।

পৃথিবীতে যীশুর আগমনের পর প্রায় দু'হাজার বছর হতে চলেছে। বাইবেলের সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে যে, অন্তিম লগ্নের শেষ অংশটি আমাদের কালেই সংঘটিত হবে।

অনেকেই যীশুর দ্বিতীয় আগমনের সময় এবং পৃথিবীতে তাঁর হাজার বছরের রাজত্বকালের সূচনাপর্বকে নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শুধু ঈশ্বরই সেই দিন ও সেই সময়কে জানেন। আমরা জানি, হাজার বছরের রাজত্বকাল আরম্ভ হলে শয়তান হাজার বছরের জন্য বদ্ধ হবে এবং বহু বিস্ময়কর ঘটনা ঘটবে। আজকের জগতের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, শয়তান এখনো পর্যন্ত বদ্ধ হয়নি। সে জানে, তার দিন ঘনিয়ে আসছে। সেইজন্য সে দ্বিগুণ উৎসাহে তার ধ্বংসের কাজ করে চলেছে। তাই আমরা যেন ভ্রান্ত না হই, অপরকেও যেন বিভ্রান্ত করার সুযোগ না দিই। প্রকাশিত বাক্যের কুড়ি অধ্যায়ে হাজার বছরের রাজত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য পরিবেশিত হয়েছে: শয়তান শৃঙ্খলিত হবে।

> "প্রথম পুনরুত্থানে যে অংশ গ্রহণ করে সেই ধন্য, পবিত্র সে-ই। তাঁদের আর দ্বিতীয়বার মৃত্যু কবলিত হতে হবে না; তাঁরা হবেন ঈশ্বর এবং খ্রীষ্টের যাজক, এবং খ্রীষ্টের সঙ্গে তাঁরা রাজত্ব করবেন এক হাজার বছর।" প্রকাশিত বাক্য ২০ : ৬

১৪৪,০০০

প্রকাশিত বাক্য ২০ অধ্যায়ে লিখিত আছে, হাজার বছরের রাজত্বকালে শহীদরা অংশ গ্রহণ করবে। এই ১৪৪,০০০ কারা, আজকের দিনে অনেকেই তা অনুমান করার চেষ্টা করেছেন। অনেক

শিক্ষক ভুলক্রমে বলেছেন যে, এই অল্প সংখ্যক মনোনীত তারাই যারা ঈশ্বরের সঙ্গে রাজত্ব করার যোগ্য ব্যক্তি এবং অন্য সবাই পৃথিবীতে থাকবে। এই ১৪৪,০০০ জন কারা, সে সম্পর্কে আরো অনেক ব্যাখ্যা আছে।

এদের পরিচয় সম্পর্কে বাইবেলের বক্তব্য সুস্পষ্ট। প্রকাশিত বাক্যের সাত অধ্যায় থেকে আমরা জানতে পারি, তারা ইস্রায়েলের বারোটি গোষ্ঠীর সীলমোহরাঙ্কিত ব্যক্তি। ঈশ্বরের ক্রোধের প্রকাশস্বরূপ পৃথিবীতে যখন বিচারের দণ্ড নেমে আসবে, সেই দণ্ড থেকে তখন তাদের রক্ষা করা হবে। কোনো একটিও গোষ্ঠী যাতে বিলুপ্ত হতে না পারে সে-জন্য ঈশ্বর ইস্রায়েলের দিকে সতর্কদৃষ্টি রেখেছেন। ইস্রায়েলের বারোটি গোষ্ঠীর বহির্ভূত এমন কিছু ব্যক্তি আছে, যারা পাপে লিপ্ত হয়ে নিজেদের কলঙ্কিত করেনি। তারা মেষশাবক যীশুখ্রীষ্টকে অনুসরণ করে পথ চলে। প্রকাশিত বাক্য ১৪ : ৪ অনুসারে ঈশ্বরের এবং মেষশাবকের প্রথম ফল হিসাবে মুক্তিপণের বিনিময়ে মানবজাতি থেকে তাদের ক্রয় করা হয়েছে। পরবর্তীকালে সমগ্র ইস্রায়েলের মানুষ ঈশ্বর এবং মেষশাবকের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, কিন্তু সুনিশ্চিত প্রথম ফলরূপে এই ১৪৪,০০০ জনকে সীলমোহরাঙ্কিত করে রেখেছেন। তাদের সম্পর্কে এই একই অধ্যায়ে বলা হয়েছে ঃ

> "তারপরে দেখলাম, পবিত্র মেষশাবক সিয়োন পর্বতের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ। মেষশাবক আর তাঁর পিতার নাম সেই সব মানুষের হাতে আর কপালে লেখা রয়েছে। বহু জলতরঙ্গের শব্দের মতো, বজ্রের প্রচণ্ড গর্জনের মতো স্বর্গ থেকে উচ্চারিত একটি স্বর শুনলাম। মনে হলো, বীণাবাদকের সঙ্গীতের সুর শুনতে পেলাম ; সিংহাসনের সামনে, চারটি প্রাণীর সামনে, এবং

চব্বিশটি প্রবীণদের সামনে একটি নতুন গান গাইছে তারা। পার্থিব সংসার থেকে যারা পরিত্রাণ লাভ করেছিল, সেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ ছাড়া আর কেউ সেই সঙ্গীতটি শিখতে পারেনি।"

ঈশ্বর ইস্রায়েলকে ভালবাসেন। তিনি ইস্রায়েলকে আশীর্বাদ করার জন্য মনস্থির করেছেন। ইস্রায়েলের মধ্য থেকে তিনি কিছু মানুষকে মনোনীত করেছেন। তারা বিশেষভাবে শুচিশুদ্ধ জীবনযাপন করবে।

প্রকাশিত বাক্যের সাত অধ্যায় আমাদের আরো শিক্ষা দেয় যে, এই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জনের সঙ্গে সমবেত হবে আরো একটি জনতা। তাদের সংখ্যা গণনাতীত। বিশ্বের প্রতিটি বংশ, প্রতিটি জাতি থেকে তারা এসেছে। নানান ভাষার মানুষ তারা। তারা অনন্তকাল ধরে ঈশ্বর এবং মেষশাবকের বন্দনা করবে।

সপ্তম অধ্যায়

মধ্য-প্রাচ্যের যুদ্ধের কারণ

সমস্ত বিশ্বের দৃষ্টি আজ মধ্য-প্রাচ্যের দিকে। সমস্ত সংবাদ-মাধ্যম অধিকৃত অঞ্চলের যুদ্ধ, শান্তি আলোচনা প্রভৃতি বিষয়ে নানান তথ্য পরিবেশন করেছে। মধ্য-প্রাচ্যকে ঘিরে যে অবিরাম অশান্তি লেগেই রয়েছে খুব অল্পসংখ্যক মানুষই তার মুখ্য কারণ উপলব্ধি করতে পেরেছে। এর কারণ বুঝতে হলে আমাদের অব্রাহাম-সারার বাহিনীতে ফিরে যেতে হবে।

আমরা আগেই দেখেছি, এই দু'জনকে ঈশ্বর তাঁদের দেশ, জাতি এবং গোষ্ঠী পরিত্যাগ করে তাঁর প্রতিশ্রুত দেশের দিকে যাত্রা করার জন্য আহ্বান করেছিলেন।

> "প্রভু অব্রামকে কহিলেন, তুমি আপন দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পৈত্রিক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, আমি যে দেশ তোমাকে দেখাইব সেই দেশে চল। আমি তোমা হইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব"...
>
> (আদি পুস্তক ১২ : ১-৩)

অব্রাম যে-দেশ পরিত্যাগ করে এসেছিলেন তার নাম মেসোপটেমিয়া। বর্তমানে তা ইরাক নামে পরিচিত। অব্রাম এমন একটা দেশ ও গোষ্ঠী ত্যাগ করে এলেন, যেখানে বিধর্মী-দেবতার আরাধনা প্রচলন ছিল। অব্রাম ঈশ্বরের বাণী শুনে তাঁর আদেশ পালন করলেন।

ঈশ্বর অব্রামকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি এক মহাজাতিতে পরিণত হবেন। মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যার সূচনা হলো এখানেই।

ঈশ্বর কামনা করেছিলেন, অব্রাম এবং সারী ঈশ্বরের বাক্যের উপর নির্ভর করে তাঁর বাক্যানুযায়ী জীবনযাপন করবেন। কিন্তু

পরিস্থিতিকে তাঁরা নিজেদের হাতে তুলে নিলেন। ঈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ-না-করা-পর্যন্ত তাঁরা অপেক্ষা করতে পারলেন না। তাই এমন এক সমস্যার উদ্ভব হলো যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে আজ আমাদের।

ঈশ্বর অব্রাম-সারীকে ইস্‌হাকের জনক-জননী করতে চেয়েছিলেন। দীর্ঘকাল অতিবাহিত হবার পরেও তাঁরা যখন পুত্র-সন্তান লাভ করলেন না, তখন তাঁরা নিজেরাই এক পরিকল্পনা করলেন। তাঁদের পরিকল্পিত পুত্র হলো ইশ্মায়েল। কিন্তু পরবর্তীকালে ঈশ্বর যখন তাঁর "প্রতিশ্রুত পুত্র" ইস্‌হাককে তাঁদের হাতে তুলে দিলেন, তখনি সমস্যা শুরু হলো।

প্রকৃত ঘটনা কী, সে বিষয়ে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করবো। তার ফলে, আমাদের আজকের পৃথিবীতে যা ঘটছে, সে সম্পর্কে বুঝতে পারবো আরো গভীরভাবে। ইস্‌হাক এবং ইশ্মায়েলের যুদ্ধে সারা পৃথিবীই জড়িয়ে পড়েছে। সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের জন্য ঈশ্বর তাঁর নিজের হাতে রাশ না টানা পর্যন্ত এই দুই সৎ-ভাইয়ের বংশধরদের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই চলতেই থাকবে। এ সম্পর্কে বাইবেলের বক্তব্য কী, সে বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ, যুধ্যমান দুই দলের কারো সম্পর্কেই আমরা যেন ভুল বিচার না-করে বসি।

ঈশ্বর অব্রামের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তিনি তাঁকে এক মহাজাতিতে পরিণত করবেন। বিশাল এক ভূ-খণ্ড দেখিয়ে ঈশ্বর তাঁকে বলেছিলেন ঃ

"আমি তোমার বংশকে এই দেশ দিব।" (আদি পুস্তক ১২ : ৭)

১৩ অধ্যায়ের ১৪ পদে ঈশ্বর পুত্র সম্পর্কে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন ঃ

"চক্ষু তুলিয়া এই যে স্থানে তুমি আছ, এই স্থান হইতে উত্তর

দক্ষিণে ও পূর্ব পশ্চিমে দৃষ্টিপাত কর। কেননা, এই যে সমস্ত দেশ তুমি দেখিতে পাইতেছ, ইহা আমি তোমাকে ও যুগে যুগে তোমার বংশকে দিব।"

অব্রাম ও সারীর বয়েস হয়ে গিয়েছিল। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে গেলে, সন্তানের জন্মদান করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে যে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়, এ বিশ্বাস এবং নির্ভরতা তাঁদের থাকা দরকার ছিল।

পনেরো অধ্যায়ে দেখতে পাই, অব্রাম ঈশ্বরের দিকে অভিযোগের তর্জনী তুলে ধরেছেন। অব্রাম জানতে চাইলেন, কে তাঁর উত্তরাধিকারী হবে ঃ "দেখ, তুমি আমাকে সন্তান দিলে না, সুতরাং আমার গৃহের একজন দাস আমার উত্তরাধিকারী হইবে।"

ঈশ্বর তখন অব্রামের কাছে আবার বললেন ঃ "ঐ ব্যক্তি তোমার উত্তরাধিকারী হইবে না, কিন্তু যে তোমার ঔরসে জন্মিবে, সেই তোমার উত্তরাধিকারী হইবে।" ঈশ্বর অব্রামকে আকাশের নক্ষত্রদের দেখালেন। তাঁকে বললেন যে, তাঁর বংশধর হবে আকাশের নক্ষত্রের মতোই অগণিত। অব্রাম তাই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করলেন।

সারীর কাছে এ কথা বিশ্বাস করা ছিল আরো কষ্টকর। ১৬ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, সারী বিশ্বাস করেননি যে, অব্রাম এবং তাঁর বংশের সূচনা হবে তাঁরই গর্ভে। তিনি অব্রামকে বললেন ঃ "দেখ, প্রভু আমাকে বন্ধ্যা করিয়াছেন ; বিনয় করি, তুমি আমার দাসীর কাছে গমন কর ; কি জানি, ইহা দ্বারা আমি পুত্রবতী হইতে পারিব" (২ পদ)। অব্রাম সারীর কথা মেনে নিলেন।

ক্রীতদাসী হাগার অব্রামের ঔরসে গর্ভবতী হলো। পরে সে ইশ্মায়েল নামে এক পুত্রের জন্ম দিল। এখানেই জটিলতার সৃষ্টি হলো। মানুষ যখন নিজের বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে ঈশ্বরের কাজ

করতে যায় তখনি সমস্যার জন্ম দেয়। আর অব্রাম-সারীর সেই সমস্যা মধ্য-প্রাচ্যের সমস্ত মানুষের জীবনকে পঙ্গু করে দিল।

হাগারের গর্ভাবস্থা দেখে সারীর মনে ঈর্ষার আগুন জলে উঠলো। শুরু হলো, হাগারের জীবনের লাঞ্ছনা।

সারীর মনে এই বিশ্বাস ছিল যে, হাগারের সন্তানকে তিনি নিজের করে পাবেন। কিন্তু হাগার যখন দেখলেন, সারী তার সন্তানকে পাবার প্রত্যাশা করছেন, তখন সে উদ্ধত হয়ে উঠলো এবং তাঁকে হেয়জ্ঞান করতে শুরু করলো। অসুখী সারী অব্রামকে বললেন ঃ

> "আমার প্রতি কৃত এই অন্যায় তোমাতেই ফলুক, আমি আপনার দাসীকে তোমার ক্রোড়ে দিয়াছিলাম, সে আপনাকে গর্ভবতী দেখিয়া আমাকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেছে, প্রভুই তোমার ও আমার বিচার করুন।"
>
> "তখন অব্রাম সারীকে কহিলেন, দেখ, তোমার দাসী তোমারই হাতে, তোমার যাহা ভাল বোধ হয়, তাহার প্রতি তাহাই কর। তাহাতে সারী হাগারকে দুঃখ দিলেন আর সে তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিল।" (১৬ অধ্যায়)

সারী তাঁর বদ্‌মেজাজ এবং হিংসার বশে হাগারকে ঘর থেকে দূর করে দিল।

ইশ্মায়েল সম্পর্কে হাগারের কাছে প্রতিশ্রুতি

হাগার মরুপ্রান্তরে প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হতে চলেছিল। ঈশ্বর মরুপ্রান্তরেই তার তত্ত্বাবধান করলেন। তিনি তার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করলেন।

ঈশ্বর তাঁর বার্তা সহ এক দূতকে তার কাছে পাঠালেন। তিনি জানালেন, তিনি তাকে এবং তার গর্ভস্থ সন্তানকেও নিরীক্ষণ

করেছেন। আর তাদের প্রতি তাঁর সমবেদনার অন্ত নেই।

আদি পুস্তক ১৬ : ১০-১২ পদে দূত ইশ্মায়েল (হাগারের পুত্র) সম্পর্কে ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা শুনিয়েছেন। সেই ভবিষ্যদ্বাণী আজ বাস্তবায়িত হতে চলেছে ঃ

"প্রভুর দূত তাহাকে বলিলেন, আমি তোমার বংশের এমন বৃদ্ধি করিব যে, বাহুল্য প্রযুক্ত অগণ্য হইবে।... দেখ, তোমার গর্ভ হইয়াছে, তুমি পুত্র প্রসব করিবে ও তাহার নাম ইশ্মায়েল [ঈশ্বর শুনেন] রাখিবে, কেননা প্রভু তোমার দুঃখ শ্রবণ করিলেন। সে বনগর্দভ স্বরূপ মনুষ্য হইবে, তাহার হস্ত সকলের বিরুদ্ধে ও সকলের হস্ত তাহার বিরুদ্ধে হইবে, সে তাহার সকল ভ্রাতার সম্মুখে বসতি করিবে।"

"হাগার যিনি তাহার সহিত কথা কহিলেন, সেই প্রভুর এই নাম রাখিল, তুমি দর্শনকারী ঈশ্বর ; কেননা সে কহিল, যিনি আমাকে দর্শন করেন, আমি কি এই স্থানেই তাঁহার অনুদর্শন করিয়াছি?"

হাগার ঈশ্বরের এক ঝলক আভাস লাভ করেছিল। সে ঈশ্বরের এক ভবিষ্যদ্বাণী শুনেছিল যে, তার পুত্র এক মহান ব্যক্তিতে পরিণত হবে।

কিন্তু ঈশ্বর চেয়েছিলেন, হাগার অব্রাম-সারীর সংসারে আবার ফিরে যাবে এবং প্রত্যাবর্তনের পরিণতিস্বরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করবেঃ

"প্রভুর দূত প্রান্তরের মধ্যে এক জলের স্রোতের নিকটে শূরের পথে যে নির্ঝর আছে, তাহার নিকটে তাহাকে পাইয়া কহিলেন, হে সারীর দাসী হাগার, তুমি কোথা হইতে আসিলে, এবং কোথায় যাইবে?

তাহাতে সে কহিল, আমি আপন কর্ত্রী সারীর নিকট হইতে পলাইতেছি।

তখন প্রভুর দূত তাহাকে কহিলেন, তুমি আপন কর্ত্রীর নিকট ফিরিয়া গিয়া নম্রভাবে তাহার হস্তের বশীভূতা হও।"

(আদি ১৬ : ৭-৯)

দূতের এই বাণী আমাদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করতে পারে। কিন্তু হাগারের প্রত্যাবর্তনের পশ্চাতে ঈশ্বরের এক গভীরতর কারণ ছিল। তার পুত্রের বিষয়ে সে যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী লাভ করেছে সেসব দূতের নির্দেশ মতো প্রত্যাবর্তনের উপর নির্ভর করছে। ঈশ্বরের আদেশই সর্বোত্তম—এ কথা বিশ্বাস করে যারা নম্রচিত্তে তাঁর আদেশ পালন করে, তারা তাদের জীবনে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির পরিপূর্ণতার অভিজ্ঞতা লাভ করে। এ-ই হলো ঐশ্বরিক নীতি।

হাগার সারী এবং অব্রামের কাছে ফিরে গেল। এবং ইশ্মায়েল জন্মগ্রহণ করলো। অব্রাম বালকটির নাম দিলেন ইশ্মায়েল। ঈশ্বরও এই নামেই তাকে অভিহিত করেছিলেন।

এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ঈশ্বর হাগার এবং ইশ্মায়েলের উপর সতর্কদৃষ্টি রেখেছিলেন। ইশ্মায়েল যদিও বিবাহ-সম্পর্ক ছাড়াই মাতৃজঠরে এসেছিল, জন্ম নিয়েছিল ক্রীতদাসী হাগারের কোলে, তবু ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, সে একদিন মহাজাতিতে পরিণত হবে। কিন্তু অব্রাম ঐশ্বরের কাছ থেকে যে-প্রতিশ্রুতি লাভ করেছিলেন, ঈশ্মায়েল তার অধিকারী হবে না। ঈশ্বর পূর্বাহ্নেই জানতেন যে, ইশ্মায়েল এবং তার বংশধররা, যারা আজ আরবীয় নামে পরিচিত, তারা অন্যান্য জাতি এবং নিজেদের মধ্যেও যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে।

অব্রামের ছিয়াশি বছর বয়সে পুত্র ইশ্মায়েলের জন্ম হয়। অব্রাম ঈশ্বরের পরিকল্পনার সামান্য পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন, যাতে ঈশ্বরের কাছ থেকে তিনি যে-প্রতিশ্রুতি লাভ করেছিলেন ইশ্মায়েল তার অধিকারী হতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর তা করবেন না। আজকের

দিনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা পরিবর্তন সাধন করার কথা আমরাও চিন্তা করতে পারি না। ইশ্মায়েলের বংশধররা বলে থাকে যে, বৃহৎ ভূ-খণ্ড সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি তারাই লাভ করেছিল, কারণ অব্রাহামের বংশধর তারাই। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, পরবর্তীকালে যে-ইস্‌হাক জন্মগ্রহণ করেছিল, সে-ই ঈশ্বরের এই প্রতিশ্রুতির অংশীদার ঃ

আব্রাহাম তাই ঈশ্বরকে বললেন ঃ

"ইশ্মায়েলই তোমার গোচরে বাঁচিয়া থাকুক।"

কিন্তু ঈশ্বর বললেন ঃ

"তোমার স্ত্রী সারা অবশ্য তোমার নিমিত্তে পুত্র প্রসব করিবে, এবং তুমি তাহার নাম ইস্‌হাক [হাস্য] রাখিবে, আর আমি তাহার সহিত আমার নিয়ম স্থাপন করিব, তাহা তাহার ভাবী বংশের পক্ষে চিরস্থায়ী নিয়ম হইবে। আর ইশ্মায়েলের বিষয়েও তোমার প্রার্থনা শুনিলাম ; দেখ, আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিলাম, এবং তাহাকে ফলবান করিয়া তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব ও আমি তাহাকে বড় জাতি করিব। কিন্তু আগামী বৎসরের এই ঋতুতে সারা তোমার নিমিত্তে যাহাকে প্রসব করিবে, সেই ইস্‌হাকের সহিত আমি আপন নিয়ম স্থাপন করিব।"

সারণি - ২

<u>আদম থেকে ইস্রায়েল পর্যন্ত ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির নিরীক্ষা</u>

আদম	আদিপুস্তক ১ : ২৬
নোহ	আদিপুস্তক ৫ : ২৯, ৬ : ৯, ৭ : ১৩
অব্রাহাম	আদি ১২ : ১

আদি পুস্তক ১২ : ১, ১৮ : ১০, ২২ : ২
আদি পুস্তক ১৫ : ৫ মহাজাতি সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি
আদি পুস্তক ১৭ অধ্যায় অব্রাহামের সঙ্গে ঈশ্বরের চুক্তি
আদি পুস্তক ১৭ : ১৯ ইস্‌হাকের সঙ্গে ঈশ্বরের চুক্তির কথা
আদি পুস্তক ২১ : ১-৩ ইস্‌হাকের জন্ম
আদি পুস্তক : ১৮ : ১০, ২২ : ১৫-১৯

ইশ্মায়েল
আদি পুস্তক ১৬ : ১১, ২১ : ৮-২১
ইশ্মায়েলের বারোটি পুত্র

আদি ২৫ : ১২-১৮
১ বংশাবলি ১ : ২৯
ইশ্মায়েলের ১২ জন পুত্র
আরব দেশগুলিতে বাস করে, প্রত্যেকটি এক একটি রাজ্য

ইশ্মায়েলের ১২টি পুত্র : নবায়েৎ, কেদর, অদবেল, মিব্‌সম, মিশ্‌ম, দূমা, মসা, হদদ, তেমা, যিটূর, নাফীশ, কেদমা

ইস্‌হাক
মথি ৮ : ১১ চুক্তি ইস্‌হাকের সহবর্তী
মথি ২২ : ৩২ ঈশ্বর অব্রাহামের ইস্‌হাকের এবং যাকোবের ঈশ্বর
যাকোব, এষৌ (ইদোম)
মোশি. গণনা পুস্তক ৩৪ : ১-১১ দ্বি.বি. ৩৪ : ৪
মোশি দেশটিকে দেখলেন, কিন্তু প্রবেশ করতে পারলেন না।

যিহোশূয়, যিহোশূয় ১ : ১-৪
যিহোশূয়র কাছে প্রতিশ্রুতি

যিহিষ্কেল, যিহিষ্কেল ৪৭ : ১৩-২৩, ৪৮ : ১-২৯
ইস্রায়েলের ভূ-খণ্ড এবং তার বিভাগ সম্পর্কে ঈশ্বর যিহিষ্কেলের সঙ্গে কথা বললেন।

ইশ্মায়েলের পুত্র এবং তাদের দেশ বিভাজন সম্পর্কে নিরীক্ষা

ইশ্মায়েলের ১২টি পুত্র	তাদের দেশ
আদি ২৫ : ১২-১৮	আদি ২৫ : ১৬-১৮
১ বংশাবলি ১ : ২৯	ইশ্মায়েলীদের দ্বারা পরিচালিত ১২টি দেশ
১. নবায়োৎ	সাউদি আরব
২. কেদর	টিউনিসিয়া
৩. অদবেল	মরক্কো
৪. মিব্‌সম	লিবিয়া
৫. মিশ্‌ম	মিশর
৬. দূমা	ইয়েমেন
৭. মসা	আলজিরিয়া
৮. হদদ	সিরিয়া
৯. তেমা	ইরাক
১০. যিটূর	ইরান
১১. নাফীশ	জর্ডন
১২. কেদমা	কুয়েত

টীকা

আদি পুস্তক ২৫ : ১৮

"তাঁহার সন্তানগণ হবিলা (কুয়েত) অবধি অশূরিয়ার দিকে মিশরের সম্মুখস্থ শূর (হবিলা এবং লোহিত সমুদ্রের ধারে মিশরের সীমান্তে অবস্থিত ভূ-খণ্ড। এই অঞ্চল এখন সুয়েজ খাল নামে পরিচিত) পর্যন্ত বসতি করিল।"

আর একটি অনুবাদে বলা হয়েছে ঃ "ইশ্মায়েলের বংশধরগণ হবিলা এবং শূরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে, অশূরিয়ার পথে মিশরের পূর্বদিকে বসতি করল।"

সম্পর্ককে ভালোভাবে বোধগম্য করার জন্যই এই নিরীক্ষা। কিন্তু এই নিরীক্ষা সম্পূর্ণ নয়। কারণ ইশ্মায়েলের পুত্রদের পাশাপাশি যে দেশগুলির নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে আমি ঐতিহাসিক গবেষণার সুযোগ পাইনি।

অষ্টম অধ্যায়

ইস্‌হাক সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি

সারী এবং অব্রামের পক্ষে ঈশ্বরের বাক্য ও তাঁর প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করার শিক্ষাগ্রহণ করা খুব কষ্টকর ছিল।

ইশ্মায়েলের জন্মের তেরো বছর পর ঈশ্বর আবার নিজেকে অব্রামের কাছে প্রকাশ করলেন। তিনি তাঁকে আবার তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন—সারী এবং অব্রাম এক পুত্রসন্তান লাভ করবেন এবং তারই মাধ্যমে তাঁরা লাভ করবেন বহু বংশধর। অব্রামের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করার জন্য তাঁর নামের পরিবর্তন ঘটালেন। অব্রাম হলেন অব্রাহাম। এই নামের অর্থ, "বহু লোকের পিতা"। সারী অভিহিত হবেন সারা নামে, যার অর্থ "রানি" বা "শাসনকর্ত্রী"। পরবর্তীকালে সারা হবেন এক বৃহৎ পরিবারের শাসনকর্ত্রী ; তিনি লাভ করবেন বহু বংশধর।

এদন উদ্যানে আদম-হবার সঙ্গে ঈশ্বরের যে-সম্পর্ক ছিল, এখন তিনি সারা এবং অব্রাহামের মাধ্যমে মানবজাতির সঙ্গে বিশ্বাস-নির্ভর সেই সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইলেন। তাঁদের এখন ঈশ্বরের বাক্য ও প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করতে হবে। যে-নামের অর্থ তাঁদের জীবনে এখনো রূপায়িত হয়নি, সেই নামে তাঁদের পরস্পরকে আহ্বান করতে হবে।

আদি পুস্তকের ২১ অধ্যায়ে আমরা দেখি, ঈশ্বর সারার তত্ত্বাবধান করলেন এবং সারা গর্ভবতী হয়ে অব্রাহামের বৃদ্ধ বয়সে পুত্র প্রসব করলেন। অব্রাহাম-সারার বৃদ্ধ বয়সে সন্তান লাভ এক অলৌকিক ঘটনা। কিন্তু এই অলৌকিকতার প্রয়োজন ছিল। সারা-অব্রাহামের কাছে এ একটি প্রমাণ যে, ঈশ্বরের কাছে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়।

মানচিত্র—৩

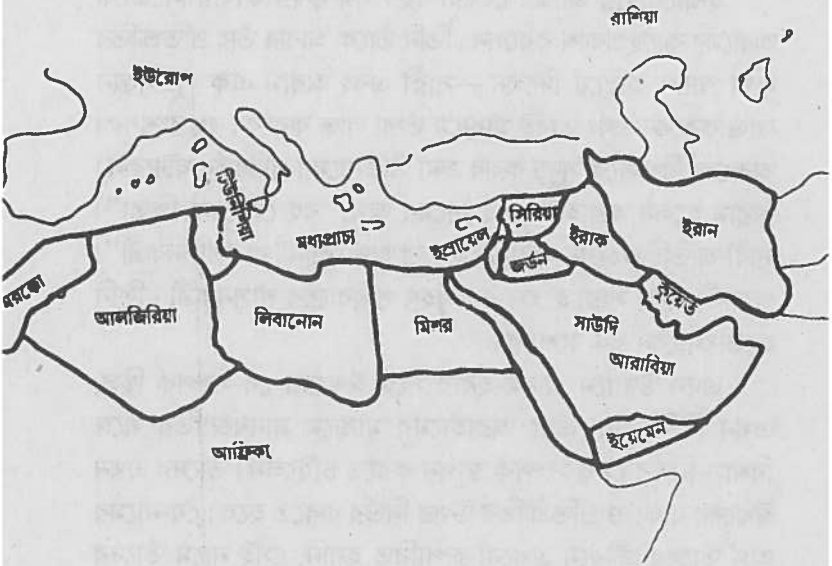
রাশিয়া
ইউরোপ
মধ্যপ্রাচ্য
ইস্রায়েল
সিরিয়া
ইরাক
ইরান
জর্ডন
কুয়েত
মরক্কো
আলজিরিয়া
লিবানোন
মিশর
সাউদি
আরাবিয়া
ইয়েমেন
আফ্রিকা

বালকটি বড়ো হলে অব্রাহাম এক ভোজের আয়োজন করলেন। হাগারের পুত্র ইশ্মায়েলের সঙ্গে তাকে খেলা করতে দেখে সারা অব্রাহামকে বললেন, তুমি ঐ দাসীকে ও উহার পুত্রকে দূর করিয়া দাও, কেননা আমার পুত্র ইস্‌হাকের সহিত ঐ দাসীপুত্র উত্তরাধিকারী হইবে না।"

এর ফলে অব্রাহাম প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন। কিন্তু সেই সময় ঈশ্বর অব্রাহামকে এমন কিছু বললেন যা আমাদের সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ করতে হবে। মানুষের কানে তার ভুল অর্থ প্রকাশ করলেও, ঈশ্বর তাঁর বাসনা অনুযায়ী সারাকে দিয়ে সেই কাজটিই করিয়ে নিলেনঃ

> "ঐ বালকের (ইশ্মায়েলের) বিষয়ে ও তোমার ঐ দাসীর বিষয়ে অসন্তুষ্ট হইও না। সারা তোমাকে যাহা বলিতেছে তাহার সেই কথা শুন ; ইস্‌হাকের দ্বারাই তোমার বংশ প্রতিষ্ঠিত হইবে। ("....কারণ ইস্‌হাকের নামেই তোমার বংশধররা পরিচিতি লাভ করবে"—ডেনিশ)। ঐ দাসীপুত্র হইতেও আমি এক জাতি উৎপন্ন করিব, কারণ সে তোমার বংশীয়।"

তাই ঈশ্বর উভয় পুত্র এবং তাদের উত্তরপুরুষদের আশীর্বাদ করতে চাইলেন। কিন্তু তখনো ঈশ্বরের ইচ্ছা, অব্রাহামকে তিনি যে-আশীর্বাদ করেছিলেন তা যেন ইস্‌হাকের উপর বর্ষিত হয়। কোনো মানুষই এই ঘটনার ব্যত্যয় ঘটাতে পারে না। ইস্‌হাকের বংশধর (ইহুদি) বা ইশ্মায়েলের বংশধর (আরব)—কারো প্রতিই আমাদের যেন কোনো রকম অভিযোগ না-থাকে। এই উভয় শ্রেণীর মানুষদের জন্যই তিনি যত্নশীল ছিলেন। আমরা শুধু প্রতিরোধ করতে পারি সেইসব অশুভ শক্তির যারা ঘৃণা ও হিংসায় অপর মানুষের মনকে বিষিয়ে তুলতে পারে। সমস্ত বিশ্বের শান্তি বিঘ্নিত করতে যে-শয়তান এইসব ঘটনার আশ্রয় নেয়, আমাদের তারই বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত। এ বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো।

হাগার এবং ইশ্মায়েলের প্রতি ঈশ্বরের তত্ত্বাবধান

হাগার এবং ইশ্মায়েল অব্রাহামের ঘর থেকে বিতাড়িত হলো। হাগার মরুভূমিতে পথ হারিয়ে জলের অনুসন্ধান করতে করতে শ্রান্ত হয়ে পড়লো। সেই সময় তার মনে বিশ্বাস জন্মালো যে, তৃষ্ণায় বালকটির মৃত্যু হবে। কিন্তু বালকটি যখন কাঁদতে লাগলো,

"তখন ঈশ্বর বালকটির রব শুনিলেন ; আর ঈশ্বরের দূত আকাশ হইতে ডাকিয়া হাগারকে কহিলেন, হাগার, তোমার কি হইল? ভয় করিও না, বালকটি যেখানে আছে, ঈশ্বর তথা হইতে উহার রব শুনিলেন। তুমি উঠিয়া বালকটিকে তুলিয়া তোমার হাতে ধর, কারণ আমি উহাকে এক মহাজাতি করিব।"

ঈশ্বর বালকটিকে নিরাপদে রাখলেন। তার মা পরবর্তীকালে এক মিশরীয় কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ দিল। আদি পুস্তক ২১ : ২১

আরবরা আজ এক মহান জাতি। ইহুদিদের বাসস্থান ইস্রায়েলের চারপাশের বহু দেশেই তারা বাস করে থাকে।

ইহুদিরা লাঞ্ছিত হয়েছে, তাদের বিতাড়ন করা হয়েছে অথবা নিজের দেশ ছেড়ে তারা অন্য দেশে পালিয়ে গেছে। তাই তারা আজো এক ক্ষুদ্র জাতি।

এই ক্ষুদ্র জাতির মধ্যে দিয়েই ঈশ্বর তাঁর নামকে গৌরবোজ্জ্বল করতে চান ; দেখাতে চান, তিনিই বাহিনীগণের প্রভু। ইস্রায়েল যদি একটা বড়ো জাতি হতো, তার যদি বৃহৎ ভূ-খণ্ড থাকতো, তবে অন্য জাতির সঙ্গে যুদ্ধে তার ক্ষমতা এবং সামরিক দক্ষতায় জয়ী হতে পারতো। কিন্তু তাদের সংখ্যা অল্প, তাদের কোনো শক্তিশালী দেশও নেই। তাই ঈশ্বর দেখাতে পারেন যে, তাঁর প্রজাদের জন্য সংগ্রাম করেন তিনিই এবং অব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবের কাছে যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন, তা-ও বাস্তবায়িত করতে পারেন।

ঈশ্বর ইস্রায়েলের জন্য যে-সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন একদিন সেই সীমানা তার অধিকারে আসবে। বাইবেল থেকে আমরা জানি, ইস্রায়েল সমস্ত জগৎ থেকে সংগৃহীত হয়ে এক মহাজাতিতে পরিণত হবে এবং খ্রীষ্ট ও সমস্ত পুণ্যজনদের সঙ্গে শাসন করবে। যীশুখ্রীস্টকে তাদের মশীহ রূপে উপলব্ধি করে তারা সবাই একদিন পরিবর্তিত হবে এবং সমস্ত বিশ্বে ঈশ্বরের মহান কর্মের বিষয়ে প্রচার করবে। কারণ তারা এক জাতি হিসাবে ঈশ্বর এবং মানবজাতির উদ্দেশে পবিত্র জীবনযাপন করবে এবং সমগ্র পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাদের মাধ্যমে সে-সব রূপায়িত হয়ে উঠবে।

আরব জাতিপুঞ্জে আজ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে, বিশ্বব্যাপী তাদের প্রভাবও কম নয়। ঈশ্বর ইস্হাকের বংশধরদের যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ইশ্মায়েলীরা আজ সে সমস্ত দাবি করছে। তাদের ধর্ম ইস্রায়েলের ধ্বংস চায়।

বাল্যকালে ইস্হাক এবং ইশ্মায়েলের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল, তা-ই আজ মহীরূহে পরিণত হয়ে সমস্ত বিশ্বে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে। যীশুর পুনরাগমন এবং ইস্রায়েলী-বিরোধী জাতিগুলির সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়া না-হওয়া-পর্যন্ত এই পরিস্থিতি চলতেই থাকবে। ঈশ্বর যেমন তাঁর পরিকল্পনা সম্পাদনের জন্য তাঁর ইচ্ছানুসারে সারাকে পুত্রবতী করেছিলেন, ঠিক তেমনই তিনি পরিস্থিতিকে কব্জা করবেন এবং কাল পরিপক্ক হলে সবকিছুকেই যথার্থ স্থানে স্থাপন করবেন। হাগার এবং ইশ্মায়েল মরুপ্রান্তরে যখন মৃত্যুমুখে পতিত হতে চলেছিল, সেই সময় ঈশ্বর তাদের তত্ত্বাবধান করেছিলেন। একইভাবে সময় উপস্থিত হলে ঈশ্বর আরব জাতিপুঞ্জের জন্য তাঁর যত্নশীলতাকে প্রকাশ করবেন।

বর্তমানে অতিশক্তিধররা মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলার বাতাবরণ সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে অনেক আলোচনা, অনেক তর্কবিতর্ক হয়ে গেছে। আমরা বিশ্বাস করি,

যাকোবের বারোজন পুত্র এবং তাদের গোষ্ঠীগত বিভাজন

আদিপুস্তক ৪৯ : ১-২৮

যাকোবের বারোজন পুত্র

১. রূবেন
২. শিমিয়োন
৩. লেবি
৪. যিহূদা
৫. সবূলূন
৬. ইষাখর
৭. দান
৮. গাদ
৯. আশের
১০. নপ্তালি
১১. যোষেফ
১২. বিন্যামীন

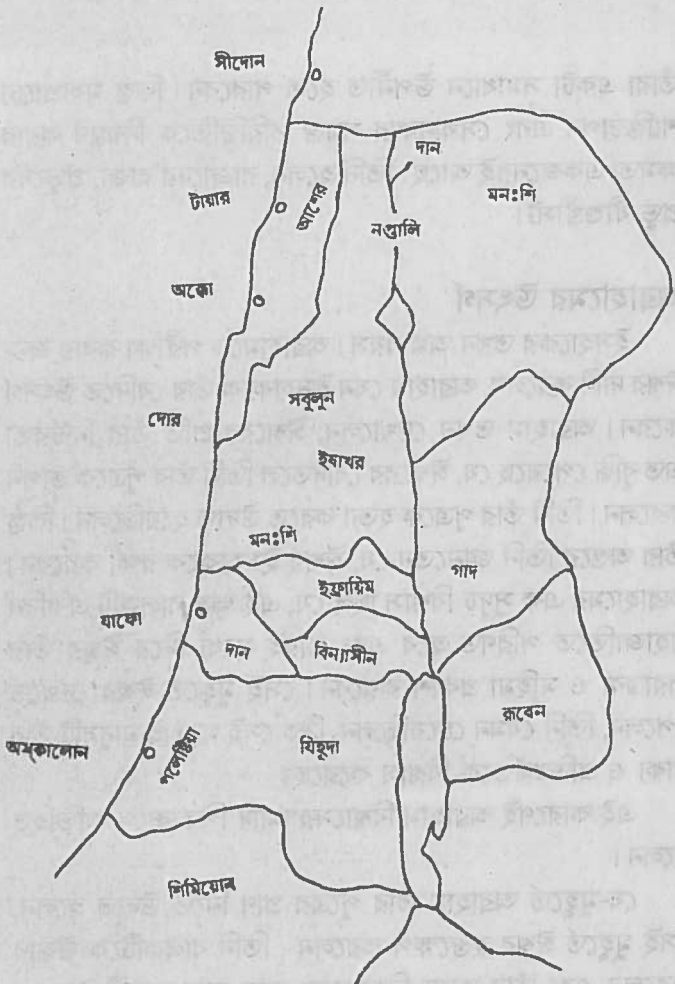

যিহোশূয় ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯ অধ্যায় অনুযায়ী যাকোবের বারো জন পুত্রের জন্য কনান দেশের বারোটি জেলায় বিভাজন।

তাঁরা একটা সমাধানে উপনীত হতে পারবেন। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে শান্তিস্থাপন এবং সেখানকার সমস্ত পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা একজনেরই আছে। তিনি হলেন, রাজাদের রাজা, প্রভুদের প্রভু যীশুখ্রীস্ট।

অব্রাহামের উৎসর্গ

ইস্‌হাকের তখন অল্প বয়স। অব্রাহামকে পরীক্ষা করার জন্য ঈশ্বর দাবি করলেন, অব্রাহাম যেন ইস্‌হাককে তাঁর বেদিতে উৎসর্গ করেন। অব্রাহাম তখন দেখালেন, ঈশ্বরের প্রতি তাঁর নির্ভরতা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, ঈশ্বরের বেদিতলে তিনি তাঁর পুত্রকে স্থাপন করলেন। তিনি তাঁর পুত্রকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্তরে তিনি জানতেন যে, ঈশ্বর ইস্‌হাককে রক্ষা করবেন। অব্রাহামের এক সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই ক্ষুদ্র বালকটি একদিন মহাজাতিতে পরিণত হবে এবং তারই মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর তাঁর পরাক্রম ও মহিমা প্রকাশ করবেন। সেই মুহূর্তে ঈশ্বর দেখতে পেলেন, তিনি যেমন চেয়েছিলেন, ঠিক সেই মতোই মানুষটি তাঁর বাক্য ও প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস করেছে।

এই কারণেই অব্রাহাম বিশ্বাসের আদি পিতারূপে অভিহিত হলেন।

যে-মুহূর্তে অব্রাহাম তাঁর পুত্রের প্রাণ নিতে উদ্যত হলেন, সেই মুহূর্তে ঈশ্বর হস্তক্ষেপ করলেন ; তিনি বালকটিকে উদ্ধার করলেন এবং তাঁর কাছে নিবেদনের জন্য আর একটি নৈবেদ্য তুলে দিলেন।

ইস্রায়েল আজ অতি ক্ষুদ্র জাতি। আপাতভাবে এই জাতি বলিকৃত হবে। শেষকালে তা এমন এক অতল গহ্বরের কিনারায় এসে উপস্থিত হবে যে, সে তার প্রয়োজনেই অব্রাহাম, ইস্‌হাক

এবং যাকোবের ঈশ্বরের কাছে আর্তনাদ করবে। সেই মুহূর্তে ঈশ্বর সক্রিয় হয়ে উঠবেন।

ঈশ্বর ইতিমধ্যেই আর এক নিখুঁত বলিদান, যীশুখ্রীষ্টকে দিয়েছেন। তিনি ইস্রায়েল এবং সমস্ত বিশ্বাসীর মুক্তিদাতা। ইস্রায়েল যখন চরম দুর্দশার মধ্যে উপনীত হবে, ঈশ্বর তখন যীশুকে জলপাই পর্বতে পাঠাবেন। যীশু তাঁর প্রজাদের পক্ষে সংগ্রাম করবেন এবং শত্রুকে করবেন ধ্বংস।

নবম অধ্যায়

জাতিপুঞ্জ এবং তাদের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী

পৃথিবীর সমস্ত জাতির কাছে ঈশ্বর ইস্রায়েলকে সাংঘাতিকভাবে এক মদিরা-পাত্রে পরিণত করেছেন। সখরিয় ১২ অধ্যায় ২ পদে সে-কথা বলা হয়েছে।

"সেই দিন আমি জেরুশালেমকে সর্বজাতিরই বোঝাস্বরূপ প্রস্তর করিব ; যত লোক সেই বোঝা লইবে, তাহারা ক্ষতবিক্ষত হইবে ; আর তাহার বিরুদ্ধে পৃথিবীর সকল জাতি একত্রীকৃত হইবে।" (৩ পদ)

ওই অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ঈশ্বর ইহুদি জাতিকে পরাক্রমশালী করে তুলবেন। তাদের বিরুদ্ধাচারীরা হবে পদানত।

গীতসংহিতা ২ অধ্যায়ে আমরা আমাদের কালের এক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক চিত্র পাই। এর বক্তব্যের দিকে আমরা তাকিয়ে দেখি এবং সেদিকে যেন সতর্কদৃষ্টি দান করি।

"জাতিগণ কেন কলহ করে?
লোকবৃন্দ কেন অনর্থক বিষয় ধ্যান করে?
পৃথিবীর রাজগণ দণ্ডায়মান হয়,
নায়কগণ একসঙ্গে মন্ত্রণা করে,
প্রভুর বিরুদ্ধে এবং তাঁহার অভিষিক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে।"

"বিধর্মীরা কেন গর্জন করে?
অসার বিষয়েই কেন লোকেরা শুধু ধ্যান করে?
পৃথিবীর রাজন্যবর্গ উত্থিত হয়,
প্রভুর এবং তাঁর অভিষিক্তের বিরুদ্ধে
ষড়যন্ত্রে জন্য রাজনন্দনরা মিলিত হয়।" (ডেনিশ)

বর্তমান যুগে আমরা এর মিল খুঁজে পাই। ঈশ্বরের অভিষিক্ত (মনোনীত) ইস্রায়েলের দ্বারা এই মিলিত শক্তি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই উপদ্রব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে এবং শেষে সারা পৃথিবী ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। তারা বলবে ঃ

"এস, আমরা উহাদের বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলি,
আপনাদের হইতে উহাদের রজ্জু খুলিয়া ফেলি।"(৩ পদ)

লোকেরা ইস্রায়েল এবং তার প্রভাবকে ধ্বংস করতে চায়। কোনো মানুষই সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারে না, এই ছোট্ট দেশ এবং জাতি কীভাবে এত প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠতে পারে! আরব তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে ও ইস্রায়েলের প্রভাবের পরিসমাপ্তি ঘটাতে চায়। কিন্তু চার থেকে ছয় পদে যে-বাক্য বিধৃত আছে সে-কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে ঃ

"যিনি স্বর্গে উপবিষ্ট, তিনি হাস্য করিবেন,
প্রভু তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিবেন।
তখন তিনি ক্রোধে তাহাদের কাছে
কথা কহিবেন,
কোপে তাহাদিগকে বিহ্বল করিবেন।
আমিই আমার রাজাকে স্থাপন করিয়াছি
আমার পবিত্র সিয়োন-পর্বতে।"

ঈশ্বব মানুষের বাগাড়ম্বর দেখে হাসেন। তাঁর দৃষ্টিতে আমরা ক্ষুদ্র পিপীলিকার মতো। আমরা বিশ্বাস করি যে, আমরাই সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে এবং ঈশ্বরের নির্দেশের অপেক্ষায় না থেকে কাজ চালিয়ে যেতে পারি। ঈশ্বরের এক পরিকল্পনা আছে। তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর রাজাকে, যীশুকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রাজার আগমন হবে অনতিবিলম্বে। সকল বিষয়কে তিনি ধর্মপথে নির্দেশিত এবং চালিত করবেন। ঈশ্বর যীশুকে বলেছিলেন ঃ

"প্রভু আমাকে কহিলেন, তুমি আমার পুত্র,
অদ্য আমি তোমাকে জন্ম দিয়াছি।
আমার নিকটে যাচনা কর, আমি জাতিগণকে
তোমার উত্তরাধিকার করিব,
পৃথিবীর প্রান্তসকল তোমার অধিকারে
আনিয়া দিব।
তুমি লৌহদণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে ভাঙ্গিবে,
কুম্ভকারের পাত্রের ন্যায় খণ্ডবিখণ্ড করিবে।" (৭-৯ পদ)

আমাদের অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে—আমরা যেন নিজেদের ঈশ্বরের চেয়ে বিজ্ঞ বলে মনে না-করি। খ্রীষ্টের মধ্যেই ঈশ্বরের সমস্ত ধার্মিকতা এবং ভালোবাসা। পৃথিবীতে জাতিগণের উপর যখন ঈশ্বরের বিচারের দণ্ড নেমে আসবে, যারা তাঁকে বিশ্বাস করে, যারা তাঁর উপদেশের আকাঙ্ক্ষী এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী নিজেদের সমর্পণ করে, শুধু তারাই দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে থাকতে সমর্থ হবে।

গীতসংহিতা ২ : ১০ পদে পৃথিবীর সমস্ত রাজা এবং নেতৃবৃন্দকে সদুপদেশ দেওয়া হয়েছে ঃ

"...এখন রাজগণ! বিবেচক হও,
পৃথিবীর বিচারকগণ! শাসন গ্রাহ্য কর।
তোমরা সভয়ে প্রভুর আরাধনা কর,
সকম্পে উল্লাস কর।
পুত্রকে চুম্বন কর, পাছে তিনি ক্রুদ্ধ হন
ও তোমরা পথে বিনষ্ট হও,
কারণ ক্ষণমাত্রে তাঁহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইবে।
ধন্য তাহারা সকলে, যাহারা তাঁহার শরণাপন্ন।"

মানুষের বিশেষতঃ ইহুদি নেতৃবৃন্দের পক্ষে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজেদের সমর্পণ করা অত্যন্ত দুরূহ। যে কেউ নিজেকে ঈশ্বরের চেয়ে বেশি বিজ্ঞ বলে মনে করতে পারে। কিন্তু সেই গর্বই তার ভয়ঙ্কর পতন ডেকে নিয়ে আসবে। মানুষ যা-ই চিন্তা করুক বা বলুক, ঈশ্বরের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়ে উঠবেই। তাই আমরা যেন ঈশ্বরের ইচ্ছার বাধ্য হই, এবং তাঁর কাছে নিজেদের সমর্পণ করি। তাঁর ইচ্ছাকে আমরা যেন বাস্তবায়িত হয়ে উঠতে দিই।

শাস্ত্রবাক্যে বলা হয়েছে, "পুত্রকে চুম্বন কর"। এর অর্থ, "তাঁর পদচুম্বন কর।" (নিউ ইংলিশ বাইবেলের পাদটীকা, "সকম্পে রাজাকে চুম্বন কর"—সম্ভাব্য পাঠ ; আক্ষরিকভাবে "সকম্পে সর্বশক্তিমানকে চুম্বন কর"—হিব্রু দুর্বোধ্য। ডেনিশ পাদটীকা, "পুত্রকে চুম্বন কর"—সম্ভবতঃ এর পাঠ হবে, "সভয়ে তাঁর পদচুম্বন কর"।) ঈশ্বরের একজাত পুত্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করুন!

ঈশ্বরের বাক্য হিদেন দেশগুলিকে ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত না-হবার জন্য কঠোর ভাষায় সতর্ক করে দিচ্ছে। আমরা যারা ঈশ্বরের বাক্যকে বিশ্বাস করি, যারা আমাদের দেশকে ভালোবাসি এবং তার আশীর্বাদের অংশীদার হতে চাই, তাদের কর্তব্য, তারা যেন সরকারকে পরামর্শ দেয়—সরকার যেন ইস্রায়েলের বিরুদ্ধাচারণ না-করে। এ কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ঈশ্বরকে বিচার করে তার শাস্তিবিধান করতে দিন। ইস্রায়েলের কাঁধের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে কেউ শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবে না। তাদের ভয়ঙ্কর লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। এই নিগ্রহ কিন্তু ঈশ্বর-প্রেরিত নয়। তাদের হত্যাকারীরা লাভ করবে ভয়াবহ শাস্তি।

ভবিষ্যবাদী সখরিয়র মাধ্যমে ঈশ্বর বলেছেন ঃ

"জেরুশালেমের পক্ষে ও সিয়োনের পক্ষে আমি মহা অন্তর্জ্বালায় জ্বালাযুক্ত হইয়াছি। আর নিশ্চিন্ত জাতিগণের প্রতি

আমি মহাক্রোধাবিষ্ট হইয়াছি ; কেননা আমি যৎকিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইলে তাহারা অমঙ্গলার্থে সাহায্য করিল।" (১ : ১৪, ১৫)

অম্মোন সন্তানরা ঈশ্বরের প্রজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিল। যিহিষ্কেল ২৫ : ৩-৭ পদে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

"...তোমরা প্রভু পরমপ্রভুর বাক্য শুন ; প্রভু পরম প্রভু এই কথা কহেন, তুমি আমার ধর্মধাম অপবিত্রীকৃত দেখিয়া তাহার বিষয়ে, ইস্রায়েল-ভূমি ধ্বংসিত দেখিয়া তাহার বিষয়ে, এবং যিহূদা-কুল বন্দি হইয়া যাত্রা করিয়াছে দেখিয়া তাহার বিষয়ে বলিয়াছ, 'বাহবা, বাহবা' ; এইজন্য দেখ, আমি তোমাকে অধিকাররূপে পূর্বদেশের লোকদের হস্তে সমর্পণ করিব, তাহারা তোমার মধ্যে আপন আপন শিবির স্থাপন করিবে, ...তুমি ইস্রায়েল-দেশের বিরুদ্ধে করতালি দিয়াছ, পদাঘাত করিয়াছ ও প্রাণের সহিত সম্পূর্ণ অবজ্ঞাভাবে আনন্দ করিয়াছ। এইজন্য দেখ, আমি তোমার বিরুদ্ধে নিজ হস্ত বিস্তার করিয়াছি, জাতিগণের লুণ্ঠিত দ্রব্যরূপে তোমাকে সমর্পণ করিব, জাতিগণের মধ্য হইতে তোমাকে কাটিয়া ফেলিব, দেশসমূহের মধ্য হইতে তোমাকে উচ্ছিন্ন করিব ; আমি তোমাকে লুপ্ত করিব, তাহাতে তুমি জানিবে যে, আমিই পরমপ্রভু।"

ঈশ্বর কীভাবে ইস্রায়েলের সকল শত্রুকে শাস্তি দেবেন, পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে তা আলোচনা করা হয়েছে।

আমাদের কালেই মিশনারিরূপে আমরা দেখেছি যে, যখন কোনো সরকার বা জাতি ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে অভিশাপ-বাণী উচ্চারণ করেছে, সেই অভিশাপ কালক্রমে সেই জাতির উপরেই নেমে এসেছে। দেশে অনাবৃষ্টি হয়েছে ; দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কবলে পড়েছে ; দেশ মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে।

প্রথম রাজাবলি ৮ : ৩৫ পদে বলা হয়েছে, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কেউ পাপ করলে ঈশ্বর আকাশকে রুদ্ধ করে দেন, বৃষ্টিপাত হয় না। দ্বিতীয় বিবরণ ১১ : ১৭ পদেও এই একই কথা বলা হয়েছে। সফনিয় রচিত পুস্তকের ৩ : ১৯ পদে বিবৃত হয়েছে; ইস্রায়েলের হীনাবস্থার জন্য যারা দায়ী, ঈশ্বর একদিন তাদের ধ্বংস করবেন।

যারা গর্বোদ্ধত, বাহিনীগণের প্রভুর প্রজাদের ঘৃণা করে যারা নিজেদের উন্নীত করতে চায়, তাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে ঈশ্বরের কঠিন-কঠোর শাস্তি (সফনিয় ২ অধ্যায় দেখুন)।

ঈশ্বর অব্রাহামকে যেদিন তাঁর দেশ, সমাজ এবং পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে তাঁর নির্দেশিত পথে যাত্রার আহ্বান জানিয়েছিলেন সেদিন তিনি বলেছিলেন, "যারা তোমাকে আশীর্বাদ করবে, তাদের আমি আশীর্বাদ করব, যে কেউ তোমাকে অভিশাপ দেবে, তাকে আমি অভিশাপ দেব"—ঈশ্বরের এই বাক্য সেদিনের মতো আজও সমান সত্য।

ঈশ্বরের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে বাস করা এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কর্ম সম্পাদন করা আশীর্বাদের বিষয়, কিন্তু প্রাণময় ঈশ্বরের হাতে ধরা পড়া ভীতিকর।

মথি ২৫ : ৩১-৪৬ পদে যীশু স্বয়ং বলেছেন, মানবপুত্র যেদিন তাঁর সমস্ত মহিমায় অন্বিত হয়ে দূতগণকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন, সেদিন তিনি সকল মানুষের বিচার করবেন। আর আমি বিশ্বাস করি, প্রত্যেক জাতি কীভাবে তাঁর ভ্রাতৃসম্প্রদায়, ইহুদিদের সঙ্গে আচরণ করেছে বিচারের মানদণ্ড হবে সেটাই।

ইস্রায়েল যখন লাঞ্ছিত, পীড়িত বা অসুস্থ হয়েছে, তাদের ক্ষুধার্ত বা উলঙ্গ অবস্থায় দেখেও যারা অনীহা নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থেকেছে, তারা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশাধিকার পাবে না। তারা চিরদিনের মতো অভিশপ্ত হবে। ৪১ পদে যীশু এ সম্পর্কে দ্বিধাহীন

চিত্তে বলেছেন ঃ

"আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও তোমরা, ঈশ্বরের অভিশাপ তোমাদের মাথার ওপরে পড়েছে, ...যে অনন্ত অগ্নি ও সৃষ্টি হয়েছে তোমরা সেখানে নির্বাসিত হলে।"

ঈশ্বরের বাক্য এত রূঢ়, এ কথা বিশ্বাস করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু যীশুর ক্ষুদ্রতম ভাইয়ের প্রতিও আমাদের সম্বন্ধের নিরিখে আমাদের বিচার করা হবে। আমরা অনীহার মনোভাব নিয়ে বলতে পারি না ঃ "এ সম্পর্কে আমি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি না। আমি নিরপেক্ষই থাকবো।" ঈশ্বর প্রত্যেকটি জাতিকে পরীক্ষা করবেন। ইস্রায়েল প্রতি প্রজাপুঞ্জ এবং নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি যাচাই করে নেবেন।

অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক কারণে বহু জাতি ইস্রায়েলের পক্ষে অথবা বিপক্ষে যেতে চায় না। কেউ যদি ইস্রায়েলের পক্ষ সমর্থন করে তবে তাকে কিছু মূল্য দিতে হবে। ঈশ্বর দেখবেন আমরা সেই মূল্য দিতে প্রস্তুত কি না। আমাদের নিজের দেশ ডেনমার্কে দেখা গেছে, আমাদের বৃদ্ধ রাজা দশম খ্রীষ্টান ইহুদিদের জন্য যখন তাঁর জীবন সংশয় করলেন, তখন ঈশ্বর আমাদের দেশকে আশীর্বাদ ও রক্ষা করেছেন। রাজা নিজেকে একজন ইহুদি করে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি তাঁর বাহুতে একটা অলংকার পরিধান করেছিলেন। সেই অলংকার যুদ্ধের সময় সবাইকে বলতো যে, এখানে একজন ইহুদি এসেছিল এবং এখানে হিট্‌লারের অভিশাপের অধীনস্থ একজন মানুষ ছিল। রাজা তখন বলেছিলেন, "ইহুদিদের যদি অলংকার পরতে হয়, তা হলে আমাকেও পরতে হবে।" এই ঘটনা ডেনমার্কের অধিবাসীদের এমন প্রভাবিত করেছিল যে, নাৎসি বাহিনীর অত্যাচার থেকে ইহুদিদের রক্ষা করার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তাদের প্রাণকেও তুচ্ছ করেছিল।

বহু ডেনিশ স্বাধীনতা-সংগ্রামী ইহুদিদের সুইডেনে পার করে দিয়ে রক্ষা করার জন্য তাদের জীবন সংশয় করে তুলেছিল।

ইহুদিরা আজও এ কথা স্মরণ করেন। কিন্তু ঈশ্বর এ কথাকে আরো বেশি করে মনে রেখেছেন।

জাতীয় নেতা হওয়া এবং ঈশ্বরের সাক্ষাতে সঠিক আচরণ করা—অত্যন্ত মহান দায়িত্বপূর্ণ। মণ্ডলীর নেতা হওয়াও খুবই দায়িত্বপূর্ণ কাজ। প্রত্যেক দেশেই এমন কিছু কিছু লোক পাওয়া যায়, যারা সরকারী আইন-কানুনের তোয়াক্কা না-করে বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী চলে। কিন্তু জাতি হিসাবে আমাদের হিসাব-নিকাশ মেটাতেই হবে।

আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা, ভবিষ্যতে ডেনিশ নেতৃবৃন্দ শত্রুর ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করেও ইস্রায়েলের পাশে এসে দাঁড়াবেন। ঈশ্বর তা দেখবেন। তাঁর ক্ষুদ্রতম জাতি ইস্রায়েলকে সাহায্য করার জন্য যাদের সাহসের অভাব হবে না, তিনি তাদের আশীর্বাদের ধারায় প্লাবিত করবেন।

দশম অধ্যায়

শেমীয়বাদ কী?

'শেমীয়বাদ' এবং 'শেমীয়বাদ-বিরোধী' শব্দ দুটি যখন বর্তমানে ব্যবহৃত হয়, তখন তাদের অর্থ বোঝা অনেকের পক্ষেই কষ্টকর হতে পারে।

এর অর্থ বুঝতে হলে, আমাদের বাইবেলের কুলপঞ্জিকার দিকে লক্ষ করতে হবে। কখনো কখনো আমরা যখন বাইবেলের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করতে চাই, তখন আমরা অধিকাংশই কুলপঞ্জিকা বা বংশতালিকাকে এড়িয়ে যাবার জন্য প্রলোভিত হয়ে থাকি। আমরা ভাবি, এগুলো বড়ো বিরক্তিকর। আবার, আমরা অনেকেই ভাবি যে, বাইবেলের মধ্যে এগুলো অন্তর্ভুক্ত করার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

আমাদের আফ্রিকাবাসী বন্ধুদের কাছে আমরা শিখেছি যে, বাইবেলের কুলপঞ্জিকাগুলি খুব রোমাঞ্চকর। বাইবেলের প্রথম প্রজন্মের পারিবারিক অবস্থাগুলি পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, আমাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছে আকস্মিক বলে কিছু নেই।

ঈশ্বর এমন এক গোষ্ঠী চেয়েছিলেন যারা তাঁর সান্নিধ্যে ধর্মময় জীবনযাপন করবে এবং জগতের অন্যান্য জাতির কাছে আশীর্বাদ বয়ে নিয়ে আসবে। কিন্তু আমরা দেখেছি, তাঁর বাক্য মান্য করার এবং তাঁর পথ অনুসরণ করার মতো কোনো ন্যায়পরায়ণ মানুষকে খুঁজে বের করা ঈশ্বরের কাছে কষ্টকর ছিল।

অবশেষে ঈশ্বরকে পৃথিবীতে মহাপ্লাবন পাঠাতে হলো। নতুন গোষ্ঠীর সূচনা করার জন্য শুধু পড়ে রইলেন নোহ এবং তাঁর পুত্ররা।

ঈশ্বর নোহকে আকস্মিকভাবে মনোনীত করেননি। নোহ ছাড়া আর কোনো ধার্মিক ব্যক্তিকে তখন খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁর প্রপিতামহ ছিলেন ধার্ম্মীক হনোক। হনোক ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমন করতেন। অতিলৌকিক উপায়ে তাঁকে ঈশ্বরের কাছে তুলে নেওয়া হয়েছিল।

নোহের নামকরণের সময় নোহের পিতা তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঃ

"লেমক... পুত্রের জন্ম দিয়া তাহার নাম নোহ রাখিলেন ; কেননা তিনি কহিলেন, প্রভু কর্তৃক অভিশপ্ত ভূমি হইতে আমাদের যে শ্রম ও হস্তের ক্লেশ হয়, তদ্বিষয়ে এ আমাদিগকে সান্ত্বনা করিবে।" (আদি ৫ : ২৮, ২৯)

ঈশ্বর সুনিশ্চিত করলেন, যে-জগৎ ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে, সেই জগতে নোহের নিজের জীবন এবং তাঁর গোষ্ঠী সান্ত্বনা নিয়ে আসবে। নোহের নামকরণের সময় লেমক যে-ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, পরিস্থিতির সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠলো। ঈশ্বর যখন নানাজাতিকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন, তখনো তিনি নোহ এবং তাঁর পুত্রদের রক্ষা করেছিলেন, কারণ তাঁদের মধ্যে দিয়ে তিনি পৃথিবীতে আশীর্বাদ নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। বিধিনির্দিষ্ট এই ঘটনাধারাকে আমি পুনরাবৃত্তি করছি।

মহাপ্লাবনের পর

নোহ এবং তাঁর পরিবার জাহাজ থেকে নেমে এসে এক সম্পূর্ণ নতুন জীবন শুরু করলেন। যদিও অল্প দিন পরেই নোহের এক পুত্র তাঁর পিতার বিরুদ্ধে পাপ করে বসলেন, এবং তার ফলে নোহ তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হলেন। নোহের তিন পুত্রের নাম — শেম, হাম এবং যেফৎ।

তাঁরা যখন নতুন করে তাঁদের অস্তিত্বের সংগ্রাম শুরু করলেন, তখন পৃথিবীতে শুধু একটি ভাষাই ছিল। এবং সম্ভবতঃ হিব্রুই ছিল সেই ভাষা।

আদি পুস্তক ৯ : ১৮-১৯ পদে দেখতে পাই, শেম, হাম এবং যেফৎের বংশধারাই সমস্ত পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হলো। হাম ছিলেন কনিষ্ঠ। তিনি তাঁর পিতার বিরুদ্ধে পাপ করলেন। পিতা তাঁকে অভিশাপ দিয়ে বললেন, তাঁর গোষ্ঠী তাঁর অন্য দুই ভাইয়ের গোষ্ঠীর ক্রীতদাসে পরিণত হবে।

শেম পিতাকে বস্ত্রাবৃত করে তাঁর লজ্জা নিবারণ করেছিলেন। তাই নোহ তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

নোহ আরো বললেন ঃ

"শেমের ঈশ্বর পরমপ্রভু ধন্য,
কনান তাহার দাস হ'ক।
ঈশ্বর যেফৎকে বিস্তীর্ণ করুন ;
সে শেমের তাঁবুতে বাস করুক,
আর কনান তাহার দাস হ'ক।"

শেমের বংশধররাই শেমীয় (Semites).

শেম সঙ্গত আচরণ করেছিলেন। নোহ-পরবর্তীকালে পৃথিবীতে আশীর্বাদের ভগীরথ রূপে নোহ তাই তাঁকে মনোনীত করেছিলেন।

দশ অধ্যায়ে উল্লিখিত শেমের বংশপঞ্জি পাঠ করলে দেখতে পাই, অর্ফকষদ নামে শেমের এক পুত্র ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর পরিবারে জন্ম নিলেন এবর। তাঁর নামের অর্থ, 'অঙ্কুর'। এবরের পরিবারে জন্ম নিলেন নাহোর। নাহোর তেরহের পিতা এবং তেরহ অব্রাহামের পিতা।

তাই, আমাদের সবার বিশ্বাসের আদি পিতারূপে ঈশ্বর-নির্ভর

জীবনযাপন করার জন্য ঈশ্বর অব্রাহামকে আকস্মিকভাবে মনোনীত করেননি। অব্রাহামের জন্ম হয়েছিল এক ধার্মিক বংশধারার মধ্যে।

অব্রাহামের স্বদেশের অনেকেই বিধর্মী দেবদেবীদের অনুসরণ করে চললেও, ঈশ্বর অব্রাহামের মধ্যে সেই মানুষকেই খুঁজে পেয়েছিলেন যিনি পৃথিবীতে আশীর্বাদ এবং সান্ত্বনা ফিরিয়ে আনবেন।

অব্রাহাম এবং ইস্‌হাকের গোষ্ঠীতে জন্ম নিলেন যাকোব। পরবর্তীকালে তিনি ইস্রায়েল নামে পরিচিত লাভ করেছিলেন। তাঁর বারোজন পুত্র বারোটি গোষ্ঠীর প্রধান হয়েছিলেন। এর মধ্যে থেকেই ঈশ্বর ইহুদি জনগণকে পৃথক করেছিলেন। তাই তাঁরা শেমেরই উত্তরপুরুষ।

হাম এবং যেফৎ বিবাহ করলেন অন্য গোষ্ঠীতে। তাঁরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লেন। কিন্তু ইহুদি জনসাধারণ তাঁদের স্বাতন্ত্র্য ও হিব্রু ভাষাকে রক্ষা করেছেন।

ইহুদিরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লেও তাঁরা তাঁদের পিতৃভূমি ইস্রায়েলে ফিরে এলে হিব্রুভাষা শিক্ষা করেন। আজও তাঁরা ইস্রায়েলে থাকার সময় হিব্রু ছাড়া আর অন্য কোনো ভাষায় কথা বলেন না। তাঁরা সেমাইট, শেমের বংশধর।

সেমাইট-বিরোধীর অর্থ, শেমের গোষ্ঠীর বিরুদ্ধ। তাই তার আর একটি অর্থ হয়, ইহুদি-বিরোধী।

দাউদ শেমের গোষ্ঠীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যীশু রাজা দাউদের বংশোদ্ভূত—এ কথা আমাদের অজানা নয়। তাই আমরা শেম-বংশের বিরোধী হলে খ্রীষ্ট-বিরোধীও বটে। সেইজন্য আমরা আমাদের পরিত্রাতা এবং বিশ্বাসের আদিপিতা অব্রাহাম, উভয়কেই অস্বীকার করে বসি। আমাদের তাই বুঝতে হবে যে, যথার্থ খ্রীষ্টানুসারীরা শেম-বংশ-বিরোধী হতে পারে না। সমস্ত পৃথিবী যখন ইহুদিদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, সেই সময়ে আমাদের এ বিষয়ে

খুব সতর্ক থাকতে হবে। ইহুদিদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর অর্থ শয়তানকে সমর্থন করা। ইহুদি এবং খ্রীষ্টানরা একই মূলোদ্ভূত হওয়ার দরুন শেষ দিনগুলিতে তারা পরস্পরের আরো নিকট সান্নিধ্যে এগিয়ে আসবে।

আমরা খ্রীষ্টবিশ্বাসী হই, কি ইহুদি হই, আমরা রক্ত-মাংসের বিরুদ্ধে লড়াই করি না। যে-আত্মিক শক্তি পৃথিবী থেকে ঈশ্বরের আশীর্বাদকে বিদূরিত করে আমাদের সংগ্রাম তারই বিরুদ্ধে।

জগতের এই শেষের দিনগুলিতে অশুভ শক্তি প্রবল বিক্রমে প্রতিরোধ করে চলেছে। তাই ধর্মপ্রাণ ও ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আস্থাশীল খ্রীশ্চানরা এবং ঈশ্বরের প্রজারা পরস্পরের নৈকট্যে আসবে এবং তারা এক সত্তায় পরিণত হবে। মহাযাজকরূপে যীশুর মিনতি সার্থক হয়ে উঠবে। যোহন সতেরো অধ্যায়ে তিনি তাঁর পিতার কাছে মিনতি করেছিলেন, তাঁর শিষ্যরা যেন এক হতে পারে। আমাদের সাধারণ শত্রু আমাদের পরস্পরকে কাছে নিয়ে আসবে। সেমেটিক-বিরোধীদের মধ্য থেকেই আবির্ভূত হবে খ্রীষ্ট-শত্রুর। যারা ঈশ্বরের বাক্যে কর্ণপাত করবে না, যারা তার বাধ্য হবে না, খ্রীষ্ট-শত্রু তাদের সবাইকে বিপথে চালিত করবে। আমাদের সময়ে প্রত্যেকের কাছেই এই সতর্কবাণী অনুরণিত হয়ে চলেছে। আমি আশা করি, খ্রীষ্ট এবং ইস্রায়েলের পক্ষে একটি স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য এই পুস্তকটি আপনাকেও সচেতন করে তুলবে।

ঈশ্বরের জন্য এবং ইস্রায়েলের জন্য! একদিন সকালে এই বাক্যটি আমার অন্তরে নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। তখন থেকে এই বাক্যটি হয়েছে আমাদের আদর্শবাণী। ঈশ্বর এবং ইস্রায়েলকে আমরা কখনো হতমান হতে দেব না। আমাদের ভয়ের কিছুই নেই। ঈশ্বর আমাদের পক্ষ অবলম্বন করেছেন। যারা শয়তানের দ্বারা বিপথে চালিত হয়ে ঈশ্বরের বাক্যে কর্ণপাত করবে না, তাদের

কাছে তা অত্যন্ত দুঃখবহ হয়ে দাঁড়াবে। পৃথিবীতে যখন ঈশ্বরের ক্রোধাগ্নি নেমে আসবে তখন তাদের পক্ষে অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকেই ঈশ্বর সবার পরিত্রাণ এবং উদ্ধারের জন্য এক পরিকল্পনা করে রেখেছেন। তাঁর বাসনা, যেন সমগ্র মানবজাতি উদ্ধার লাভ করে। নোহের সময়ের মতো আজও সে-কথা সমান সত্য।

সারণি—৪

নোহের বংশধারা

নোহ
শেম
হাম
অর্ফকষদ
শেলহ
এবর
পেলগ
রিয়ু
সরূগ
নাহোর
তেরহ
অব্রাম
ইস্‌হাক
যাকোব

মথি ১ : ১-১৭ এবং লুক ৩ : ২৩-৩৮ অনুযায়ী এখানে

যীশুর দুটি বংশপঞ্জিকা শুরু হয়েছে।

যিহূদা	যিহূদা
বোয়স	বোয়স
দাউদ	দাউদ
শলোমন	লেবি
হিষ্কিয়	এলি
সরুব্বাবিল	যোষেফ
যাকোব	যীশু
যোষেফ, মরিয়মের স্বামী	
যীশু	

একাদশ অধ্যায়

সিয়োনবাদ এবং খ্রীষ্টীয় সিয়োনবাদ কী?

'সিয়োনবাদ' শব্দটি নগরদুর্গ সিয়োন থেকে এসেছে। তিন হাজার বছর আগে রাজা দাউদ জেরুশালেম অধিকার করে এখানে বসবাস করেন। পরবর্তীকালে এই নগরদুর্গে তিনি রাজপদে আরূঢ় হন। সিয়োন জেরুশালেমের অন্তর্গত একটি পর্বত ; দাউদের রাজ্যাভিষেকের পর তা দাউদ-নগর নামে অভিহিত হয়।

ইহুদিদের কাছে সিয়োন ছিল (এবং আজও পর্যন্ত) এক পবিত্রস্থান। রাজা দাউদের সময়ে ঈশ্বরের সিন্দুক সেখানে স্থানান্তরিত হয় এবং ওবেদ-ইদোমের পরিবারে তা প্রভূত আশীর্বাদ বয়ে নিয়ে আসে। দ্বিতীয় শমূয়েল ৬ : ১২ পদে আমরা দেখতে পাই ঃ

> "দাউদ রাজা শুনিলেন, ঈশ্বরের সিন্দুকের জন্য প্রভু ওবেদ-ইদোমের বাটী ও তাহার সর্বস্ব আশীর্বাদযুক্ত করিয়াছেন, তাহাতে দাউদ গিয়া ওবেদ-ইদোমের বাটী হইতে আনন্দ সহকারে ঈশ্বরের সিন্দুক দাউদ-নগরে আনিলেন।"

ঈশ্বরের সিন্দুক যেখানে স্থাপন করা হয়েছিল, পরবর্তীকালে দাউদ-পুত্র শলোমন ঠিক সেই স্থানেই ঈশ্বরের মন্দির নির্মাণ করেন। ইহুদিরা সেই স্থানকে বলে থাকে, ঈশ্বরের পবিত্র পর্বত, যেখানে তিনি বসতি করেন।

ব্যাপক অর্থে সিয়োন নামের তাৎপর্য হলো, ঈশ্বরের পবিত্র শহর সমগ্র জেরুশালেম। সমস্ত পর্বের সময় ইস্রায়েলীরা আরাধনা ও পর্ব পালনের জন্য এখানে জমায়েত হয়। বাইবেলে জেরুশালেমের অধিবাসীদের বলা হয়েছে সিয়োন-সন্তান এবং শহরটিকে প্রায়ই "সিয়োন-কন্যা" রূপে অভিহিত করা হয়েছে।

সমস্ত ইহুদির কাছে জেরুশালেম ছিল (এবং এখনো) রাজধানী শহর। তারা পৃথিবীর যে-কোনো স্থানেই মিলিত হোক পরস্পরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, একদিন তারা তাদের জেরুশালেমে, সিয়োনে ফিরে যাবে, যেখানে মশীহ অবতরণ করে তাদের রাজা হবেন। সিয়োন তাদের কাছে পবিত্রভূমি—এই বিশ্বাস থেকে কেউ তাদের বিচ্যুত করতে পারে না। কারণ ঈশ্বরের বাক্যই তাদের সে-কথা বলেছে।

ইহুদিরা এক অবিভক্ত ইস্রায়েলের আকাঙ্ক্ষায় রয়েছে। ইহুদিদের একটি অংশ সিয়োনবাদী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। তারা সংগ্রাম করছে এমন একটা সময়ের জন্য যখন আক্ষরিক অর্থেই সিয়োন ইহুদিদের করায়ত্ত হবে। তারা বিশ্বাস করে যে, ইস্রায়েল তাদের পিতৃভূমি।

তাই ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তাদের দেশকে যখন স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করা হয়েছিল, তখন আনন্দের হিল্লোল বয়ে গিয়েছিল। তাদের সিয়োন, জেরুশালেমকে যখন রাজধানী শহররূপে তাদের হাতে প্রত্যর্পণ করা হলো না, তখন আনন্দের কোনো ঘাটতি পড়েনি। সিয়োনবাদীরা বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর ইহুদিদের তাঁর নিজস্ব প্রজারূপে বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন এবং পুরাতন নিয়মের সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবসত্য হয়ে উঠবে ঃ ঈশ্বর অব্রাহাম, ইস্হাক এবং যাকোবের সঙ্গে যে-চুক্তি করেছিলেন, তা অপরিবর্তনীয় এবং সেই প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণভাবেই পালিত হবে।

কিছু কিছু সিয়োনবাদী মাত্রা অতিক্রম করে চরমপন্থীতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তার কারণ ঈশ্বরের প্রজারূপে তাদের অধিকার এবং ঈশ্বরের পবিত্র ভূমি তাদের নিজস্ব দেশ সম্পর্কে তারা সদা সচেতন।

খ্রীস্টীয় সিয়োনবাদ কিছু রাজনৈতিক সংগঠন নয়। কিন্তু যে সমস্ত খ্রীষ্টবিশ্বাসী ইহুদি সিয়োনবাদীদের মতো একইভাবে বিশ্বাস করে, সারা পৃথিবীব্যাপী এমন খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের এ এক বিশাল আন্দোলন। ইহুদিদের জন্য তাদের আছে গভীর ভালোবাসা। ইস্রায়েলের ভূ-খণ্ডকে পুনর্নির্মাণের জন্য ইহুদিদের যে-সংগ্রাম, তারা তাকে সাহায্য ও সমর্থন করে থাকে। খ্রীষ্টীয় সিয়োনবাদীরা পরিপূর্ণ ও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, ইস্রায়েল সম্পর্কে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিগুলি শাস্ত্রবাক্যে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবেই বোধগম্য হয়ে উঠবে। তারা আরো বিশ্বাস করে যে, ইহুদি এবং খ্রীশ্চানরা একই মূলোদ্ভূত—উভয়েই প্রকৃত জিতবৃক্ষের শাখা (রোমীয় ১১ অধ্যায়ে পৌল ইস্রায়েলকে প্রকৃত জিতবৃক্ষরূপে চিত্রিত করেছেন) ; ইহুদিরা অব্রাহামের স্বাভাবিক বংশধর এবং খ্রীশ্চানরা ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি বিশ্বাসের গুণে অব্রাহামের বংশধর।

খ্রীষ্টীয় সিয়োনবাদীরা এখন যেভাবে পাদপ্রদীপের আলোয় এসে দাঁড়িয়েছে, আগে সেরকম দেখা যায়নি। ভবিষ্যতে তারা আরো বিশিষ্টতা লাভ করবে। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে খুব কম সংখ্যক ইহুদি মনে করতো যে, ঈশ্বরের বাক্য বাস্তবে রূপায়িত হবে, অথচ আজ তা পরিপূর্ণতা লাভ করছে। কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগে, আমাদের বাল্যকালে পিতামাতাকে ভবিষ্যদ্বাণী করতে শুনেছিলাম যে, এমন একদিন আসবে যেদিন ইহুদিরা তাদের দেশকে আবার ফিরে পাবে। বয়স্কদের মুখে আমরা শুনে অবাক হয়েছিলাম যে, শাস্ত্রে লেখা আছে, ইহুদিরা পাখির ডানার উপর ভর করে ফিরবে নিজেদের দেশে।

আমরা এখন জানি, আমাদের পিতামাতারা ছিলেন খ্রীষ্টীয় সিয়োনবাদী—তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, ইহুদি জনগোষ্ঠীর জন্য ঈশ্বরের বাক্য আক্ষরিক অর্থেই রূপায়িত হতে চলেছে। শিশুকালে আমাদের হৃদয়ে যে-বীজ রোপিত হয়েছিল, তা বৃদ্ধিলাভ করে

আমাদের আনন্দে পরিপূর্ণ করেছিল। আমরা দেখেছি, দিনের পর দিন ঈশ্বরের কথিত বাক্যগুলি সত্য হতে চলেছে ঃ

"আমি জাতিগণের মধ্যে হইতে তোমাদিগকে গ্রহণ করিব, দেশসমূহ হইতে তোমাদিগকে সংগ্রহ করিব ও তোমাদেরই দেশে তোমাদিগকে উপস্থিত করিব। আর আমি তোমাদের উপরে শুচিজল প্রক্ষেপ করিব, তাহাতে তোমরা শুচি হইবে; আমি তোমাদের সকল অশৌচ হইতে ও তোমাদের সকল পুত্তলি হইতে তোমাদিগকে শুচি করিব।" (যিহিষ্কেল ৩৬ : ২৪-২৫)

"আর সেইদিন এই ঘটিবে, প্রভু আপনি প্রজাগণের অবশিষ্টাংশকে মুক্ত করিয়া আনিবার জন্য দ্বিতীয়বার হস্তক্ষেপ করিবেন... আর তিনি জাতিগণের নিমিত্ত পতাকা তুলিবেন, ইস্রায়েলের নির্বাসিত লোকদিগকে একত্র করিবেন, ও পৃথিবীর চারিকোণ হইতে যিহূদার ছিন্নভিন্ন লোকদিগকে সংগ্রহ করিবেন।"

(যিশাইয় ১১ : ১১-১২)

আমাদের বাল্যকালে মানুষের দৃষ্টিতে তা অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু আজ, মাত্র কয়েক বছর পরেই সেই ঘটনা আপনাআপনি ঘটতে চলেছে।

নতুন নিয়মেও ইস্রায়েলের এই পুনর্নির্মাণের কথা উল্লিখিত হয়েছে। যীশুর পুনরাগমনের সময় তা পরিপূর্ণতা লাভ করবে। প্রেরিতদের কার্যাবলীর ১৫ : ১৩-১৬ পদে জেমস বলেছেন ঃ

"ভাইয়েরা শুনুন! তাঁর আপন নামকীর্তনের উদ্দেশে বিজাতীয়দের মধ্যে থেকে একদল লোক বাছাই করার জন্যে কেমনভাবে ঈশ্বর প্রথমে তাদের দর্শন দিয়েছিলেন সেকথা সীমোন আপনাদের কাছে বর্ণনা করেছে ঃ

এরপরে আমি ফিরে আসবো, দায়ুদের বাসস্থান আবার আমি

তৈরি করে দেবো ; এর ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করে আবার তৈরি করবো, নতুন বাড়ী...।"

কেউ কেউ খ্রীষ্টীয় সিয়োনবাদীদের রাজনৈতিক সংগঠন বলে অভিহিত করতে চান। কিন্তু তারা শুধুই খ্রীষ্টবিশ্বাসী যারা ইহুদিদের সঙ্গে একযোগে ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বাণীর পক্ষে জাগতিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে চলে।

ইস্রায়েলের অস্তিত্বের অধিকারকে আমরা ঘোষণা করবো। আমরা ইহুদিদের—যেসব ইহুদি আজ বিভিন্ন সরকার ও আধিকারিক এবং অন্ধকারের শক্তির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, তারাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে—প্রত্যাবর্তনের এবং তাদের পিতৃভূমির দাবির পক্ষে সোচ্চার হবে।

খ্রীস্টবিশ্বাসীরূপে আমাদের বিশ্বাসের মূলকেও আমরা স্বীকার করবো ঃ

আমাদের বিশ্বাসের আদিপিতা অব্রাহাম ছিলেন ইহুদি।

আমাদের মুক্তিদাতা ও প্রভু যীশু ছিলেন ইহুদি।

প্রেরিতপুরুষরা ছিলেন ইহুদি, ইহুদিদের মধ্যে থেকেই আমরা লাভ করেছি মুক্তি। তারা আমাদের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র।

যীশুর জন্ম হয়েছিল ইস্রায়েলে।

ইস্রায়েলেই—আমাদের পাপের জন্য যীশু মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং ইষ্টারের সকালে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন।

ইস্রায়েলেই (জলপাই পর্বতের উপর)—যীশু শিষ্যদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্বর্গে উন্নীত হয়েছিলেন।

প্রথম বিশ্বাসীদের কাছে পবিত্র আত্মার অবতরণ হয়েছিল ইস্রায়েলে।

যীশু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি আবার ফিরে আসবেন এবং রূপান্তরিত মশীহরূপে জলপাই পর্বতে দেখা দেবেন।

জেরুশালেমের সিয়োন থেকে যীশু হাজার বছরের রাজত্বের সময়ে সারা বিশ্বকে শাসন করবেন। এখান থেকেই সমগ্র জগতে বিধান বিস্তৃতিলাভ করবে।

ইহুদিরা খ্রীষ্টীয় সিয়োনবাদীদের পাশে পেতে চায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং অন্যান্য বহু ঘটনায় ইহুদিরা অইহুদিদের দিক থেকে খ্রীষ্টীয়-জগতের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। খ্রীষ্টধর্মের মাধ্যমে তাদের ঈশ্বরের প্রেমের অভিজ্ঞতা লাভ করা সমীচীন বলে মনে হলেও, তারা সে সুযোগ গ্রহণ করেনি। তাই বহু বছর ধরেই তারা খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের সম্বন্ধে নেতিবাচক ও অবিশ্বাসী মনোভাব পোষণ করে আসছে। যীশুখ্রীষ্টই যে মশীহ, এ কথা তারা শুনতেও চায়নি।

কিন্তু খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা আজ তাদের অনুপ্রাণিত ও সমর্থন করতে চায়, তাদের সমস্যায় সান্ত্বনা দিতে চায়, এ কথা আবিষ্কার করার পর ইহুদিরা বিস্মিত হতে শুরু করেছে। বহু ইহুদি নতুন নিয়ম পড়তে শুরু করেছে এবং তাদের অনেকেই এখন যীশুর বিষয়ে প্রচার করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

সারা পৃথিবী যখন ইহুদিদের নাকচ করে দিয়েছে এবং তাদের দিকে অভিযোগের তর্জনী তুলে ধরেছে, তখন খ্রীষ্টীয় সিয়োন-বাদীরা তাদের পাশে এসে দাঁড়াবার সাহস দেখিয়েছে বলে ইহুদিরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের কাছ থেকে তারা এখন প্রেমের অভিজ্ঞতা লাভ করছে, এবং এই প্রেম তাদের হৃদয়কে দ্রবীভূত করে তুলেছে।

অন্যরা ইহুদিদের বিদ্রূপ এবং পরিত্যাগ করলেও খ্রীশ্চান হিসাবে তাদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা আছে। তার অর্থ নয় যে, আমরা আরব গোষ্ঠীর বিরোধী হবো। ঈশ্বর আরবীয়দেরও

ভালোবাসেন। তাই তাদেরও প্রতি আমাদের ভালোবাসা দেখাতে হবে। ঈশ্বর আরবীয়দের মুক্তিদান করবেন, তিনি তাদের পরিত্রাণ দেবেন। তাদেরও জন্য ঈশ্বরের একটি পরিকল্পনা রয়েছে।

ইস্রায়েলের সঙ্গে সঙ্গে মিশর এবং অ্যাসিরীয়ও একদিন পৃথিবীতে আশীর্বাদের পাত্র হয়ে উঠবে ঃ

"সেই দিন মিশর হইতে অশূরে যাইবার এক রাজপথ হইবে; তাহাতে অশূরীয় মিশরে ও মিশরীয় অশূরে যাতায়াত করিবে এবং মিশরীয়রা অশূরীয়দের সহিত আরাধনা করিবে। সেইদিন ইস্রায়েল মিশরের ও অশূরের সহিত তৃতীয় হইবে, পৃথিবীর মধ্যে আশীর্বাদপাত্র হইবে ; ফলতঃ বাহিনীগণের প্রভু তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিবেন, বলিবেন, আমার প্রজা মিশর, আমার হস্তকৃত অশূর ও আমার অধিকার ইস্রায়েল আশীর্বাদযুক্ত হোক। (যিশাইয় ১৯ : ২৩-২৫)।

কিন্তু এই মুহূর্তে ইস্রায়েল যখন নিষ্পেষিত হচ্ছে, আমাদের জ্ঞাতি হিসাবে তাদের সমর্থন করতেই হবে। আমাদের ঘোষণা করতে হবে যে, ঈশ্বর তাঁর বিশেষ অধিকাররূপে তাদের মনোনীত করেছেন। যে-দুঃখ যন্ত্রণাময় পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে তারা চলেছে, ঈশ্বরের সহকর্মী হয়ে তাদের সেই যন্ত্রণাকে আমাদের উপশম করতে হবে। তাদের দিকে আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

আমরা এমন এক যুগে বাস করছি, যখন অশুভ শক্তির দাপট বেড়েছে, অধিকাংশ মানুষের ভালোবাসা শীতল হয়ে গেছে এবং প্রতিবেশীর কথা চিন্তা করার চেয়ে নিজের নিজের স্বার্থকেই বড়ো করে দেখি।

আসুন, খ্রীষ্টবিশ্বাসীরূপে ব্যক্তিগতভাবে এবং খ্রীশ্চানদেশ হিসাবে আমরা সমস্ত মানবজাতির প্রতি ভালোবাসায় টইটুম্বুর

হয়ে উঠি। বিশেষতঃ, এই মুহূর্তে ইস্রায়েলের সবচেয়ে প্রয়োজন আমাদের ভালোবাসা।

সিয়োনের জন্য ঈশ্বরের আছে অন্তর্জ্বালা। ঈশ্বরের প্রতিরূপে সিয়োনের জন্য আমরাও যেন অন্তর্জ্বালায় জ্বলে উঠি ঃ

> "বাহিনীগণের পরমপ্রভু এই কথা কহেন, আমি মহৎ অন্তর্জ্বালায় সিয়োনের জন্য জ্বলিয়াছি, আর আমি তাহার জন্য মহাক্রোধে জ্বলিয়াছি।...আমি সিয়োনে ফিরিয়া আসিয়াছি, আমি জেরুশালেমের মধ্যে বাস করিব, আর জেরুশালেমের সত্যপুরী নামে, এবং বাহিনীগণের পরমপ্রভুর পর্বত পবিত্র পর্বত নামে আখ্যাত হইবে।" (সখরিয় ৮ : ২, ৩)।

দ্বাদশ অধ্যায়

নারী এবং শিশুপুত্র

মধ্য-প্রাচ্যের যুদ্ধের এবং ইস্রায়েলের সমস্যার এটাই গূঢ় কারণ। আমরা বহু জাতি এবং দেশের কথা শুনি যারা যুদ্ধ অথবা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর নানান প্রান্তে কত ভয়ংকর এবং অন্যায় ঘটনা ঘটে চলেছে। সে সমস্ত ঘটনা আমাদের মনে কোনো আঘাত বা কোনোরকম রেখাপাত করে না। কিছুদিন পরে সেসবের প্রায় সবকিছুই আমরা ভুলে যাই।

কিন্তু ইস্রায়েল সম্পর্কে সে-কথা প্রযোজ্য নয়। এই ক্ষুদ্র জাতির জীবনের যে কোন ঘটনাই সকলের আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়, সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ হয়। ইস্রায়েল যে ঈশ্বরের মনোনীত জাতি এ কথা কারো অজানা নেই। সকলেই প্রত্যাশা করে যে, তারা অন্যদের থেকে আলাদা প্রকৃতির হবে। সবাই আশা করে তারা অন্যদের চেয়ে ভালো, প্রায়-নিখুঁত হবে। আমাদের যুগে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই ইস্রায়েলের বিপক্ষে। কেন?

গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, মানুষ ইস্রায়েলের শত্রু নয়। স্বয়ং শয়তানই ইস্রায়েলের জঘন্যতম শত্রু। যে নিদারুণ দুর্ভোগ এবং সমস্যা ইহুদিদের সর্বদা ঘিরে রেখেছে তার মূল কারণই হলো শয়তান। প্রকাশিত বাক্যের ১২ অধ্যায়ে রূপকের আশ্রয়ে আমাদের সেই বিষয়টিই দেখানো হয়েছে ঃ

"ভীষণ একটা দৃশ্য দেখা দিল আকাশে। দেখলাম সূর্যবসনা একটি নারীকে ; তাঁর পায়ের তলায় চাঁদ। মাথায় ছিল বারোটি তারা দিয়ে গাঁথা একটি মুকুট। সন্তানসম্ভবা তিনি ; গর্ভযন্ত্রণায়

কাতরাচ্ছিলেন—প্রসব বেদনায় চিৎকার করছিলেন।"

বাইবেলে ইস্রায়েলকে প্রায়ই এক নারীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এবং এখানে এই শাস্ত্রাংশের মধ্যে সুস্পষ্ট যে, এ ানে ইস্রায়েলের কথাই বলা হয়েছে। পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ইস্রায়েল, ঊর্ধ্বাকাশে সূর্য দীপ্তি দিচ্ছে। তার মাথার উপরে আছে বারোটি নক্ষত্র। এই বারোটি নক্ষত্র হলো ইস্রায়েলের বারোটি গোষ্ঠী, ঈশ্বর নিজেই যা বিভাজন করেছিলেন।

আমরা দেখেছি, অব্রাহামের কাল থেকেই ঈশ্বর মানবজাতির সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটানোর জন্যে ইস্রায়েলের মধ্যে কাজ করে চলেছেন। ইস্রায়েলের মধ্যে মুক্তিদাতা যীশুখ্রীস্ট জন্মগ্রহণ করবেন। যীশুর পৃথিবীতে থাকাকালীন যাদের তাঁর পূর্বপুরুষ হিসাবে দেখা যাবে, সেইসব গোষ্ঠীর দিকে যদি আমরা লক্ষ করি, তা হলে দেখতে পাবো, মানবজাতির এক অংশ তাদের ত্রুটি এবং আন্তরিকতার অভাব সত্ত্বেও ঈশ্বরের গৌরবের জন্য জীবনযাপন করতে চেয়েছিল। আমরা পড়েছি, "সন্তানসম্ভবা তিনি ; গর্ভযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন—প্রসববেদনায় চিৎকার করছিলেন।" যীশুর জন্মের আগে ইস্রায়েলের দিন কেটেছে চরম দুর্দশার মধ্যে ; সবাই মশীহের জন্মের প্রতীক্ষায় আকুল হয়ে ছিল—তিনি এসে শত্রুর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করবেন। মীখা ৪ : ৮-১০ পদে এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল ঃ

> "হে পালের দুর্গ, হে সিয়োন-কন্যার গিরি, তোমারই কাছে রাজা আসিবেই আসিবে, হাঁ, পূর্বকালীন কর্তৃত্ব, জেরুশালেম-কন্যার রাজ্য আসিবে।
>
> তুমি এখন কেন ঘোর চিৎকার করিতেছ? তোমার মধ্যে কি রাজা নাই? তোমার মন্ত্রী কি বিনষ্ট হইল? তাই বলিয়া কি স্ত্রীর প্রসব-বেদনার ন্যায় বেদনা তোমাকে ধরিয়াছে?"

প্রকাশিত বাক্যের বারো অধ্যায়ে ইস্রায়েলের পরিস্থিতি সম্পর্কে যে-ছবি চিত্রিত হয়েছে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে তার সুস্পষ্ট সামঞ্জস্য রয়েছে ঃ

"সন্তানসম্ভবা তিনি, গর্ভযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন—প্রসববেদনায় চিৎকার করছিলেন।"

পরিত্রাতা যে জন্মগ্রহণ করেছেন, ইহুদিরা তা জানতেও পারেনি। এইরকম এক সরাইখানায় যে তিনি জন্মগ্রহণ করতে পারেন, এ তাদের ধারণাতীত ছিল।

কিন্তু পৃথিবীতে উপস্থিত আর একজন পরিত্রাতার আবির্ভাবকে আবিষ্কার করেছিল, এবং প্রথম থেকেই সে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল। সে হলো শয়তান। প্রকাশিত বাক্যের ১২ : ৩ পদে তার সম্পর্কে লেখা আছে ঃ

"সেই সঙ্গে স্বর্গলোকে দেখা গেল আর একটি নিদর্শন ; লাল টকটকে একটা নাগ ; তার মাথা সাতটা ; দশটা শিং ; মাথাগুলির উপরে একটি করে সাতটি মুকুট। আকাশে যত তারা ছিল তাদের তিন ভাগের এক ভাগ সে তার লেজের ঝাপট দিয়ে আছড়ে ফেললো মাটির উপরে। তারপরে সে দাঁড়ালো সন্তান-সম্ভবা সেই রমণীটির সামনে—যাতে সন্তানের জন্ম হওয়ামাত্র সে তাকে ভক্ষণ করতে পারে।"

যুগের প্রারম্ভেই শয়তান, সেই পুরাতন সর্প আদম ও হবাকে প্রতারিত করেছিল। তখন থেকেই আমরা জানি যে, পাপ এবং শয়তানের হাত থেকে মানবজাতিকে নিস্তারের জন্য ঈশ্বর এক পরিকল্পনা করে রেখেছেন। আদি পুস্তক ৩ : ১৫ পদে ঈশ্বর শয়তানকে বলেছিলেন ঃ

"আমি তোমাতে ও নারীতে এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে পারস্পরিক শত্রুতা জন্মাইব ; সে তোমার মস্তক চূর্ণ

করিবে এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে।"

ইস্রায়েল দেশ এবং ইহুদি জনগণ নারীর মতো পরিত্রাতাকে ধারণ করবে, যিনি শয়তানের কর্মধারাকে বিনাশ করবেন। তাই যীশুর জন্মমুহূর্ত থেকেই শয়তান ক্রুদ্ধ হয়ে আছে এবং যে-শিশুপুত্র জন্মগ্রহণ করবে তাকে "ভক্ষণ" করার জন্য প্রথম থেকে সে সচেষ্ট।

প্রথমে শয়তানের নিবাস ছিল স্বর্গে। তখন তার নাম ছিল লুসিফার। সে ছিল বৃহত্তম ও উজ্জ্বলতম তারকাপুঞ্জের মতো। কিন্তু সে উচ্চাকাঙক্ষী হয়ে ঈশ্বরের চেয়ে বড়ো হতে চাইলো। তাই সে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে মর্ত্যে পতিত হলো। তার সঙ্গে লেজের ঝাপটায় সে নিয়ে এলো অন্য নক্ষত্রপুঞ্জের সমস্ত বাহিনী।

তারা এখন শয়তানের দূত এবং বার্তাবহ। তারাই এখন পৃথিবীকে ধ্বংস করে। ঈশ্বরের সঙ্গে যে সমস্ত মানুষের কোনো সম্বন্ধ থাকবে না, তারা সেইসব মানুষের মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকবে। ৭-৯ পদে স্বর্গের এক যুদ্ধের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। মিখায়েল এবং তাঁর স্বর্গবাহিনী নাগের সঙ্গে যুদ্ধরত, নাগ এবং তার বাহিনী মিখায়েল-বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ঃ

"মিখায়েল তাঁর স্বর্গবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করলেন নাগরাজের সঙ্গে। যুদ্ধ করলো নাগরাজ আর তার বাহিনী ;
কিন্তু পরাজিত হলো তারা, সেইজন্যে, স্বর্গে আর স্থান হলো না তাদের। সেই প্রাচীন নাগ—যাকে বলা হয় দিয়াবল এবং শয়তান, সারা বিশ্বকে সে প্রতারণা করেছে—সেই নাগরাজকে নিক্ষেপ করা হলো মর্ত্যলোকে ; এবং তার দূতবাহিনীও নিক্ষিপ্ত হলো তার সঙ্গে।"

যীশুর জন্মের পূর্বে শয়তান নারী-মরিয়ম এবং নারী-ইস্রায়েলকে সম্ভাব্য সব রকমেই বাধাদানের চেষ্টা করেছিল "এবং

পান্থশালায় তাঁদের জন্য কোনো স্থান ছিল না।" অশুভ শয়তান যীশুর জন্মদানকে প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল।

"নারীটি জন্ম দিলেন একটি পুত্র সন্তানের—লৌহ যষ্টি নিয়ে সর্বজাতির মানুষের উপরে আধিপত্য করার কথা ছিল যাঁর।" (৫ পদ)

শয়তানের প্রতিরোধ সত্ত্বেও রাজাদের রাজা জন্মগ্রহণ করলেন।

হেরদ শুনেছিলেন, যীশু জন্মগ্রহণ করেছেন বেথলেহেমে ; এই শিশুটিকে অর্ঘ্য নিবেদনের জন্য বহু দূর থেকে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা এসেছিলেন। সব শিশুপুত্রকে হত্যা করে তিনি শিশু-যীশুকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন।

শিশুটি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছে—হেরদ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে তা জানতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমিও আমার অর্ঘ্য নিবেদন করবো।" কিন্তু তাঁর অন্তরে ছিল জীঘাংসা, তিনি শিশুটিকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। শয়তান আজও সেই একই চাতুরি অবলম্বন করে। যীশুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত সকলকে সে হত্যা করার জন্য আলোর দূতের বেশে আবির্ভূত হয়। শিশু-পুত্রটি জন্মগ্রহণ করেছিল ইস্রায়েলে, তাই সে ইস্রায়েলকেও ঘৃণা করে। ইস্রায়েলের গল্‌গথাতেই ক্রুশকাষ্ঠে যীশু শয়তানের ক্রিয়াকে বিনাশ করেছিলেন। পুনরুত্থানে যীশু তাঁর পার্থিব শরীরে শয়তানকে পরাভূত করেছিলেন এবং ঈশ্বর ও মানবজাতির মধ্যে মিলনসাধন করেছিলেন। গল্‌গথায় যীশু চিৎকার করে বলেছিলেন, 'সমাপ্ত হলো', গল্‌গথায় মৃত্যুবরণের মধ্যে দিয়ে সমস্ত জগতের কাছে যীশু যে-আশীর্বাদ বয়ে নিয়ে এসেছিলেন, যারা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ গড়ে তোলে তারা সেই অভিজ্ঞতার ভাগীদাব হয়।

ইস্রায়েলেই যীশু মৃতলোক থেকে উত্থিত হয়েছিলেন। যীশুর

জন্ম ও পুনরুত্থান স্থান দর্শনের জন্য সমস্ত জাতির লোকই আজ ইস্রায়েলে যাচ্ছে। শয়তান এতে ক্রুদ্ধ হয়। যীশু আমাদের জন্য কী করেছেন তা যাতে আমরা বুঝতে বা স্মরণ করতে না-পারি, সে-জন্য শয়তান তার সমস্ত রকম প্রতিরোধের অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে আসে।

মহিমময় পুনরুত্থিত যীশু জলপাই পর্বতে শিষ্যদের কাছে বিদায় নেবার সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি যেভাবে বিদায় নিচ্ছেন, সে-ভাবেই একদিন ফিরে আসবেন। শয়তান তাই যে-দেশটিতে মুক্তিদাতার আবির্ভাব হয়েছিল, সেই দেশটিকে ঘৃণা করে। শয়তান জানে, যীশু শান্তি ও মহামিলনের সুধাভাণ্ড হাতে নিয়ে শাসকরূপে পৃথিবীতে প্রত্যাগমন করবেন। এই অধ্যায়ে আমরা নাগ এবং শিশু-পুত্রটি সম্পর্কে জানতে পারি ; দেখতে পাই শিশু-পুত্রটিকে ঈশ্বর এবং তাঁর সিংহাসনের কাছে তুলে নেওয়া হলো। কিন্তু একদিন তিনি লৌহ যষ্টি নিয়ে সর্বজাতির মানুষের উপর আধিপত্য করবেন।

ঈশ্বর সমস্ত জগৎকে এখনি কেন উদ্ধার করছেন না?

শাস্ত্রগ্রন্থে লেখা আছে, শয়তান যখন তার বাহিনীসহ স্বর্গ থেকে পতিত হলো, যীশু তাদের উপর আধিপত্য করলেন ঃ

> "আমাদের ঈশ্বরের ত্রাণকর্মের সময় আগত, সমাগত তাঁর শক্তি এবং রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাল ; এবং তাঁর খ্রীষ্টের আধিপত্য বিস্তারের সময় ; কারণ আমাদের ঈশ্বরের সামনে দিনরাত্রি যে আমাদের ধর্মভাইদের নিন্দায় মুখর সেই নিন্দাকারীর আজ পতন হয়েছে।" (১০ পদ)

কিন্তু এরপরেই আলোচিত হয়েছে মানবজাতির জয়লাভের শর্তাবলী ঃ

"তারা তাকে জয় করেছে মেষশাবকের রক্তের জোরে এবং তাদের সাক্ষ্যবাণীর শক্তিতে ; আমরণ নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ করেছে তারা।"

যারা বিশ্বাস করে যে, যীশু জগতের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন, যারা তাঁকে মুখে স্বীকার করে এবং তাঁর জন্য যারা মৃত্যুকে তুচ্ছ করে, তারাই জয়লাভ করে শয়তানের উপর। যারা ঈশ্বরের পক্ষ অবলম্বন করে না, তাদের সামনে আজ দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে। বারো পদে বলা হয়েছে ঃ

"তাই বলি, হে স্বর্গ এবং স্বর্গবাসীরা, তোমরা উল্লাস কর। কিন্তু হে মর্ত্যলোক, হে সমুদ্র, তোমাদের ধিক ! কারণ, তার দিন ফুরিয়ে আসছে জেনে শয়তান তোমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মহাক্রোধে।"

এই অধ্যায়ে কয়েকবার বলা হয়েছে যে, নাগ যখন ইস্রায়েলরূপী নারীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করবে, ঈশ্বর তাঁর হৃদয়কে কোমল করবেন এবং তিনি তাঁর প্রজাদের এমন স্থানে নিয়ে যাবেন যেখানে তারা কিছুকালের জন্য লুকিয়ে থাকতে পারে ঃ

"কিন্তু তিনি যাতে নাগরাজের কবল থেকে রেহাই পেয়ে মরুপ্রান্তরে উড়ে যেতে পারেন সেইজন্যে মহা ঈগল পাখির দুটি ডানা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল ; সেইখানেই সাড়ে তিন বছর ধরে তাকে প্রতিপালন করার কথা ছিল।"

যুগের পর যুগ ধরে আমরা ইস্রায়েলকে মানবজাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে দেখেছি। মরুপ্রান্তরে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হলেও ঈশ্বর তাদের উপর তাঁর সযত্নদৃষ্টি রেখেছিলেন এবং এক জাতিরূপে

তাদের সংরক্ষণ করেছিলেন। এখন তারা নিজের দেশে নিরাপদে বসবাস করে। ইস্রায়েলীরা মধ্যপ্রাচ্যে জমায়েত হবার পর সেখানে যত যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে, তার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর দেখিয়েছেন যে, তিনি তাঁর নিজস্ব প্রজার জন্য সংগ্রাম করেন। নাগ ইস্রায়েলকে পরাজিত করতে পারে না।

যিহিষ্কেল পুস্তকে লেখা আছে, ঈশ্বরের যে-প্রজারা নিরাপদ জীবনযাপন করছে, ইস্রায়েলের শত্রুবাহিনী একদিন তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধের মদিরা সেইসব শত্রুদের উপর সিঞ্চিত হবে ; তারা ভোগ করবে ভয়ঙ্কর শাস্তি। প্রকাশিত বাক্য ১২ : ১৫ পদেও এই একই চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে ঃ

> "নারীটিকে বন্যার স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়ার জন্যে নাগরাজ তার মুখ থেকে উদ্‌গীরণ করলো নদীর মতো বারিধারা। কিন্তু নদীকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এলো পৃথিবী ; এবং নাগরাজ তার মুখবিবর থেকে যে জলধারা উদ্‌গীরণ করেছিল তা গ্রাস করে নিল মুখব্যাদন করে।"

ইস্রায়েল যখন চরমতম বিপদের সম্মুখীন হবে, তখন তাকে উদ্ধারের জন্য অন্য জাতি এগিয়ে আসবে বা ভিন্ন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে।

নাগরাজ নারীটিকে পরাস্ত করতে না-পেরে, শাস্ত্রের বচন অনুযায়ী, "বাকি সন্তানদের বিরুদ্ধে" যুদ্ধযাত্রা করবে "যারা পরমেশ্বরের নির্দেশ পালন এবং যীশুর পক্ষে সাক্ষ্যদান করে।" মনে হয় নিবেদিতপ্রাণ খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের প্রসঙ্গেই এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যারা যীশুর নামে বিশ্বাস করে এবং ঈশ্বরের বাক্যকে অস্বীকার করে না, ঈশ্বর ইস্রায়েলের মতো তাঁর সেইসব প্রজাদের নিরাপত্তা দান করবেন।

নাগের মস্তক = ইস্রায়েলের শত্রুবাহিনী

প্রকাশিত বাক্যের বারো অধ্যায়ের তিন পদে আমরা সেই প্রাচীন নাগ তথা শয়তান সম্পর্কে শেষ কথা জানতে পারি ঃ

"সেই সঙ্গে স্বর্গলোকে দেখা গেল আর একটি নিদর্শন ; লাল টকটকে একটা নাগ ; তার মাথা সাতটা ; দশটা শিং ; মাথাগুলির উপরে একটি করে সাতটি মুকুট।"

এই সেই নাগ যে প্রসবোদ্যত নারীর শিশু-পুত্রটির সঙ্গে লড়াই করবে।

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কথা যখন আপনি শোনেন বা পাঠ করেন, তখন এই চিত্রটির বিষয়ে চিন্তা করবেন। মূলতঃ মানুষ পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করছে না। যীশুর জন্ম-মুহূর্ত থেকেই দেখা গেছে যে, মানুষ যীশুকে হত্যা করার প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছে, এবং পরিশেষে তারা জয়লাভও করেছে। কিন্তু স্বয়ং শয়তানই যীশু এবং তাঁর গোষ্ঠীর হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য বিভিন্ন মানুষ এবং পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়েছে। লেখা আছে যে, নাগের সাতটি মাথা ছিল। এর অর্থ, যীশু এবং তাঁর আপনজনদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় সাতটি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে সে নিজেকে প্রকাশ করে। যার সঙ্গে সে যুদ্ধরত, তার চরিত্র অনুযায়ী সে তার অবয়বের পরিবর্তন ঘটায়। এইভাবে সে সমগ্র জগৎকে এবং যারা ঈশ্বর এবং তাঁর বাসনাকে স্বীকার করে না, তাদের বিভ্রান্ত করে তোলে।

হেরদ

যীশুকে নিধন করার জন্য সে হেরদের মূর্তিতে আবির্ভূত

হয়েছিল। হেরদ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে যীশু কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন, তা জানতে চেয়েছিলেন। তিনি তাঁদের বলেছিলেন, তিনিও শিশুটিকে দর্শন এবং তার আরাধনা করতে চান। অসত্যের আত্মা তাঁর হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে তুলেছিল। শিশুটিকে হত্যা করার তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে, সে যেন তাঁর স্থানে রাজা হয়ে না-বসতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর যোষেফ, মরিয়ম এবং শিশু-যীশুকে উদ্ধার করলেন। তাঁরা সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন। ঈশ্বর-পুত্র যীশুর সঙ্গে শয়তান, সেই নাগই যুদ্ধ করেছিল, কিন্তু পরিশেষে সে হয়েছিল পরাস্ত।

হিটলার

যীশুর গোষ্ঠীকে নির্যাতন করার জন্য শয়তান হিটলারের বেশে আবির্ভূত হয়েছিল। শয়তান জানে, এই গোষ্ঠী কোনো একদিন ইস্রায়েল ভূ-খণ্ডে ফিরে আসবে। শয়তান জানে, যে-যীশুর বিষয়ে ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতির কাছে বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং যাঁকে তিনি স্বর্গে উন্নীত করেছিলেন, জেরুশালেম থেকে শাসন পরিচালনার জন্য তিনি আবার ফিরে আসছেন। তাই হিটলারের বেশে শয়তান ইহুদিদের ধ্বংস করতে চেয়েছিল।

কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ

শয়তান বাঘা বাঘা কমিউনিস্ট নেতাদেরও ছদ্মবেশে আবির্ভূত হয়েছিল। তারা ইহুদি এবং খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের হত্যা করতে চেয়েছিল। তারা তাদের কারারুদ্ধ করতে এবং মানুষের মন থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্বকেই মুছে দিতে চেয়েছিল। তারা চেয়েছিল মানবজাতিই হবে মধ্যমণি, দেবতার মতো ; তারা জগতের শাসনভার তুলে নেবে নিজেদের হাতে। আজ খুব অল্পসংখ্যক ইহুদিকে কমিউনিস্ট

দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যাবার অনুমতি দেওয়া হয় ; আগের তুলনায় খ্রীশ্চানরা এখন খুব কমই স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। কিন্তু বাইবেল অনুযায়ী (যিহিষ্কেল ৩৮ অধ্যায়) ভবিষ্যতে ইস্রায়েল এবং খ্রীশ্চানদের বিরুদ্ধে আরো ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু হবে।

নির্দ্বিধায় এবং সুস্পষ্টভাবে বলা যায়, আমাদের যুগে ইসলামই হল নাগের মস্তক। তার মূল ইশ্মায়েল, ইস্হাকের সৎভাই। পুরনো ঈর্ষা কখনো শেষ হয়ে যায় না। কিছুকাল ঘুমিয়ে থাকার পর পূর্ণ শক্তি নিয়ে তা আবার জেগে উঠেছে। ইহুদিদের ধ্বংস করার জন্য চরমপন্থী মুসলমানরা সম্ভাব্য সকল পন্থাই অবলম্বন করে থাকে। পি.এল.ও-র সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ইস্রায়েলের অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করতে হবে এবং তাদের দেশ থেকে ইস্রায়েলীদের বিতাড়ন করতে হবে। বিশ্বের নেতৃবৃন্দকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই মুহূর্তে তাদের এই দাবিকে তারা খুব জোরদার করে তোলেনি, কিন্তু তলে তলে তারা এই লক্ষ্যের অভিমুখেই এগিয়ে চলেছে।

ইস্রায়েল-ভূমি এবং ইস্রায়েল জনগণের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠেছে, তার মূলে আছে নাগ এবং তার লেজের ঝাপটায় স্বর্গ থেকে নিক্ষিপ্ত সমস্ত নক্ষত্র। শয়তান মানুষকেই কাজে লাগিয়ে থাকে। কারণ শয়তান জানে, জেরুশালেম ইহুদিদের কাছে পবিত্রতম ভূমি ; তারা প্রত্যাশা করে যে, মশীহ এখানেই আবির্ভূত হবেন এবং এই স্থান থেকেই তিনি শাসন পরিচালনা করবেন। তাই জেরুশালেমকে নিজেদের রাজধানী করে তোলার জন্য মুসলমানরা সব রকমের চেষ্টাই করবে।

তারা জানে, জেরুশালেমে স্থাপিত ঈশ্বরের পবিত্র মন্দিরে মশীহ অবস্থান করবেন ; তাই তারা ঠিক সেখানেই নির্মাণ করেছে তাদের পবিত্র মন্দির। এ এক আধ্যাত্মিক সংগ্রাম ; এর পশ্চাতে

নরকের সমস্ত শক্তি সক্রিয়। কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষমতা আরো বেশি। ঈশ্বর রাজাধিরাজ যীশুর আবির্ভাবের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বাইবেলে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বার বার ঘোষণা করা হয়েছে। যীশু জেরুশালেমকে কেন্দ্র করে হাজার বছর ধরে রাজত্ব করবেন। শাস্ত্রবাক্যের ঘোষণা মতো ঠিক সেই জায়গাতেই তাঁর জন্য মন্দির নির্মিত হবে। যারা ঈশ্বরের বাক্যের বিরুদ্ধাচারী না-হয়ে সেগুলিকেই বিশ্বস্তভাবে ধারণ ও পালন করে, তাদের জীবন তাঁর আশীর্বাদ-ধারায় প্লাবিত হবে।

একদিন যীশু যে-সম্মানের অধিকারী হবেন, সেই সম্মান অর্জনের জন্য নাগরূপী শয়তান বিভিন্ন মানুষের মধ্যে দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রকাশিত বাক্যের বারো অধ্যায়ের সমাপ্তিতে এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হয়েছে ঃ "এই দেখে নারীর (ইস্রায়েলের) উপরে ক্রুদ্ধ হয়ে নাগরাজ বেরিয়ে গেল যুদ্ধ করতে তাঁর বাকি সন্তানদের বিরুদ্ধে যারা পরমেশ্বরের নির্দেশ পালন এবং যীশুর (খ্রীশ্চানদের) পক্ষে সাক্ষ্যদান করে।"

এ কথা মনে রাখলে, বিশ্ব-পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে আমরা সহজেই যুদ্ধের কারণকে বুঝতে পারব। এই ভয়ংকর যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কেও আমরা পূর্বাহ্নেই ধারণা করতে পারি। কারণ এর সবকিছুই ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে বাইবেলে লিপিবদ্ধ আছে। ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, যুদ্ধ হবেই। পুরাতন নিয়মের সব ভবিষ্যবাদীই তার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। নতুন নিয়মে যীশুও সে-কথা বলেছেন ; আমরাও তার আশঙ্কা করতে পারি।

এই যুদ্ধের ফল হবে ঃ

মুক্তিদাতা যীশু জেরুশালেমের জলপাই পর্বতে আবির্ভূত হবেন ঃ "পরমপ্রভু বাহির হইবেন এবং সংগ্রামের দিনে যেমন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তেমনি ওই জাতিগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন,

আর সেইদিন তাঁহার চরণ সেই জৈতুন পর্বতের উপরে দাঁড়াইবে, যাহা জেরুশালেমের সম্মুখে পূর্বদিকে অবস্থিত"...
(সখরিয়া ১৪ : ৩, ৪)

"পরমপ্রভু সমস্ত দেশের উপরে রাজা হইবেন ; সেই দিন পরমপ্রভু অদ্বিতীয় হইবেন এবং তাঁহার নামও অদ্বিতীয় হইবে।" (সখরিয় ১৪ : ৯)

সেখানে তিনি যারা ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে তাদের বিনাশ করবেন। মানুষ যা-ই বলুক বা চিন্তা করুক, ঈশ্বর কিন্তু তাঁর প্রতিশ্রুতিতেই অটল—তিনি ইস্রায়েলকে ভালোবাসেন এবং তার শত্রুদের হাত থেকে তিনি তাকে রক্ষা করবেনই। প্রতিশ্রুত দেশও তিনি দেবেন। ঈশ্বর সমস্ত মানুষকেই ভালোবাসেন, কিন্তু তিনি ঘৃণা করেন শয়তান, পাপ এবং গর্বকে যা শয়তান এবং মানুষের অন্তর জুড়ে বসে থাকে। যারা ঈশ্বরের বাক্যে কর্ণপাত করবে না; তাঁর ইচ্ছার অনুসারী হবে না ; যারা ইস্রায়েলীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে এবং তাদের বিতাড়ন করতে চাইবে, ঈশ্বরের ভয়াবহ ক্রোধ তাদের উপর নেমে আসবে। ঈশ্বর প্রেমময়, কিন্তু তাঁর সেই ভালোবাসা লাভ করা যায় শুধুমাত্র তাঁর পুত্র খ্রীষ্টের মাধ্যমেই। যীশুখ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে কেউ একই সঙ্গে ঈশ্বরের মনোনীত জাতি ইস্রায়েলকে ঘৃণা করতে পারে না।

শেষদিনে প্রত্যেককেই ইস্রায়েল সম্পর্কে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেই হবে। মধ্যপ্রাচ্যের জটিল অবস্থার জন্য আমাদের ব্যবসায় যখন মার খেয়েছে, তখন আমরা "ক্ষুদ্র-আকারে" তার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। ভবিষ্যতে আরো অনেক বৃহৎ আকারে আমরা তা দেখতে পাব।

যারা ঈস্রায়েলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে তারা ঈশ্বরেরই বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। "নারীরূপী ইস্রায়েল সন্তানদের" বিরুদ্ধে

নাগও যুদ্ধ করবে, তাদের লাঞ্ছিত করবে। প্রকাশিত বাক্যের ১২ : ১৭ পদে সেই কথাই লেখা আছে ঃ "নাগরাজ বেরিয়ে গেল যুদ্ধ করতে...যারা পরমেশ্বরের নির্দেশ পালন এবং যীশুর পক্ষে সাক্ষ্যদান করে।"

কিন্তু তারাও ঈশ্বরের মনোনীত জাতি, তাঁর নয়ন-তারা এবং তাঁর অধিকার। যারা যীশুকে তাদের মুক্তিদাতা এবং প্রভুরূপে বিশ্বাস করবে, তাদের উদ্ধারের জন্য তিনি সক্রিয় হয়ে উঠবেন। শয়তানের কাছ থেকে তারা প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হলেও ঈশ্বর তাদের অনন্তকালের জন্য উদ্ধার করবেন।

প্রকাশিত বাক্যে আমরা আরো দেখতে পাই, ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে দু'ধরনের মানুষ এসে দাঁড়াবে। অনন্তকাল ধরে তারা গান গাইবে এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করবে। তারা ইস্রায়েলের মনোনীত এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মানুষ। তাদের সঙ্গে আছে আর এক বিশাল বাহিনী ; তাদের সংখ্যা কেউ গণনা করতে পারে না। তারা ঈশ্বরের নামকে বিশ্বাস করেছিল এবং তাঁর বাক্যের বাধ্য হয়েছিল, জাতি-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে তারা সংগৃহীত হয়েছিল।

পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু

যিহিষ্কেল ৩৮ : ১২ বলা হয়েছে, ইস্রায়েল পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুতে বাস করে : "পৃথিবীর নাভিনিবাসী (কেন্দ্রবিন্দুতে) জাতির প্রতি হস্তবিস্তার করো।"

পুরাতন নিয়মে লিখিত আছে, ইস্রায়েলের শত্রু গোগের মনোবাসনাকে ঈশ্বর নিজেই প্রকাশ করবেন ;

"প্রভু পরমপ্রভু এই কথা কহেন, সেইদিন নানা বিষয় তোমার মনে পড়িবে, এবং তুমি অনিষ্টের সংকল্প করিবে। তুমি কহিবে, আমি সেই অপ্রাচীর গ্রামময় দেশের বিরুদ্ধে যাত্রা করিব,

আমি সেই শক্তিযুক্ত লোকদের কাছে যাইব, তাহারা নির্ভয়ে বাস করিতেছে ; তাহারা সকলে প্রাচীরহীন স্থানে বাস করিতেছে; এবং তাহাদের অর্গল কি কবাট নাই। তোমার অভিপ্রায় এই যে, লুঠ কর ও দ্রব্য গ্রহণ কর, পূর্বে উৎসন্ন সেই বসতিস্থান সকলের প্রতি এবং জাতিগণের মধ্য হইতে সংগৃহীত, আর পশু ও ধনপ্রাপ্ত এবং পৃথিবীর নাভিনিবাসী জাতির প্রতি হস্ত বিস্তার কর।" (যিহিষ্কেল ৩৮ : ১০-১২)

পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু, নাভিস্বরূপ ইস্রায়েল একদিন এক বিশাল যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবে। সেখানে ঈশ্বর ও শয়তানের মধ্যে মহাযুদ্ধ শুরু হবে। সেই যুদ্ধে জয়ী হবেন ঈশ্বর। পৃথিবীর সমস্ত লোক দূরদর্শনের পর্দায় দেখতে পাবে, ঈশ্বর কীভাবে তাঁর প্রজাদের জন্য যুদ্ধ করছেন ; সমস্ত জগৎ স্বীকার করবে যে, ইস্রায়েলের ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের সাহায্য করেন।

"আমি আপনার মহত্ত্ব ও পবিত্রতা প্রকাশ করিব, বহুসংখ্যক জাতির সাক্ষাতে আপনার পরিচয় দিব ; তাহাতে তাহারা জানিবে যে, আমিই পরমপ্রভু।" (যিহিষ্কেল ৩৮ : ২৩)

আমাদের বাল্যকালে বয়স্করা বলতেন যে, মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাবলিকে মানুষ স্বচক্ষে দেখবে এবং আধ্যাত্মিকতার আলোকে তা আলোকিতও হবে। দূরদর্শনের কথা মানুষ তখনো জানত না। কিন্তু পৃথিবীর ঘটনাবলিকে এখন দূরদর্শনের পর্দায় প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়েছে।

পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুর চারপাশের বৃহৎ বৃত্তে যারা বাস করছে, তারা মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাবলিকে সম্যক উপলব্ধি করতে পারবে। সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, প্রভুই ঈশ্বর।

চতুর্দশ অধ্যায়

ঈশ্বরের ক্রোধের কারণ

আমরা একটু সারসংক্ষেপ করে দেখি ঃ

লুসিফার যখন ঈশ্বরের চেয়েও ক্ষমতাশালী হতে চাইল, তার সেই গর্বই তাকে ঈশ্বরের কাছ থেকে একেবারেই দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল। লুসিফারের কাছে স্বর্গের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

আদম এবং হবা যখন ঈশ্বরের আদেশ এবং ইচ্ছাকে মান্য করার চেয়ে শয়তানের কথাতেই মনোযোগ দিল, ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তারা ঈশ্বরের উদ্যান, এদন উদ্যান থেকে নির্বাসিত হল।

অব্রাহামের পৌত্র, ইসহাকের পুত্র এষৌ বহু বছর পরে তার জন্মাধিকারকে অবহেলা করল যা ছিল বিশেষ আশীর্বাদের আকর। এষৌ একপাত্র খাদ্যের বিনিময়ে তার জন্মাধিকার এবং সেই সঙ্গে ঈশ্বরের আশীর্বাদকে বিক্রি করতে চাইল। ফলে, এষৌ-এর গোষ্ঠীকে ঈশ্বর যে-আশীর্বাদ দান করতে চেয়েছিলেন তা দিলেন তারই যমজ ভাই যাকোবের গোষ্ঠীকে। অবাধ্যতার কারণে তার স্থান দখল করল আর একজন। যাকোব কনিষ্ঠ পুত্র হয়েও তার জীবনে ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং অনুগ্রহ লাভ করল। তাঁর এবং তার গোষ্ঠীর মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর নামকে মহিমান্বিত করবেন।

যাকোবের পুত্ররা তাদের পিতার মাধ্যমে ঈশ্বরের আশীর্বাদের অধিকারী হল। এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই সিদ্ধান্তকে ঈশ্বর পরিবর্তন করেননি।

ঈশ্বর পরিকল্পনা করেছিলেন যে, অব্রাহাম-ইসহাক-যাকোবের গোষ্ঠীতে যীশুখ্রীস্ট জন্মগ্রহণ করবেন ; পবিত্র আত্মা মরিয়মের

উপর অধিষ্ঠান করবেন এবং তার ফলে ঈশ্বরপুত্র যীশুখ্রীষ্টের মর্ত্যাবতরণ সম্ভব হয়ে উঠবে। (মরিয়ম এবং যোষেফের বংশপঞ্জি দেখুন—সারণি-৪)।

আমরা দেখতে পাই, খ্রীষ্টপূর্ব এবং খ্রীষ্টোত্তর—এই সুদীর্ঘ কাল ধরে সম্মান, ক্ষমতা ও মহিমার জন্য ঈশ্বর এবং শয়তানের মধ্যে যুদ্ধ হয়ে এসেছে। যীশুর জন্মমুহূর্ত থেকেই শয়তান যীশুকে দূর করে দেবার চেষ্টা করেছে ঃ যীশু যেন গল্‌গথায় তাঁর জীবন উৎসর্গ করে জগতের মুক্তিদাতা হয়ে উঠতে না পারেন।

আমাদের কালেও সেই সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু তার ধরন হয়েছে পরিবর্তিত—মানুষের কাছে ব্যাখ্যা না করলে তারা সেই ঘটনার অর্থোদ্ধার করতে পারবে না।

শয়তান এবং মৃত্যুকে পরাস্ত করে যীশু মৃতলোক থেকে উত্থিত হলেন এবং স্বর্গারোহণ করে আমাদের সাহায্যকারী, নির্দেশক, সান্ত্বনাদাতা এবং ক্ষমতারূপে পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়ে দিলেন ; তাঁরই সহায়তায় আমরা যেন শয়তানকে পদানত এবং খ্রীষ্টীয় জীবনযাপন করতে পারি।

শয়তানের আক্রমণধারা

মোহাম্মদের প্রচারিত ইসলাম ধর্ম যে খ্রীষ্টধর্ম বিরোধী, তার বহু প্রমাণ রয়েছে। ইস্‌হাক এবং ইশ্মায়েলের যুদ্ধই আজ ভিন্নতর আকারে দেখা দিয়েছে। নাগের চিহ্ন রয়েছে ইসলামে ঃ তারা ইস্রায়েল এবং খ্রীষ্টীয় রাজত্বকে দূর করতে চায়।

ইসলাম বলে থাকে যে তারা একেশ্বরবাদী। এ-কথার মাধ্যমে যেকোনা মানুষকেই অনায়াসে বিভ্রান্ত করা যায়। ইসলামের এই দাবির মধ্যে কতটা সত্য নিহিত আছে, সে সম্পর্কে এখন আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

ইসলামের শিক্ষা কী?

ল্যান্স লামব্রার্ট তাঁদের ইসলামের শিক্ষাকে খুব অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেছেন। তাঁর মতানুসারে, খ্রীষ্টই প্রতিশ্রুত মশীহ।

পবিত্র আত্মার সহায়তায় যীশু কুমারী মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যীশু ছিলেন নিষ্পাপ। বহু অলৌকিক কাজ সাধন করেছিলেন তিনি।

ইসলাম-বিশ্বাসীরা শিক্ষা দেয় যে, ইহুদিরা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু যীশু এতই নিষ্পাপ এবং পবিত্র ছিলেন যে, ঈশ্বর তাঁকে ক্রুশ-বেদিতলে সমর্পণ করতে চাননি। তাই হনোকের মতো তাঁকেও তিনি স্বর্গে তুলে নিয়েছিলেন।

মুসলমানরা শুভবার্তার মর্মবাণীকেই অস্বীকার করে থাকে। তারা স্বীকার করে না যে, সমস্ত মানুষের পাপ, অপরাধ এবং অপকর্মের জন্য যীশু গল্‌গথার ক্রুশে হত হয়েছিলেন এবং সমস্ত জগতের পাপ হরণ করেছিলেন। তারা মনে করে না যে, যীশুকৃত পরিত্রাণের মাধ্যমে ঈশ্বর এবং মানবজাতির মধ্যে আবার সেতুবন্ধন সম্ভব।

তারা আরো শিক্ষা দিয়ে থাকে যে, আমরা নবজন্ম লাভ করতে পারি না। কারণ যীশুখ্রীষ্ট মৃত্যুকে জয় করে মৃতলোক থেকে পুনরুত্থিত হতে পারেননি। তাদের লক্ষ্য, শয়তানের হাতে এমন কিছু মানুষকে তুলে দেওয়া যারা বিশ্বাস করবে, ঈশ্বর-পুত্র যীশুখ্রীষ্টকে বিশ্বাস করে কেউ পরিত্রাণ লাভ করতে পারে না।

মুসলমানরা কী বিশ্বাস করে?

মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর প্রথমে ইহুদিদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, কিন্তু পুরাতন নিয়মে বিধৃত ঈশ্বরের প্রকাশকে তারা বিকৃত করে তুলেছিল।

ঈশ্বর খ্রীশ্চানদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। ঈশ্বরের বাণীকে তারা আবার বিকৃত করে তুলল—একেই আমরা বলে থাকি 'নতুন নিয়ম'।

কিন্তু ঈশ্বর এরপর মোহাম্মদের সঙ্গে কথা বললেন। সেটাই ঈশ্বরের সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত প্রকাশ। এরই কাছে সবাইকে অবনত হতে হবে এবং বিশ্বাস করে সেই মতো জীবনযাপন করতে হবে। বাইবেল আজ পরিত্যক্ত। তাই বিশ্বাস করার মতো শুধু এখন কোরানই রয়েছে। কোরানই ঈশ্বরের শেষ এবং চরম ইচ্ছা ও প্রকাশ, এবং মোহাম্মদ ঈশ্বরের শেষ নবী।

তারা শিক্ষা দেয়, ইহুদি এবং খ্রীশ্চানরা কোরানকে ঈশ্বরের চূড়ান্ত বাণীরূপে যদি স্বীকার করে নেয়, তবেই তাদের অস্তিত্বের অধিকার দেওয়া হবে। স্বীকার না করলে তাদের মরতে হবে। যে-কোনো মুসলমান, যে এই রকম ইহুদি বা খ্রীষ্টবিশ্বাসীকে হত্যা করবে, সে তার মৃত্যুর পর সরাসরি বেহেস্তে চলে যাবে! মুসলমানদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল, সমস্ত দেশ এবং সমস্ত সরকারি প্রশাসনকে নিজের অধিকারে আনা ; কোরানকে সারা জগতের কাছে পথনির্দেশক করে তোলা ; সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে মুসলমানি শাসনব্যবস্থা কায়েম করা।

কোনো পরিস্থিতিতেই তারা ইহুদি বা খ্রীশ্চান রাষ্ট্রকে মেনে নিতে পারে না। ইহুদি এবং খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা সমস্ত ইসলামি ঈশতত্ত্বকে ধ্বংস করছে। তাই ইস্রায়েলী রাষ্ট্রকে বিনাশ করতেই হবে। মুসলমানরা ইস্রায়েলের সমস্ত অংশকে তাদের পদানত করবে, এবং জেরুশালেমকে করে তুলবে তাদের রাজধানী শহর। সেই কারণেই, রোমানরা ইহুদিদের মন্দির ধ্বংস করার আগে যে স্থানে সেটি অবস্থিত ছিল, ঠিক সেইখানেই তারা তাদের মসজিদ নির্মাণ করেছে।

ইসলাম আজ তাদের তেল দিয়ে সমস্ত জাতিকে "কিনে নিয়েছে"। সারা বিশ্বে তারা সেই তেল বিক্রি করে। এই শয়তানি শিক্ষার কাছে আমরা যেন কখনো মাথা নত না-করি—ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করুন। ঈশ্বরের জীবন্ত ও সত্য বাক্য অনুযায়ী, ইস্‌হাকের বংশধারাই পরিশেষে জয়লাভ করবে। যেসমস্ত মানুষ এবং জাতি তাদের আত্মাকে ইশ্মায়েলের বংশধর মুসলমানদের কাছে বিক্রি করে তারা সত্যই করুণার পাত্র। (মারিয়াস বার)

আমরা কী বিশ্বাস করব?

আজ অনেকেই জিজ্ঞাসা করে থাকে ঃ "ঈশ্বর পৃথিবীতে এত যে নোংরামি, এত যুদ্ধবিগ্রহ থাকতে দিয়েছেন, তা হলে তিনি কী করে সত্যিসত্যিই প্রেমময় হতে পারেন?"

ঈশ্বর প্রেমময়। তিনি সবার মঙ্গল কামনা করেন। কিন্তু মনোনয়ন আমাদের। মানুষ এবং সরকার যেখানে অশুভ শক্তিকে অনুসরণ করতে চায়, ঈশ্বর সেখানে তাঁর আশীর্বাদকে রোধ করেন। আমাদের প্রত্যেককেই পছন্দ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। শুধু যীশুর মধ্যেই আছে স্বাধীনতা এবং অনুগ্রহ। যারা যীশুকে বিশ্বাস করে ঈশ্বরের আশীর্বাদ তাদের ঘিরে থাকে। ঈশ্বরের হৃদয়ে প্রবেশের আর কোনো পথ নেই। যীশুই পথ, সত্য এবং জীবন।

১ তীমথি ২ অধ্যায় ৫, ৬ পদে বলা হয়েছে ঃ

"ঈশ্বর তো এক, এবং ঈশ্বর আর মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ একজন—তিনি হচ্ছেন মানুষ যীশুখ্রীষ্ট; সকল মানুষের মুক্তিপণ হিসাবে নিজেকে তিনি উৎসর্গ করেছিলেন..."

আমরা কাকে বিশ্বাস করব, প্রেরিতদের কার্যাবলির ৪ : ১২ পদে সে-কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ঃ

"অন্য কোনো নামেই কেউ পরিত্রাণ পাবে না, কারণ, এই বিশ্বে মানুষের মধ্যে এমন আর একটা নামও নেই যার বলে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারবো।"

যোহন ১৭ : ৩ পদে :

"তুমিই যে একমাত্র সত্যিকার ঈশ্বর সেটা জানা এবং যে যীশুখ্রীস্টকে তুমি পাঠিয়েছ তাঁকে জানাই হচ্ছে মানুষের অনন্ত জীবন লাভ।"

পঞ্চদশ অধ্যায়

ইস্রায়েলের অন্যান্য শত্রু

অবিসংবাদিতরূপে বলা যায় যে, ইস্রায়েলের ধ্বংসসাধন করাই ইসলামের মূল লক্ষ্য। অধিকাংশ লোকের কাছে এ কথাও পরিষ্কার যে, ইহুদিদের প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করাই সাম্যবাদের মূলনীতি। এই দুই শত্রু যৌথভাবে ইস্রায়েল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। পৃথিবীতে যদিও আমরা শান্তি আলোচনার কথা শুনি, তবুও এই দুই শত্রু অবিরত স্বাধীন রাষ্ট্র ইস্রায়েল এবং তার রাজধানী-শহর জেরুশালেমের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও যুদ্ধের পরিবেশ বজায় রেখেছে।

বর্তমানকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, খ্রীষ্টীয় রাজত্বের একটি দলও ইস্রায়েলের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, ইস্রায়েল সম্পর্কে শাস্ত্রে যে প্রতিশ্রুতিময় ভাবি সম্ভাবনার কথা লিখিত আছে, তা প্রকৃতপক্ষে মণ্ডলী, সম্প্রদায় এবং আত্মিক ইস্রায়েলের উদ্দেশে বলা হয়েছে। মানুষ মনে করে, ইহুদিরা যীশুকে হত্যা করে এবং তাদের পরিত্রাতারূপে তাঁকে স্বীকার না করে প্রত্যাখ্যান করেছিল বলে ঈশ্বরও ইস্রায়েলকে পরিত্যাগ করেছেন; যীশুখ্রীষ্টকে যারা জগতের ত্রাণকর্তা বলে স্বীকার করে, ঈশ্বর তাদের নতুন ইস্রায়েলে পরিণত করেছেন।

খ্রীষ্টীয় রাজত্বের ওই অংশ সবচেয়ে ক্ষতিকর শত্রু, সে-কথা ভেবে দেখার সময় এসেছে।

ঈশ্বর তাঁর অকৃত্রিম অনুগ্রহে মশীহরূপে যীশুকে গ্রহণ না করার অনুমতি ইস্রায়েলকে দিয়েছেন যাতে অইহুদিরাও পরিত্রাণ লাভ করার সুযোগ পেতে পারে। তাই ঈশ্বর ওইসব মানুষকে, ইস্রায়েলকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, এ কথা বিশ্বাস করার অধিকার

আমাদের নেই। তিনি ইস্রায়েলকে গভীরভাবে ভালোবাসেন। ঈশ্বরের বাক্য কখনো নিষ্ফল হবে না। অব্রাহাম, ইস্‌হাক এবং যাকোবকে তিনি যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা এখনো বলবৎ রয়েছে। রোমীয় ১১ অধ্যায়ে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ইস্রায়েলের অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট আলোচনা করা হয়েছে ঃ "ঈশ্বর কি তাঁর আপন জাতিকে বর্জন করেছেন? না, কক্ষনো না। আমি নিজে একজন ইস্রায়েলের মানুষ ; অব্রাহামের বংশধর আমি, বেঞ্জামিনের গোষ্ঠীতে আমার জন্ম। যাদের ঈশ্বর আগে থেকেই মনোনীত করেছিলেন তাঁর সেই আপন জাতির মানুষদের তিনি বর্জন করেননি" (১, ২ পদ)।

পৌল এই অধ্যায়ের সর্বত্র একটি সুরই অনুরণিত করেছেন যে, ঈশ্বর যে-ইস্রায়েল জাতিকে মনোনীত করেছিলেন, তাদের একটি বংশকে তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকার এবং তাঁর আরাধনা করার জন্য বাঁচিয়ে রাখবেন। এগারো পদে পৌল ব্যাখ্যা করেছেন, ঈশ্বর ইস্রায়েলকে পদস্খলনের কেন অনুমতি দিয়েছিলেন ঃ "তাদের অপরাধের ফলে অ-ইহুদিরা পরিত্রাণ লাভ করেছিল যাতে ইস্রায়েলের মনে ঈর্ষার উদ্রেক হয়।"

ইস্রায়েলের পদস্খলন যদি আমাদেরই পরিত্রাণের জন্য হয়ে থাকে, তা হলে তারা ঈশ্বরের কাছে ফিরে এলে তা আরো কত বেশি অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে!

আমরা ভাবতে পারি, বিশ্বাসের মাধ্যমে খ্রীষ্টের কাছে এসেছি বলে আমরা ইস্রায়েলের তুলনায় মহান। এই অধ্যায়ে পৌল আমাদের চিন্তাকে সংশোধন করে বলেছেন ঃ

> "কিন্তু সেই গাছের যদি কয়েকটি ডাল ভাগ হয়ে থাকে, এবং জলপাই গাছের একটি ডালকে, সেটি হচ্ছ তুমি, তাদের জায়গায় জোড়কলম করে এমনভাবে বসানো হয় যার ফলে

তুমি জলপাই গাছের রস ভোগ করার শরিক হয়ে ওঠ, তা হলে শাখাগুলির জন্যে তুমি গর্ব করো না। যদি তুমি গর্ব করো তা হলে মনে রেখো যে, মূলটি তোমার ওপরে নির্ভর করছে না, বরং মূলটিই তোমাকে ধারণ করে রয়েছে। তুমি বলবে, 'আমাকে জোড়-কলম করা হবে বলেই তো ডালগুলিকে ভেঙে ফেলা হয়েছিল।' সেকথা সত্যি। তারা অবিশ্বাসী ছিল বলেই ডালগুলিকে ভেঙে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু বিশ্বাসের জন্যেই তুমি অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ। সুতরাং দম্ভ করো না ; ভীত হয়ে থাকো।" (রোমীয় ১১ : ১৭-২০)

সমস্ত বাইবেলে ইহুদি জাতির ইতিহাস এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ঈশ্বর তাঁর আপন প্রজারূপে ইহুদি জাতিকে মনোনীত করেছেন। একই সময়ে ঈশ্বর ইহুদি জাতির মতো পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে একই চুক্তি এবং ভবিষ্যদ্বাণীকে উপভোগ করার সুযোগ দান করেছেন। তার একটাই শর্ত, এদন উদ্যানে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের যে-সম্পর্ক ছিল, তার মেলবন্ধনের জন্য যে-যীশু খ্রীষ্ট জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, আমাদের বিশ্বাস করতে হবে তাঁকে, ঈশ্বরের সেই বাক্যকে। কিন্তু ঈশ্বর ইহুদিদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ককে পরিবর্তন করেননি। তাঁর দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি পরিপূর্ণ না-হওয়া-পর্যন্ত তিনি কাজ করে চলবেন।

ইহুদিরা যীশুর ক্রুশীয়মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু অইহুদিদের ভূমিকাও কম ছিল না। সকলেই একই বিচারের অধীন। সবার জন্যই ঈশ্বরের একই রকম অনুগ্রহের প্রয়োজন।

ঈশ্বর ইস্রায়েলকে প্রত্যাখ্যান করেননি—আমাদের এই উপলব্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইস্রায়েল ছিন্নভিন্ন হয়ে সারা পৃথিবীতে ভিন্‌জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর প্রজাকে কখনো

প্রত্যাখ্যান করেননি। ইহুদিরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে; ঈশ্বর তাঁর বাক্যের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ থেকে তিনি আবার তাদের সংগ্রহ করবেন। এবং সেই অলৌকিক ঘটনাই আজ আমাদের চোখের সামনে ঘটছে। ঈশ্বর যে তাদের ভালোবাসেন এটাই তো তার অকাট্য প্রমাণ। ইহুদিরা আজও ঈশ্বরের মনোনীত জাতি, তার অন্যথা হবে না কখনো।

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, ঈশ্বরকে-ভালোবাসে-এমন অন্য জাতিকেও ঈশ্বর আশীর্বাদ করেন। তার কারণ, তিনি চান ইস্রায়েলের অন্তরে যেন ঈর্ষার উদ্রেক হয় এবং তারা যেন আবার তাঁর কাছে ফিরে আসে।

আমাদের প্রজন্মে ইস্রায়েলের বন্ধুর চেয়ে শত্রুর সংখ্যাই বেশি। খ্রীষ্টিয় রাজত্বের সময়ে ইস্রায়েলীরা তাদের প্রতি বহু অত্যাচার হতে দেখেছে, কিন্তু আজ তারা আশীর্বাদকে প্রত্যক্ষ করছে। খ্রীষ্টিয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অনেকেই রয়েছে যারা ইস্রায়েলকে ভালোবাসে। ইস্রায়েলের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য তারা সবরকমের চেষ্টা করে থাকে। ইহুদিরাও আজ এই ভালোবাসাকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। তাদের প্রতি খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের এই ঈশ্বর-প্রেমের প্রকাশ দেখে তারা আবার নতুন করে ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করতে শুরু করবে।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করি যে, খ্রীশ্চান নামধারী এক বৃহৎ জনগোষ্ঠী ঈশ্বরের প্রজা ইস্রায়েলকে পরিত্যাগ করেছে এবং ইস্রায়েলকে সাহায্য ও সমর্থন করার পরিবর্তে তাদের উপরে আরো বোঝা চাপিয়ে ভারগ্রস্ত করে তুলেছে।

আজ বহু ইহুদি সত্য-অনুসন্ধান করার জন্য বাইবেলের নতুন নিয়ম ও পুরাতন নিয়ম উভয় খণ্ডই কিনে থাকে। অনেকে যীশুখ্রীষ্টকে বিশ্বাসও করছে। সবাই সাহস করে তাদের বিশ্বাসকে

প্রকাশ্যে স্বীকার করতে পারে না, কিন্তু আমাদেরই মতো তারা যখন নবজন্ম লাভ করে যীশুকে তাদের মুক্তিদাতারূপে বিশ্বাস করে, সে-বিশ্বাসকে তারা তাদের অন্তরে সংগোপনে লালন করে। ঈশ্বর আমাদের সকলকে মুক্তিলাভের একই পদ্ধতি দিয়েছেন—খ্রীষ্টে বিশ্বাস এবং গল্‌গথার ঘটনা দ্বারা আমরা মুক্তিলাভ করি।

খ্রীষ্টের প্রতি অর্পিত বিশ্বাসের দ্বারা আমরা প্রকৃত জলপাই বৃক্ষের জোড়-কলমে পরিণত হলেও, এ-জন্য আমরা গর্ববোধ করবো না। ঈশ্বর আমাদের আবার ছেঁটে ফেলতে পারেন। রোমীয় পত্রের ১১ : ২৩, ২৪ পদে বলা হয়েছে ঃ

> "...অপরকেও জোড়-কলম করা হবে যদি তারা (ইহুদিরা) অবিশ্বাস নিয়ে বসে না থাকে ; কারণ তাদের আবার জোড়-কলম করার শক্তি ঈশ্বরের আছে। কারণ, যে জলপাই গাছটি স্বভাবতই বন্য তা থেকে ছেদিত হয়ে যদি তুমি রোপণ-করা একটি জলপাই গাছের সঙ্গে অস্বাভাবিকভাবে জোড়-কলম হয়ে থাক, তা হলে আসল গাছের ডাল হওয়ায় তারা আরো কত না স্বাভাবিকভাবে আবার আপন জলপাই গাছে জোড়-কলম হবে!"

শুধুমাত্র বিশ্বাসের গুণে আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও করুণা লাভ করেছি। অবিশ্বস্ততা ও গর্ব দেখে ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হন।

ঈশ্বর দুঃখিত নন!

ঈশ্বর ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করেন। বহুসংখ্যক অইহুদি যখন খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করে পরিত্রাণ লাভ করে, একটা পরিবর্তন সাধিত হয়। ইতিমধ্যেই আমরা এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে শুরু করেছি। এক সময় ঘটনাবলি এত দ্রুত ঘটতে থাকবে যে, ঘটনাধারা অনুসরণ করাই আমাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠবে। অইহুদিদের জন্য ঈশ্বরের করুণাধারা স্তিমিত হয়ে এলে, তিনি তাঁর প্রজা

ইস্রায়েলের মধ্যে সপরাক্রমে সক্রিয় হয়ে উঠবেন।

রোমীয় ১১ : ২২-২৯ পদে পৌল বলেছেন ঃ

"ভ্রাতৃগণ, তোমরা যাতে নিজেদের অহঙ্কারে মত্ত না হও সেইজন্য আমি চাই তোমরা এই রহস্যটি বোঝ ঃ ইস্রায়েলের একটি অংশের মন কঠিন হয়ে পড়েছে ; যতদিন না অইহুদিরা সবাই আসবে ততদিন তাদের মন সেই রকমই থাকবে এবং তারপরে ইস্রায়েল পরিত্রাণ পাবে—গ্রন্থে লেখা আছে ঃ সিয়োন থেকে উদ্ধারকর্তা আসবেন ; যাকোবের মধ্য থেকে অধার্মিকতাকে তিনি বিদূরিত করবেন, আর আমি যখন তাদের পাপ হরণ করবো তখন এইটি হবে তাদের সঙ্গে আমার সন্ধি। সুসমাচারের দিক থেকে তারা হচ্ছে ঈশ্বরের শত্রু ; কিন্তু মনোনয়নের দিক থেকে পিতৃপুরুষদের গুণে তারা ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র। কারণ, ঈশ্বরের অনুগ্রহের দান এবং আহ্বান অপরিবর্তনীয়।"

ঈশ্বর দয়াবান। আমরা অবাধ্য এবং অভিশপ্ত হলেও ঈশ্বর তাঁর করুণার গুণে আমাদের উদ্ধার করেছেন। একইভাবে তিনি ইস্রায়েলের প্রতিও করুণা প্রদর্শন করবেন ঃ

"ঠিক যেমন তোমরা একদিন ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্য ছিলে, কিন্তু এখন তাদের অবাধ্যতার জন্য তোমরা অনুগ্রহ লাভ করেছ, সেইরকম তোমাদের ওপরে দয়া দেখানোর ফলে তারাও (ইহুদিরা) যাতে দয়া লাভ করে সেইজন্য তারা এখন অবাধ্য হয়েছে।" (রোমীয় ১১ : ৩০, ৩১)

ঈশ্বর দেখলেন, মানুষের প্রাপ্য অনুসারে যদি পরিণতি হয় তা হলে কেউই পরিত্রাণ লাভ করতে পারবে না। তাই ঈশ্বর সিদ্ধান্ত নিলেন সমস্ত মানুষ যেন বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহ ও পরিত্রাণের অনুসন্ধান করে ঃ

"সকলের ওপরে যাতে তিনি দয়া দেখাতে পারেন সেইজন্যে ঈশ্বর সকলকে অবাধ্যতায় সমর্পণ করেছেন। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা আর জ্ঞান কত গভীর! তাঁর বিচারবুদ্ধি কতই না অচিন্ত্যনীয়! তাঁর আচার আচরণ কতই না দুর্জ্ঞেয়!

(রোমীয় ১১ : ৩২ : ৩৩)

এইভাবে, অবশেষ থাকবেন এক মেষপালক ও একটি মেষপাল।

ইস্রায়েলের জনগণের প্রতি আমরা যেন কখনো অবজ্ঞাসূচক উক্তি না করি। ঈশ্বরের প্রজাদের তত্ত্বাবধানের জন্য ন্যায়বিচারক ঈশ্বরেরই হাতে তাদের সমর্পণ করুন।

ইহুদিদের বর্তমান আচরণের কতগুলি কারণ আছে ঃ

প্রথমতঃ, তাদের নিজেদের রক্ষা করতে হবে। তাদের অধিকৃত ক্ষুদ্র দেশটিকে তারা যদি রক্ষা না করে, তবে বৃহৎ আরব জাতিপুঞ্জ তাদের এবং তাদের দেশটিকে ধ্বংস করে দেবে।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ইহুদিরা খ্রীশ্চান নয়। বিধানের অন্যান্য আজ্ঞাগুলিকে যে-ভালোবাসা পরিপূর্ণতা দান করে, সেই ভালোবাসা সম্পর্কে যীশু কী বলেছিলেন, ইহুদিরা তা জানে না। মোশির বিধান অনুসারে তারা জীবনযাপন করে। ভালোবাসার খ্রীষ্টিয় নীতিগুলিকে তারা যাতে দেখতে না পায়, সেজন্য তাদের চোখকে অন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাদের প্রাচীন অনুজ্ঞায় বলা হয়েছে, "চোখের বদলে চোখ, এবং দাঁতের বদলে দাঁত।"

লক্ষ্য করুন, ইস্রায়েল যখন ভীতিপ্রদর্শিত বা আক্রান্ত হয় শুধু তখনি তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ইহুদিরা আক্রান্ত না হয়ে আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেছে, এমন কথা আমরা শুনতে পাই না। কিন্তু তাদের ভীতি প্রদর্শন করলে, কোনো রকম

দ্বিধা না করেই তারা তার সমুচিত জবাব দেয়।

১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে আমরা একবার ইস্রায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সঙ্গে নৈশভোজে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। সেইসময় তিনি বলেছিলেন যে, বাইরের সাহায্য ছাড়াই ইস্রায়েল এখন একটা যুদ্ধ জয় করার মতো যথেষ্ট শক্তি রাখে। তিনি বলেছিলেন ঃ "আমরা পাশ্চাত্যের উপর যেমন নির্ভরশীল নই, তেমনই প্রাচ্য সম্পর্কেও আমরা শঙ্কিত নই। আমাদের নিজেদের যা অস্ত্র আছে, তা দিয়েই আমরা একটা যুদ্ধ জয় করতে পারি। অব্রাহাম, ইস্‌হাক এবং যাকোবের ঈশ্বর আমাদের যে-দেশ দিয়েছেন, তা আমরা রক্ষা করবো। তার জন্য আমরা লড়াই করবে। ইহুদিদের জন্য জেরুশালেমকে ফিরে পাবার জন্য চল্লিশ বছর ধরে আমি যুদ্ধ করে চলেছি। এখন, আমাদের রাজধানী শহরকে যখন আমরা ফিরে পেয়েছি, তাকে আমরা আর হাতছাড়া করবো না।"

ইহুদিরা বিশ্বাস করে যে, তাদের যে-মশীহ হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন, তিনি একজন সাধারণ মানুষ—ইস্রায়েলের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বিশেষভাবে সজ্জিত।

এখনো পর্যন্ত তারা বিশ্বাস করে না যে, মশীহ ঈশ্বরের পুত্র এবং তাদের শত্রুদের নিধন করার জন্য তিনি আবির্ভূত হবেন। কিন্তু যখন তারা তাঁকে প্রত্যক্ষ করবে, তারা নির্দ্বিধায় তাঁর সেবা করবে এবং তাঁর অনুসারী হবে। ঈশ্বরের নয়ন-তারাদের পক্ষে সেদিনটা হবে এক বিজয়ের দিন!

পুরাতন নিয়ম

পুরাতন নিয়মে ইস্রায়েলের জনগণকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, এক বিশেষ উপায়ে তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদের

অভিজ্ঞতা লাভ করবে। তাদের বিদ্রোহী মনোভাব ও অবাধ্যতার জন্য ঈশ্বর তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এক নিষ্ঠুর শাস্তির দণ্ডাদেশ লাভ করেছিল তারা। পুরাতন নিয়মের পরবর্তী অর্ধাংশে দেখি, সমস্ত ভবিষ্যবাদীই ইস্রায়েল-সন্তানদের উপর ঈশ্বরের ক্রোধের কথা বলেছেন। কিন্তু ভবিষ্যবাদীরা ক্রোধ সম্বলিত ভবিষ্যদ্বাণী করতে গিয়ে এ কথাও বলেছেন যে, ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের প্রতি তাঁর অন্তরকে কোমল করবেন ; তিনি তাদের মার্জনা করবেন। ঈশ্বর তাদের কাছে এক ভবিষ্যবাদী এবং মুক্তিদাতা, সেই মশীহকে প্রেরণ করবেন। তিনি তাদের সকল সমস্যা থেকে উদ্ধার করবেন।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

ঈশ্বর নম্রতমদের মনোনীত করেন

ঈশ্বর এইরকম একটি ক্ষুদ্র দেশকে মনোনীত করবেন এবং তার দিকে এত মনোযোগ দেবেন—এ কথা ভাবলে আমরা অবাক হয়ে যাই।

কিন্তু বাইবেল অধ্যয়ন করার পর আমরা আবিষ্কার করি, ইস্রায়েলের ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর সমগ্র বিশ্বকে দেখাতে চান যে, তিনি আমাদের সকলকেই ভালোবাসেন। ইস্রায়েলের ইতিহাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের বাক্য আমাদের বলে, ঈশ্বর আমাদের বার বার জানাতে চান যে, তিনিই প্রভু। ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহ এবং ভালোবাসাকে লোকের চোখের সামনে তুলে ধরার জন্য ক্ষুদ্রতম ও হীনতমকে বেছে নিয়েছেন। এ আপনার-আমার কাছেও সহায়ক হয়ে উঠতে পারে। প্রিয় পাঠক! ঈশ্বর আপনাকে জানাতে চান, তিনি আপনাকে কত ভালোবাসেন। এমন-কী, এই পৃথিবীতে আপনি নিজেকে হীনতম ভাবলেও, ঈশ্বর আপনাকে তাঁর পরিমাপ পর্যন্ত উন্নীত করতে চান।

ইস্রায়েলের জনগণ ঈশ্বরকে এত বেশি নিরাশ করেছে যে, বহু পূর্বেই তারা পরিত্যক্ত হতে পারতো। কিন্তু ঈশ্বর তাদের সাহায্য ও নিস্তার করেই চলেছেন। ইস্রায়েল আমাদের অস্বস্তির মধ্যে ফেলতে পারে এবং সবিস্ময়ে চিন্তা করতে পারি, এই রকম এক বিদ্রোহী, অবাধ্য জাতিকে ঈশ্বর কেন মনোনীত করেছেন! কিন্তু ঈশ্বর বলেন, "এই জাতিকে আমি এত গভীরভাবে ভালোবাসি যে, জগতের মধ্যে তাদের শ্রেষ্ঠ আসন দান করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সবকিছুই আমি করবো।" একইভাবে তিনি বলেন,

"সমস্ত মানবজাতির প্রতি আমার ভালোবাসা এত সুগভীর যে, তাদেরই জন্য আমি নিজেকে উৎসর্গ করি—আমার বাক্যে যে বিশ্বাস করবে, সে যেন মুক্তি লাভ করতে পারে।"

ঈশ্বর ইস্রায়েলের প্রতি কেন মনোযোগী হয়েছিলেন এবং কেন তিনি তাদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন—সে বিষয়ে পুরাতন নিয়মে একটি বিশেষ অংশ আছে ;

"তোমার জন্মের বৃত্তান্ত এই : তুমি যেদিন জন্মিয়াছিলে, তোমার নাড়ী কাটা হয় নাই, এবং তোমাকে পরিচ্ছন্ন করিবার জন্য জলে স্নান করান হয় নাই, তুমি আদৌ লবণাক্ত বা পাটিতে বেষ্টিত হও নাই। তোমার প্রতি কেহ স্নেহদৃষ্টি করিয়া কৃপা সহকারে ইহার কোন কার্য করে নাই, কিন্তু তুমি জন্মদিনে আপন স্বাভাবিক ঘৃণার্হ অবস্থাতে মাঠে নিক্ষিপ্তা হইয়াছিলে। আর আমি তোমার নিকট দিয়া গমন করিয়া তোমাকে তোমার রক্তমধ্যে ছট্‌ফট্ করিতে দেখিলাম এবং তোমাকে কহিলাম, 'তুমি নিজ রক্তে লিপ্তা হইলেও জীবিতা হও', হাঁ, তোমাকে কহিলাম, 'তুমি নিজ রক্তে লিপ্তা হইলেও জীবিতা হও।' আমি তোমাকে ক্ষেত্রস্থ উদ্ভিজ্জের ন্যায় অতিশয় বাড়াইলাম, তাহাতে তুমি বৃদ্ধি পাইয়া বড় হইয়া উঠিলে, পরম শোভাপ্রাপ্তা হইলে..." (যিহিষ্কেল ১৬ : ৪-৭)

("...তুমি যখন রক্তের মধ্যে পতিত ছিলে, তোমাকে আমি বলেছিলাম, তুমি জীবিত হবে এবং প্রান্তরের বৃক্ষের মতো বৃদ্ধিলাভ করবে"—ডেনিশ থেকে অনুবাদ)

এই অংশ থেকে দেখতে পাচ্ছি, যে-দেশ ক্ষুদ্র, পরিত্যক্ত, যার কথা কেউ চিন্তাও করে না, ঈশ্বর তারই প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন। এই বাক্য আপনাকে এ কথাও বলে যে, আপনি যদি কখনো নিজেকে অবাঞ্ছিত বলে অনুভব করেন, যদি কখনো ভাবেন

যে, আপনার জন্য কারো কোনো মাথাব্যথা নেই, তাই আপনার জন্ম না হলেই ভালো ছিল, তা হলে জানবেন, ঈশ্বর আপনাকে ভালোবাসেন। তিনি বলেন ঃ "আমি তোমার পাশে আছি। আমি স্থির করেছি, তুমি জীবিত থাকবে, বৃদ্ধি পাবে এবং পরম শোভা লাভ করবে।"

ওই একই বর্ণনাংশে আরো বলা হয়েছে যে, ইস্রায়েল বৃদ্ধি-লাভ করলো এবং সমস্ত রকমের বিচ্যুতি এবং ব্যর্থতা সত্ত্বেও ঈশ্বরের অনুগ্রহের আস্বাদ পেল। ঈশ্বর তাঁর মনোনীত জাতির মধ্যে ক্রিয়াশীল রইলেন। তিনি তাদের উদ্ধার করলেন, নিষ্কৃতি দিলেন এবং নিখুঁত করে তুললেন।

সাত থেকে দশ পদে ঈশ্বরের ভালোবাসার এক সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে ঃ

> "আমি তোমাকে ক্ষেত্রস্থ উদ্ভিজ্জের ন্যায় অতিশয় বাড়াইলাম, তাহাতে তুমি বৃদ্ধি পাইয়া বড় হইয়া উঠিলে, পরম শোভাপ্রাপ্ত হইলে, তোমার স্তনযুগল পীন ও কেশ দীর্ঘ হইল ; কিন্তু তুমি বিবস্ত্রা ও উলঙ্গিনী ছিলে।
>
> তখন আমি তোমার নিকট দিয়া গমন করিয়া তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম, দেখ, তোমার সময় প্রেমের সময়, এইজন্য আমি তোমার উপরে আপন বস্ত্র বিস্তার করিয়া তোমার উলঙ্গতা আচ্ছাদন করিলাম ; এবং আমি শপথ করিয়া তোমার সহিত নিয়ম স্থির করিলাম, ইহা প্রভু পরমপ্রভু কহেন, তাহাতে তুমি আমার হইলে। পরে আমি তোমাকে জলে স্নান করাইলাম, তোমার গাত্র হইতে সমস্ত রক্ত ধৌত করিলাম, আর তৈল মর্দন করিলাম।"

ঈশ্বর এইভাবেই কাজ করেন! তিনি তুচ্ছাতিতুচ্ছ জিনিসকেই বেছে নেন তাঁর ভালোবাসা, অসীম শক্তি এবং সামর্থ্য প্রদর্শনের

জন্য। ইস্রায়েলের সঙ্গে তিনি এক চুক্তি করেছিলেন। সেই চুক্তি তিনি বাতিল করবেন না। সারা বিশ্ব এই ক্ষুদ্র জাতির বিপক্ষাচরণ এবং তাকে পদদলিত করার চেষ্টা করলেও ঈশ্বর তাঁর প্রিঃ দেশ, তাঁর নয়ন-তারার জন্য এখনো সংগ্রাম করে চলেছেন। আদমের সময় থেকে যুগ যুগ ধরে তিনি এরই জন্য লড়াই করে এসেছেন। পিতা যেমন সন্তানকে শাস্তি দেন, তিনিও তেমনই তাঁর প্রিয় সন্তানদের আঘাত দিয়েছেন, ভর্ৎসনা এবং লালনপালন করেছেন। তিনি বার বার তাদের উদ্ধার করেছেন, এবং তাদের ক্ষতস্থান বেঁধে দিয়ে নিরাময় করেছেন।

দশ পদে বলা হয়েছে, ঈশ্বর কীভাবে ঈস্রায়েলকে বস্ত্রে ও অলংকারে শোভিত করেছিলেন। ইস্রায়েল তার সৌন্দর্যের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করলো। কিন্তু সে প্রভুর পরিত্রাণ ও ভালোবাসাকে পরিত্যাগ করলো ; প্রভুর উপর নির্ভরতার পরিবর্তে সে আপন সৌন্দর্য এবং চতুরতার উপর নির্ভর করলো। তা সত্ত্বেও ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের উপর বার বার করুণা প্রদর্শন করেছেন। তিনি তাদের বাছাই করেছেন। সমস্ত পৃথিবীতে তাঁর সাক্ষীরূপে তাদের ব্যবহার করতে তাদের জন্য যে-উদ্দেশ্য স্থির করে রেখেছেন, তা পালন করবেন। ইস্রায়েলের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা—আমরা যে সবাই তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করবো, এই তারই চিহ্ন। আমাদের জীবনে তাঁর ইচ্ছাকে রূপায়িত হয়ে উঠতে দিন।

ঈশ্বর ইস্রায়েলকে তাঁর বধূরূপে এবং সমস্ত জাতির মধ্য থেকে একটি জাতিকে বধূরূপে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন, যে তাঁর পুত্র যীশুখ্রীষ্টের বধূ হবে। কিছু কিছু খ্রীষ্টবিশ্বাসী আজ বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর ইস্রায়েলকে বর্জন করেছেন এবং তার পরিবর্তে মণ্ডলীকেই তাঁর একমাত্র বধূরূপে মনোনীত করেছেন। কিন্তু তাঁর মহানুগ্রহে আমরা, অইহুদিরা, ইহুদিদের মতোই একই ভালোবাসার

ছায়ায় আসবার অনুমতি লাভ করেছি, যেন সেখানে থাকে শুধু একটি মেষপাল এবং একজন পালক। ঈশ্বর প্রথমে ইহুদিদের, পরে অইহুদিদের ভালোবেসেছেন।

যিহিষ্কেল পুস্তকের ষোলো অধ্যায়ের ষাট এবং বাষট্টি থেকে তেষট্টি পদে বলা হয়েছে ঃ

"তোমার যৌবনকালে তোমার সহিত আমার যে নিয়ম ছিল, তাহা আমি স্মরণ করিব, এবং তোমার পক্ষে চিরস্থায়ী এক নিয়ম স্থির করিব।...বাস্তবিক আমিই তোমার সহিত আপন নিয়ম স্থির করিব ; তাহাতে তুমি জানিবে যে, আমিই পরমপ্রভু; অভিপ্রায় এই, আমি যখন তোমার ক্রিয়া সকল মার্জনা করিব, তখন তুমি যেন স্মরণ করিয়া লজ্জিতা হও, ও নিজ অপমান প্রযুক্ত আর কখনো মুখ না খুল, ইহা প্রভু পরমপ্রভু বলেন।"

ঈশ্বর তাঁর প্রেম প্রদর্শনের জন্য ইস্রায়েলের সমস্ত মন্দতাকে মার্জনা করবেন। যে সমস্ত অইহুদি তাঁর মার্জনাকে স্বীকার করবে তিনি তাদেরও ক্ষমা করবেন।

"হে ইস্রায়েল-কুল, তোমরা কেন মরিবে? কারণ যে মরে তাহার মরণে আমার কিছু সন্তোষ নাই, ইহা প্রভুর পরমপ্রভু বলেন। অতএব, তোমরা মন ফিরাইয়া বাঁচ।"

(যিহিষ্কেল ১৮ ; ৩১, ৩২)

যুদ্ধ ও নিগ্রহের সময় ইস্রায়েল জনগোষ্ঠীর এক বৃহদংশ নিহত হয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বর সর্বদা ইস্রায়েলের অবশিষ্ট মানুষকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন। জাতি হিসাবে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, এ তিনি চাননি। অইহুদিদের বৃহত্তর অংশের সঙ্গে ঈশ্বরের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। কিন্তু সমস্ত জাতি, কুল এবং ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের মধ্যেও একটা অবশিষ্ট অংশ থাকবে যারা ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসবে। এবং তিনি তাদের উদ্ধার করবেন।

ইস্রায়েল ছড়িয়ে পড়ল

৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইস্রায়েল পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। জেরুশালেম অইহুদিদের শহরে পরিণত হয়েছিল। জেরুশালেমকে দেখে যীশু ক্রন্দন করেছিলেন। কারণ তিনি একে একত্র করতে এবং তাঁর জীবনের মাধ্যমে, ঈশ্বরের শক্তিশালী সাম্যের দ্বারা একে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যীশু জানতেন, জেরুশালেম তা পারবে না। তারা যীশুর বাক্যে কর্ণপাত করবে না। তারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করবে। তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। ঈশ্বরের ভয়ংকর শাস্তি ইহুদি জনগণকে আঘাত করেছিল। সময়ের প্রবাহে ইহুদিদের শত্রুবাহিনী ঈশ্বরের শাস্তিকে তীব্রতর করেছে। সর্বত্র, ইহুদিরা যেখানেই বসবাসের জন্য গেছে, সেখানেই তারা লাঞ্ছনা ভোগ করেছে, মৃত্যুমুখে নিক্ষিপ্ত হয়েছে ; তারা পরিত্যক্ত এবং অপমানিত হয়েছে। ঈশ্বরের অভিপ্রায় নয় যে, তারা দুর্ব্যবহারের শিকার হয়। যে-ঘাতকরা ইস্রায়েলের উপর ঈশ্বরের শাস্তিকে নামিয়ে এনেছিল, তারা ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হবে। বিচার করার এবং শাস্তিদানের ক্ষমতা কেবল ঈশ্বরেরই আছে।

ইস্রায়েলের জমায়েত

বছরের পর বছর ধরে ইহুদি এবং অইহুদিরা পুরাতন নিয়মে পাঠ করে এসেছে যে, ঈশ্বর সদয় হয়ে ইহুদিদের আবার তাদের নিজস্ব ভূ-খণ্ডে ফিরিয়ে আনবেন এবং জেরুশালেমকে রাজধানী শহর রূপে আবার তাদের হাতে সমর্পণ করবেন। শত শত বছর ধরে এ কাজকে অসম্ভব বলেই মনে হয়েছে। ইহুদিরা ছাড়া এ কথা আর কেউ বিশ্বাসও করেনি। ইহুদিরা একত্রে মিলিত হলেই তাদের বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করেছে। তারা পরস্পরকে সম্ভাষণ জানিয়ে বলেছেঃ "পরের বছর আমরা জেরুশালেমে মিলিত হব।"

মানবিকভাবে দেখতে গেলে, ইহুদিদের পক্ষে কোনোদিন তাদের দেশ ফিরে পাওয়া অসম্ভব ছিল। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে সবকিছুই সম্ভবপর। আমাদেরই চোখের সামনে সেই অলৌকিক ঘটনাকে সংঘটিত হতে দেখেছি। আমরা তারই সাক্ষী। ইস্রায়েল তাদের দেশকে আবার ফিরে পেয়েছে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইস্রায়েল এক স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হয়েছে।

ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে ইস্রায়েল জাতি কোনো একদিন জন্মলাভ করেছিল। ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি মতো তারা জেরুশালেমকে তাদের রাজধানী শহর রূপে ফিরে পেয়েছে। এ সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের দেখিয়েছেন যে, তিনিই প্রভু। এ সমস্ত আমাদের দেখানোর কারণ হল, আমরা যেন অনুতপ্ত হয়ে তাঁর কাছে ফিরে আসি!

> "প্রভু পরমপ্রভু এই কথা কহেন, আমার পবিত্র পর্বতে, ইস্রায়েলের উচ্চতার পর্বতে, ইস্রায়েলের সমস্ত কুল, তাহারা সকলেই, দেশমধ্যে আমার সেবা করিবে ; সেই স্থানে আমি তাহাদিগকে গ্রাহ্য করিব, সেই স্থানে তোমাদের সমস্ত পবিত্র বস্তুর সহিত তোমাদের উপহার ও তোমাদের নৈবেদ্যর অগ্রিমাংশ চাহিব। যখন জাতিগণের মধ্য হইতে তোমাদিগকে আনিব, এবং যেসকল দেশে তোমরা ছিন্নভিন্ন হইয়া রহিয়াছ, সেই সকল দেশ হইতে তোমাদিগকে একত্র করিব, তখন আমি সৌরভার্থক দ্রব্যের ন্যায় তোমাদিগকে গ্রাহ্য করিব ; আর তোমাদের দ্বারা জাতিগণের সাক্ষাতে পবিত্র বলিয়া মান্য হইব। আর আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদিগকে যে দেশ দিব বলিয়া হস্ত উত্তোলন করিয়াছিলাম, সেই ইস্রায়েল-দেশে যখন তোমাদিগকে আনিব, তখন তোমরা জানিবে যে, আমিই পরমপ্রভু।"
>
> (যিহিষ্কেল ২০ : ৪০-৪২)

সপ্তদশ অধ্যায়

ঈশ্বরের ভালোবাসা অপরিবর্তনীয়

কেউ যদি মনে করে, ইস্রায়েলের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা এবং তাঁর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির পরিবর্তন ঘটেছে, তা হলে পুরাতন নিয়মের সেইসব প্রতিশ্রুতি আজ বাস্তবায়িত হয়ে উঠতে দেখলে তাদের সমস্ত সন্দেহের নিরসন হয়।

> "প্রভু সিয়োনকে সান্ত্বনা করিয়াছেন, তিনি তাহার সমস্ত উৎসন্ন স্থানকে সান্ত্বনা করিয়াছেন এবং তাহার প্রান্তরকে এদনের ন্যায় ও তাহার শুষ্ক ভূমিকে প্রভুর উদ্যানের ন্যায় করিয়াছেন ; তাহার মধ্যে আমোদ ও আনন্দ, স্তবগান ও সঙ্গীতের ধ্বনি পাওয়া যাইবে।"
>
> (যিশাইয় ৫১ : ৩)

আগে যে-ভূমি ছিল মরুভূমির মতো, ইহুদিরা নিজভূমে ফিরে আসার পর তা পুষ্পিত হয়ে উঠলো। যে-আরবরা বহু শতাব্দ ধরে এখানে বসবাস করেছিল, তারা এই ক্ষুদ্র দেশটির উন্নতির জন্য কিছুই করেনি। তাই এই দেশকে ফিরে পাবার জন্য নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করার মতো মানসিকতাও তাদের নেই। কিন্তু ঈশ্বর ইহুদিদের যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা আজ রূপায়িত হয়ে উঠছে। যে-মুহূর্তে তারা ইস্রায়েলের মাটিতে পা রেখেছে এবং দক্ষতার সঙ্গে ভূমি চাষ করতে শুরু করেছে, তখন থেকেই ঈশ্বর তাদের সমৃদ্ধি দিয়ে চলেছেন। মরুভূমি আজ এদন উদ্যানে পরিণত হয়েছে। ইস্রায়েল ফলসম্ভারে গরিয়সী হয়ে উঠেছে ; তার ফল সারা পৃথিবীতে সর্বোৎকৃষ্ট বলে পরিচিতি লাভ করেছে।

"কারণ প্রভু যাকোবের প্রতি করুণা করিবেন, ইস্রায়েলকে পুনর্বার মনোনীত করিবেন, এবং তাহাদের দেশে তাহাদিগকে বসাইয়া দিবেন ; তাহাতে বিদেশী লোক তাহাদিগেতে আসক্ত হইবে, তাহারা যাকোবের কুলের সহিত সংযুক্ত হইবে।"

(যিশাইয় ১৪ : ১)

৩ পদে বলা হয়েছে ঃ

"যেদিন প্রভু তোমাকে দুঃখ ও উদ্বেগ হইতে, এবং যে কঠোর দাসত্বে তুমি বদ্ধ ছিলে, তাহা হইতে বিশ্রাম দিবেন..."

ঈশ্বর পরিস্থিতির এবং আজ আমাদের চোখের সামনেই ইস্রায়েলের হৃদয়ের পরিবর্তন করেছেন।

"...আমি নিজ ক্রোধ, কোপ ও প্রচণ্ড রোষে তাহাদিগকে যেসকল দেশে ছিন্নভিন্ন করিয়াছি, সেই সকল দেশ হইতে তাহাদিগকে সংগ্রহ করিব, এবং পুনর্বার এইস্থানে আনিব ও নির্ভয়ে বাস করাইব। তাহারা আমার প্রজা হইবে, এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব। আর আমি তাহাদের ও তাহাদের পরে তাহাদের সন্তানদের মঙ্গলের নিমিত্ত তাহাদিগকে এক চিত্ত ও এক পথ দিব, যেন তাহারা চিরকাল আমাকে ভয় করে। আমি তাহাদের সহিত এই নিত্যস্থায়ী নিয়ম স্থির করিব যে, তাহাদের প্রতি কখনো বিমুখ হইব না, তাহাদের মঙ্গল করিব, এবং তাহারা যেন পরিত্যাগ না করে, এইজন্য আমার প্রতি ভয় তাহাদের অন্তঃকরণে স্থাপন করিব।"

(যিরমিয় ৩২ : ৩৭-৪০)

পুরাতন নিয়মের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ইস্রায়েলের জন্য বহু প্রতিশ্রুতি এবং উৎসাহজনক বাক্য ছড়িয়ে রয়েছে।

মরুভূমি জলসিক্ত উদ্যানে পরিণত হয়েছে।

পৃথিবীর সমস্ত দেশ থেকেই তাদের সাহায্যের জন্য বহু মানুষ এগিয়ে এসেছে। ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি মতোই ইস্রায়েল নিরাপত্তাময় জীবনযাপন করেছে। সমস্ত যুদ্ধেই ঈশ্বর তাদের রক্ষা করেছেন এবং অলৌকিকভাবে তাদের উদ্ধার করেছেন। আগামী দিনে তাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা আরো দৃঢ় হবে। তাদের মাধ্যমেই তিনি তাঁর নামকে মহিমান্বিত করবেন। ইস্রায়েলের সকল শত্রুকে তিনি বিনাশ করবেন। ঈশ্বর জেরুশালেমকে ভালোবাসেন!

অষ্টাদশ অধ্যায়

জেরুশালেম কার অধিকারভুক্ত?

আজকের দিনের এটাই সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন। সংবাদমাধ্যমগুলি প্রায়ই প্রচার করে থাকে যে, ইস্রায়েল অন্যায়ভাবে জেরুশালেমকে আরবদের হাতে তুলে দিচ্ছে না। এক সময় ইস্রায়েল যখন জেরুশালেমকে তাদের রাজধানী শহর রূপে ফেরত পেয়েছিল, অন্যান্য দেশগুলি তাদের দূতাবাস জেরুশালেম থেকে তেল আবিবে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তারা মনে করেছিল, জেরুশালেমের সবটুকু অংশ ভোগ করার ইস্রায়েলের কোনো ন্যায়সঙ্গত অধিকার নেই। তারা আরবদের পক্ষ অবলম্বন করতে চেয়েছিল।

সত্য

ডঃ উল্লা জারভিলহেটো এক সময় ফিনিশ পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। তিনি একটি পুস্তিকায় সিয়োনবাদ এবং তার বাইবেলসম্মত ভিত্তি সম্পর্কে লিখেছিলেন ঃ প্রতিশ্রুত দেশকে অধিকার করার পশ্চাতে ইস্রায়েলের কি বাইবেলসম্মত কোনো যাথার্থ্য আছে? এর মধ্যে কি ঐতিহাসিক কোনো সত্য আছে? হ্যাঁ, আছে।

"আরবরা এই অঞ্চল অধিকার করার বহু শতাব্দ পূর্ব থেকেই ইহুদিরা এই দেশে বাস করতো। আধুনিক সেমেটিক-বিরোধী প্রচার-সাহিত্যের ফলে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তাদের ঐতিহাসিক অনুসন্ধান শুরু হয় এবং বহু পূর্ব থেকেই এই দেশের যে এক তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাস ছিল, এ কথা তারা সচেতনভাবেই অস্বীকার করে। খ্রীষ্টের সময়ের বহু পূর্ব থেকেই ইহুদি জনগণ এক সমৃদ্ধ, স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিকার ভোগ করতো। রোমান, বাইজেনটাইন, ক্রুসেডার, আরব,

ম্যামিলূক (স্যারকেশিআ-দেশের ক্রীতদাসদের নিয়ে গঠিত সৈন্যবাহিনী), তুর্কি ও ব্রিটিশ—প্রভৃতি শক্তিগুলি ক্রমান্বয়ে এই দেশের উপর তাদের অধিকার কায়েম করেছে। কিন্তু ইস্রায়েল কখনো স্বাধীন প্যালেস্টেনীয় রাষ্ট্র ছিল না। সেক্ষেত্রে, ইহুদি রাষ্ট্র এক ঐতিহাসিক সত্য। জেরুশালেম কোনোদিন আরব-রাজধানী ছিল না। কিন্তু যেমন বর্তমানে, তেমনই অতীতেও, জেরুশালেম খ্রীষ্ট-জন্মের ১০০০ বছর আগে থেকেই ইস্রায়েলের রাজধানী ছিল। ইস্রায়েলের মাটিতেই ইহুদি সংস্কৃতি ভূমিষ্ঠ হয়েছিল এবং সমস্ত জগতে তা এক অবদান রেখে গিয়েছিল। কোনো আরবীয় সংস্কৃতির, বিশেষতঃ প্যালেস্টাইনের কখনো অস্তিত্ব ছিল না। যেসব আরবীয় এই অঞ্চলে থিতু হয়েছে, তারা সব সময়েই নিজেদের বৃহৎ আরব জনগোষ্ঠীর অংশ বলেই ভেবে এসেছে। এই প্রতিশ্রুত দেশ সারা পৃথিবীতে যে সংস্কৃতিগত ও আধ্যাত্মিক অবদান রেখে গেছে, তার ভিত্তি হলো ইহুদীয়।"

বর্তমানকালে ব্যবহার্য, আরো কিছু আকর্ষক বিষয়ের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন ঃ "আরবদের স্বত্ব অগ্রাহ্য করে ইহুদি জনগণ সমস্ত দেশের অধিকার লাভ করেছে—এ কথা যারা বলে থাকে, তাদের মনে রাখা উচিত, মধ্যপ্রাচ্যে কুড়িটিরও বেশি আরব রাষ্ট্র রয়েছে এবং ইহুদি রাষ্ট্র মাত্র একটিই। আরবদের অধিকারে আছে ১৩০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার ভূ-খণ্ড। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাঘটিত কোনো সমস্যা নেই তাদের। তারা তৈল সম্পদের অধিকারী। তাদের আছে এক সাধারণ সংস্কৃতি ও ভাষা। এ ছাড়া, উত্তর আফ্রিকা এবং এশিয়ার এক বৃহৎ ভূ-খণ্ড তাদের অধিকারভুক্ত। আরব এবং ইস্রায়েল অধিকৃত ভূ-খণ্ডের তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যায়, ইস্রায়েল মাত্র ১% ভূ-খণ্ডের অধিকারী। কোনো নৈতিক, ঐতিহাসিক, আইনসংগত অথবা রাজনৈতিক কারণে আরবরা নিজেদের জন্য সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যকে দাবি করতেই পারে না।"

এই প্রসঙ্গে আমরা চিন্তা করে দেখি যে, ইস্রায়েল এক ক্ষুদ্র অপরিসর দেশ, যার আয়তন ডেনমার্কের একটি অংশ জুটল্যাণ্ডের* মতো। দেশের আরো কিছু অংশ ছেড়ে দেবার জন্য বাইরের শক্তি তাদের উপর ক্রমাগত চাপ দিচ্ছে। ইহুদিরা এর বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে রুখে না দাঁড়ালে তারা শত্রুর কাছে পর্যুদস্ত হবে।

ঈশ্বরের বাক্য কী বলে, আমরা আবার তা দেখি

শমূয়েলের দ্বিতীয় পুস্তকের ৫ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠী হিব্রোণে দাউদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল এবং ঈশ্বর তাঁকে যা বলেছিলেন, তারা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল ঃ "তুমিই আমার প্রজা ইস্রায়েলকে চালনা করিবে ও ইস্রায়েলের নায়ক হইবে।" (২ পদ)

এরপর তারা দাউদকে রাজপদে বরণ করলো। এ ঘটনা ঘটেছিল খ্রীষ্টজন্মের ১০০ বছর আগে।

এই সময় থেকেই ইস্রায়েলের ইতিহাসে রাজতন্ত্র শুরু হল।

সেই সময় দাউদের বয়স ছিল তিরিশ বছর। তিনি রাজত্ব করেছিলেন চল্লিশ বছর। রাজা দাউদ জেরুশালেম জয় করেছিলেন। জেরুশালেমের সিয়োন পর্বতে অবস্থিত নগরদুর্গকে তিনি অধিকার করেছিলেন। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন 'দাউদ-নগর'। ১০ পদে বলা হয়েছে ঃ "পরে দাউদ উত্তরোত্তর মহান হইয়া উঠিলেন, কারণ প্রভু বাহিনীগণের ঈশ্বর, তাঁহার সহবর্তী ছিলেন।"

রাজা দাউদের পুত্র শলোমনের রাজত্বকালে ইস্রায়েল স্বর্ণময় যুগে প্রবেশ করেছিল। শলোমন জেরুশালেমে প্রভুর জন্য এক মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।

---

* জুটল্যাণ্ডের আয়তন ওয়েলস অথবা ম্যাসাচুয়েট্সের চেয়ে কিছু বড়ো।

তখন থেকেই ইস্রায়েলকে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ, অনেক লুঠতরাজ এবং দুঃখময় পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। মন্দির ধ্বংস হয়ে গেছে ; বিভিন্ন শাসক জেরুশালেম অধিকার করেছেন। কিন্তু জেরুশালেম কোনোদিনই আরব-অধিকৃত এবং তাদের রাজধানী ছিল না। তাই ঈশ্বরের নগরের অংশবিশেষকে রাজধানীরূপে লাভ করার জন্য আরব যে-দাবি তুলেছে, তার পিছনে কোনো যৌক্তিকতা নেই। স্বয়ং ঈশ্বর পুরাতন নিয়মে তাঁর ভবিষ্যবাদীদের মাধ্যমে বার বার বলেছেন যে, জেরুশালেম ইস্রায়েলেরই। সখরিয় পুস্তকের ৮ : ৭, ৮ পদে বলা হয়েছে ঃ

> "বাহিনীগণের পরমপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি পূর্ব দেশ হইতে ও পশ্চিম দেশ হইতে আপন প্রজাদিগকে নিস্তার করিব ; আর আমি তাহাদিগকে আনিব, তাহাতে তাহারা জেরুশালেমের মধ্যে বাস করিবে ; এবং সত্যে ও ধার্মিকতায় তাহারা আমার প্রজা হইবে ও আমি তাহাদেরই ঈশ্বর হইব।"

জেরুশালেম ঈশ্বরের পবিত্র শহর। এর সম্পর্কেই ঈশ্বর ইহুদিদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ইহুদিরা দেশে প্রত্যাবর্তনের ও নগরে বসবাস করার জন্য যে-সংগ্রাম করে এসেছে, ঈশ্বর সেই সংগ্রামে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং এর দ্বারাই তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সুনিশ্চিত করেছেন। তাই অন্য জাতির হাতে জেরুশালেমকে তুলে দেবার আগে ইহুদিরা বরং মৃত্যুবরণ করবে।

বাইবেলে আমাদের সময়কে বলা হয়েছে "শেষকাল"। ঈশ্বর বহু পূর্বে ইহুদিদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, এই 'শেষকালে' তারা তাদের দেশ ও রাজধানীকে ফিরে পাবে। আশ্চর্যের যে, ঈশ্বরের বাক্য পরিপূর্ণতা লাভ করতে চলেছে। এ কথা যখন ভাবি, তখন আমাদের প্রত্যেককে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসতে বাধ্য

করে। ঈশ্বরের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়ে উঠুক—আমরা যেন এই প্রার্থনাই করি।

মীখা পুস্তকের ৪ : ১ এবং ২ পদে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ "শেষকালে এইরূপ ঘটিবে ঃ পরমপ্রভুর গৃহের পর্বত পর্বতগণের মস্তকরূপে স্থাপিত হইবে, উপপর্বতগণ হইতে উচ্চীকৃত হইবে ; তাহাতে জাতিগণ তাহার দিকে স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইবে। আর অনেক জাতি যাইতে যাইতে বলিবে, চল, আমরা পরমপ্রভুর পর্বতে, যাকোবের ঈশ্বরের গৃহে গিয়া উঠি ; তিনি আমাদিগকে আপন পথের বিষয়ে শিক্ষা দিবেন, আর আমরা তাঁহার মার্গে গমন করিব ; কারণ সিয়োন হইতে ব্যবস্থা ও জেরুশালেম হইতে পরমপ্রভুর বাক্য নির্গত হইবে।"

সমস্ত জাতি একদিন স্বীকার করবে যে, জেরুশালেম ইস্রায়েলেরই রাজধানী, এবং ঈশ্বরের শহর ; বাইবেল অনুসারে, জেরুশালেম থেকে মহান ও পরাক্রান্ত বিষয়ের উদ্ভাস ঘটবে।

ইস্রায়েলকে আর কেউ কোনোদিন তাদের পিতৃভূমি থেকে দূর করতে পারবে না। আমোষ ৯ : ১৪, ১৫ পদে ঠিক এই কথাই বলা হয়েছে ঃ

> "...আমি আপন প্রজা ইস্রায়েলের বন্দি-দশা ফিরাইব ; তাহারা ধ্বংসিত নগর সকল নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করিবে, দ্রাক্ষাক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার দ্রাক্ষারস পান করিবে, এবং উদ্যান প্রস্তুত করিয়া তাহার ফল ভোগ করিবে। আর আমি তাহাদের ভূমিতে তাহাদিগকে রোপণ করিব ; আমি তাহাদিগকে যে ভূমি দিয়াছি, তাহা হইতে তাহারা আর উৎপাটিত হইবে না ; তোমাদের ঈশ্বর পরমপ্রভু এই কথা কহেন।"

ঈশ্বরের প্রজাদের কাছ থেকে যারা তাঁর পবিত্র ভূমিকে ভাগ

করে নিতে চায় ঈশ্বর তাদের বিচার করবেন। এই ভয়ংকর বিচারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যোয়েল ৩ : ১-৩ পদে ঃ

"সেই কালে ও সেই সময়ে যখন আমি যিহূদা ও জেরুশালেমের বন্দিদশা ফিরাইব, তখন সমস্ত জাতিকে সংগ্রহ করিয়া যিহোশাফট তলভূমিতে নামাইব এবং সেখানে আমার প্রজা ও আমার অধিকার ইস্রায়েলের জন্য তাহাদের সহিত বিচার করিব, কেননা তাহারা তাহাদিগকে জাতিগণের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিয়াছে ও আমার দেশ বিভাগ করিয়া লইয়াছে।"

১৬, ১৭ পদে বলা হয়েছে ঃ

"পরমপ্রভু সিয়োন হইতে গর্জন করিবেন, জেরুশালেম হইতে আপন রব শুনাইবেন ; এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী কম্পিত হইবে ; কিন্তু পরমপ্রভু আপন প্রজাদের আশ্রয় ও ইস্রায়েল-সন্তানগণের দুর্গস্বরূপ হইবেন। তাহাতে তোমরা জানিবে যে, আমি তোমাদের ঈশ্বর পরমপ্রভু, আমি আমার পবিত্র সিয়োন পর্বতে বাস করি ; তখন জেরুশালেম পবিত্র হইবে ; বিদেশীরা আর তাহার মধ্য দিয়া যাতায়াত করিবে না।"

জীবিত ঈশ্বর, প্রভুর পক্ষভুক্ত থাকাই শ্রেয়ঃ। মানুষ প্রতিবাদ করতে পারে, তাদের নিজস্ব চিন্তাধারায় তারা নিজেদের বিজ্ঞ মনে করতে পারে, তারা ঈশ্বরের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর সর্বক্ষেত্রেই তাঁর কাজকে এগিয়ে নিয়ে যান ; বিশেষতঃ তাঁর প্রতিশ্রুত দেশ, তাদের দেশ, তাদের রাজধানী জেরুশালেম, যাকে ঈশ্বর তাঁর নিজের নগর বলে অভিহিত করেছেন এবং যেখান থেকে তিনি শাসন পরিচালনা করবেন, সেই ইস্রায়েল সম্পর্কে এ কথা সর্বাংশে সত্য।

ইস্রায়েলের প্রথম রাজা দাউদ ১২২ গীতে গেয়েছেন ঃ

"আমি আনন্দিত হইলাম, যখন লোকে আমাকে বলিল,
চল, আমরা প্রভুর গৃহে যাই।
হে জেরুশালেম, তোমার দ্বারের ভিতরে
আমাদের চরণ দণ্ডায়মান হইল।
হে জেরুশালেম, তুমি নির্মিত হইয়াছ একত্র সংযুক্ত
নগরের ন্যায়।
সেই স্থানে বংশ সকল, প্রভুর বংশ সকল উঠে,
ইস্রায়েলকে দত্ত সাক্ষ্যের নিমিত্ত,
প্রভুর নামে স্তব করিবার জন্য।
কেননা সেই স্থানে বিচারার্থক সিংহাসন সকল,
দায়ুদ-কুলের সিংহাসন সকল স্থাপিত।
তোমরা জেরুশালেমের শান্তি প্রার্থনা কর,
যাহারা তোমাকে প্রেম করে, তাহাদের কল্যাণ হোক।
তোমার প্রাচীরের মধ্যে শান্তি হোক,
তোমার অট্টালিকাসমূহের মধ্যে কল্যাণ হোক।"

এই পুস্তকে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, ইসলাম জেরুশালেমকে অধিকার করতে চায়। এর পশ্চাতে রয়েছে ঈশ্বরের প্রতিযোগী শয়তান। সে কিছুতেই চায় না যে, ঈশ্বর ইস্রায়েলকে যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা রক্ষিত হোক। সে জানে, মশীহ আবার আসবেন, এবং তিনি জেরুশালেম থেকে শাসন পরিচালনা করবেন। ঈশ্বরের নগরের বিরুদ্ধে সমস্ত শত্রুতার মূল কারণ নিহিত আছে এখানেই। শলোমন যেখানে ঈশ্বরের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, মুসলিমরা ঠিক তার পাশেই তাদের উপাসনালয় নির্মাণ করেছে। কিন্তু প্রকাশিত বাক্যের ১৯ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, যীশুখ্রীস্ট স্বর্গ থেকে অবতরণ করে ভণ্ড ভবিষ্যবাদী এবং

শয়তানের অন্যান্য অনুচরদের ধ্বংস করবেন। তিনি তাঁর মুখের শ্বাসবায়ু দিয়ে তাদের হত্যা করবেন, তারা নিক্ষিপ্ত হবে অগ্নিহ্রদে।

ইস্রায়েলের জনগণের জীবনে শেষ দুর্দশা ও যুদ্ধের ভয়াবহতা ঘনিয়ে আসবে। সখরিয় পুস্তকের চোদ্দো অধ্যায়ে এই শেষ যুদ্ধের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেইদিন, সেই একক দিনটি হবে এক ভয়ংকর দিন। বহু মানুষ সেদিন বহু দূরবর্তী স্থানে ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু তখনো জেরুশালেমে অবশিষ্ট কিছু লোক থাকবে। সেদিন প্রভু প্রকাশিত হবেন এবং ইস্রায়েলের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন।

"সেইদিন তাঁহার চরণ সেই জৈতুন পর্বতের উপরে দাঁড়াইবে।"

(সখরিয় ১৪ : ৪)

উনবিংশ অধ্যায়

পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা

ঈশ্বরের বাক্যে ইস্রায়েল এবং অইহুদি জনগণ সম্পর্কে কী বলা হয়েছে, সে-কথা আমরা আগেই দেখেছি। তাই ইহুদি এবং অইহুদিদের রক্ষা করার জন্য পৃথিবীতে যে-লড়াই চলছে, তার জন্য আমরা খুব বেশি বিস্মিত হই না। আমরা ঈশ্বরের চিন্তাধারাকে বুঝতে পারি না, আমরা শুধু তাঁর ইচ্ছার ক্ষীণ আভাস দেখতে পাই। ঈশ্বরের চিন্তাধারা ও পন্থা আমাদের চিন্তাধারা ও পন্থার চেয়ে অনেক বেশি উন্নত।

কিন্তু সমগ্র বাইবেলের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর তাঁর পবিত্র ইচ্ছার স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। শয়তান ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। যাঁরা ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী সমর্পিত জীবনযাপন করে, ঈশ্বর তাদের উদ্ধার করবেন এবং অনন্তকালে তাদের রক্ষা করবেন।

শাস্ত্রবাক্যে বার বার বলা হয়েছে, ঈশ্বর অব্রাহাম, ইস্হাক এবং যাকোবের ঈশ্বর। নীচের বর্ণিত তিনজন মানুষের জীবনের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর আমাদের জীবনের আদর্শ এবং মানব-সন্তানদের প্রতি তাঁর ইচ্ছাকে দেখাতে চেয়েছেন।

অব্রাহাম

আমরা দেখেছি, অব্রাহাম ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতেন। ঈশ্বর তাঁকে ধার্মিকরূপে গণনা করেছিলেন। অব্রাহামের ঈশ্বর-বিশ্বাস ছিল নিঃশর্ত। ঈশ্বর তাই তাঁর প্রতিশ্রুতিকে অব্রাহামের জীবনে রূপায়িত করে তুলেছিলেন। অব্রাহাম তাঁর পুত্র ইস্হাকের

যৌবনকালে তার জন্য পাত্রী খুঁজতে তাঁর দাসকে বাইরের জগতে প্রেরণ করেছিলেন। অব্রাহামের দাস এক দীর্ঘ ও ঘটনাবহুল যাত্রার শেষে ইস্‌হাকের জন্য এক সুন্দরী কন্যাকে খুঁজে বের রলো। তার নাম রিবিকা ; পাত্রী হবার সমস্ত উপযুক্ত গুণই তার ছিল।

ইস্‌হাক

ইস্‌হাকের জীবন এবং বিবাহের মধ্যে দিয়েও আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ইচ্ছা কী, তা আমরা দেখতে পাই।

ঈশ্বর ইস্‌হাক এবং রিবিকার মাধ্যমে আমাদের কাছে তাঁর ইচ্ছার এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এক দীর্ঘ প্রণালীর মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর তাঁর পুত্র যীশুখ্রীষ্টের জন্য কন্যা নির্বাচনের ভার দিয়েছেন পবিত্র আত্মার উপর। তিনি ইহুদি এবং অইহুদিদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টের বধূরূপে রিবিকার মতো নতনম্র এক জাতিকে খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন।

যাকোব

এই পুস্তকে আমরা যাকোবের কথাও পাঠ করেছি। যাকোব ছিল শঠ, তার উপর নির্ভর করা যেত না। কিন্তু এক দীর্ঘ প্রণালীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর তাকে ইস্রায়েলে পরিণত করলেন। নিজের সঙ্গে মানুষ এবং ঈশ্বরের সঙ্গে লড়াই করার পর সে এত বিনম্র হয়ে উঠল যে, তার শঠ প্রবৃত্তির পরিবর্তন ঘটলো এবং তার নতুন নাম হলো, ইস্রায়েল। তার নামের অর্থ, "কারণ তুমি ঈশ্বর ও মানুষের সঙ্গে লড়াই করে জয়ী হয়েছ।"

মানবজাতির জন্য ঈশ্বরের মনোবাসনা কী—যাকোবের জীবনের মধ্যে দিয়ে আমরা সে-কথাও শিক্ষা করে থাকি।

যোষেফ

যাকোবের পুত্র যোষেফ। তাঁর জীবনকাহিনী পাঠ করলে তার মধ্যে আমরা যীশুর চিত্র দেখতে পাই। আরো, যোষেফের জীবন এবং তাঁর লব্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমাদের এবং ইস্রায়েল জনগণের, উভয়ের জীবনেই ঈশ্বরের ইচ্ছার বিষয়ে জানতে পারি। যোষেফের বিষয়ে বলতে গিয়ে ঈশ্বর তাঁর প্রদর্শিত নীতিগুলির মধ্যে দিয়ে আমাদের সুনিশ্চিত করে তোলেন যে, প্রভুর কাছে আকস্মিক ঘটনা বলে কিছু নেই।

যোষেফ তাঁর পিতৃগৃহে কীভাবে জীবনযাপন করেছিলেন আদি পুস্তকের ৩৭ : ১-৮ পদে তা বিবৃত হয়েছে। একদিন তিনি স্বপ্ন দেখলেন, ভাইদের উদ্ধারণের জন্য কীভাবে তিনি যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হবেন। এই স্বপ্নের বিষয়ে তিনি তাঁর ভাইদের জানালেন ঃ

> "আমরা আটি বাঁধিতেছিলাম, আর দেখ, আমার আটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এবং দেখ, তোমাদের আটিসকল আমার আটিকে চারিদিকে ঘিরিয়া তাহার কাছে প্রণিপাত করিল। ইহাতে তাহার ভ্রাতৃগণ তাহাকে কহিল, তুই কি বাস্তবিক রাজা হইবি? আমাদের উপর বাস্তবিক কর্তৃত্ব করবি? ফলে তাহারা তাহার স্বপ্ন ও তাহার বাক্য প্রযুক্ত তাহাকে আরও দ্বেষ করিল।"

ভায়েদের মনোভাব কঠোর হয়ে উঠল। তাদের কণিষ্ঠ ভাই যে একদিন তাদের উপর প্রভুত্ব করবে, এ তারা মেনে নিতে পারলো না। তাদের অন্তরের ভাব প্রকাশ হয়ে পড়লো।

ভায়েরা যোষেফের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে এক গভীর কূয়ায় ফেলে দিল। তাঁরা তাঁকে বিদেশিদের কাছে বিক্রি করে দিল। এরপর তারা ভাবলো, যোষেফের সঙ্গে তাদের সমস্ত সম্পর্ক চুকেবুকে গেল।

পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাই, যোষেফের স্বপ্ন ছিল ভবিষ্যদ্বাণীমূলক।

এক সময় দেশে দুর্ভিক্ষ হলো। বহু দুঃখ-যন্ত্রণার শেষে যোষেফ এক বিদেশী রাষ্ট্রে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হলেন। তিনি মিশরের এক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হয়ে উঠলেন। ঈশ্বর তাঁকে সাহায্য করলেন, স্বর্গ থেকে তিনি তাঁকে পরামর্শ দান করলেন—যোষেফ সমস্ত দেশকে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা করলেন। এরপর তাঁর ভায়েরা খাদ্যের সন্ধানে তাঁরই কাছে এল। যৌবনকালে যোষেফ যে-স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই মতোই তারা তাঁর কাছে নতজানু হলো। তিনি তাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে বিমুখ হলেন না। তিনি তাদের প্রতি করুণাপরবশ হয়ে মৃত্যু থেকে উদ্ধার করলেন।

আদি পুস্তকের ৪৫ ; ৪-৭ পদে আমরা তাঁর ভাইদের প্রতি যোষেফের ভালোবাসার ফল্গুধারা প্রবাহিত হতে দেখি ঃ

> "যোষেফ আপন ভাইদের কহিলেন, বিনয় করি, আমার নিকটে এস। তাহারা নিকটে গেলেন। তিনি কহিলেন, আমি যোষেফ, তোমাদের ভাই, যাহাকে তোমরা মিশরগামীদের কাছে বিক্রয় করিয়াছিলে। কিন্তু তোমরা আমাকে এই স্থানে বিক্রয় করিয়াছ বলিয়া এখন দুঃখিত, কি বিরক্ত হইও না। কেননা, প্রাণ রক্ষা করিবার জন্যই তোমাদের অগ্রে আমাকে পাঠাইয়াছেন। ...আর ঈশ্বর পৃথিবীতে তোমাদের বংশ রক্ষা করিতে ও মহৎ উদ্ধারের দ্বারা তোমাদিগকে বাঁচাইতে তোমাদের অগ্রে আমাকে পাঠাইয়াছেন।"

মিশরে যোষেফের সঙ্গে সেই দেশীয় এক আসনৎ কন্যার বিবাহ হলো। সেখানে তিনি সাফনৎ-পানেহ নামে পরিচিত ছিলেন। এই নামের অর্থ, "জগতের মুক্তিদাতা।"

লক্ষ্য করুন, যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বর পরিত্রাণের যে-পরিকল্পনা করেছিলেন, এই কাহিনী তা আমাদের কীভাবে শিক্ষা দিচ্ছে!

যীশু তাঁর পিতার ঘরে থাকার সময় দেখেছিলেন মানবজাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। ঈশ্বরের পুত্ররূপে তিনি

ইহুদি জনগণের মাঝে জন্মগ্রহণ করলেন। তিনি হলেন তাদের ভাই। তিনি তাদের বললেন, তাঁরই মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের কাছে ফিরে এসে তাঁরা নতজানু হবে। ফরীশী সম্প্রদায়ের নেতাদের শাস্ত্রবাক্য অজানা ছিল না ; তাঁরা ঈশ্বরের ইচ্ছাকেও জানতেন। তাই তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে যীশুকে বিক্রি করে দিলেন। বিদেশের অইহুদিরাও যাতে মুক্তিলাভ করতে পারে সেজন্য তাঁকে দুঃখ-যন্ত্রণা এবং অন্ধকারময় অধ্যায়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হলো।

তুলনামূলক বিচার করলে আমরা দেখতে পাই ঃ

১. ভায়েরা যোষেফকে পরিত্যাগ করেছিল, তারা তাঁকে মিশরে বিক্রি করে দিয়েছিল।
২. বহু মানুষকে উদ্ধার করার জন্য যোষেফকে দুঃখ-লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল।
৩. মিশর যোষেফকে গ্রহণ করেছিল। সেখানে তিনি বধূ লাভ করেছিলেন।
৪. যোষেফ তাঁর ভাইদের পরিত্রাণ ও উদ্ধারের কারণ হয়েছিলেন।
৫. যোষেফ তাঁর লোকদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ফিরে এসেছিলেন।
৬. যোষেফ তাঁর ভাইদের দোষারোপ করেননি। ভালোবাসার আবেগে তিনি তাদের জন্য অশ্রুবিসর্জন করেছিলেন। তিনি তাদের উদ্ধার করেছিলেন।

১. যীশুও তাঁর ভ্রাতৃসম্প্রদায় ইহুদিদের কাছে পরিত্যক্ত হয়েছিলেন।
২. অনেক নিগ্রহের মধ্যে দিয়ে তিনি সমস্ত বিশ্বাসীর পরিত্রাণের মাধ্যম হয়েছিলেন।
৩. অইহুদি দেশগুলি যীশুকে স্বীকৃতি জানিয়েছে ; তিনি তাঁর বধূ লাভ করেছেন।

৪. যীশু তাঁর ভ্রাতৃ সম্প্রদায় ইহুদিদের প্রত্যাখ্যান করেননি। তিনি তাদের ভালোবাসেন। তাদের উদ্ধারের জন্য তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন।
৫. যীশু ফিরে এসে তাঁর প্রজাদের পরিচালনা দান করবেন ; শত্রুর কবল থেকে তিনি তাদের উদ্ধার করবেন।
৬. যীশু তাঁর ভ্রাতৃসম্প্রদায়কে দোষারোপ করেন না। তিনি সর্বান্তঃকরণে তাদের ভালোবাসেন। তাদের তিনি মার্জনা করেন।

এই হলেন ঈশ্বর। ঈশ্বরের সন্তানরূপে ইহুদিদের প্রতি আমাদের মনোভাব কী রকম হবে, তিনি তা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। ঈশ্বরের সমস্ত বাক্যের মধ্যে এই প্রণালী বার বার কথিত হয়েছে।

মোশি

মোশির জীবনেও এই প্রণালীর ধারাবাহিকতা লক্ষ করা গিয়েছিল। যাত্রা পুস্তকের ২ : ১১-১৫ পদে লেখা আছে ঃ

"মোশি বড় হইলে পর একদিন আপন ভ্রাতৃগণের নিকটে গিয়া তাহাদিগকে কঠোর শ্রমসাধ্য কর্ম করিতে দেখিলেন। তিনি দেখিলেন, একজন মিশরীয় একজন ইব্রীয়কে তাঁহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে একজনকে মারিতেছে। তখন তিনি এদিক ওদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাওয়াতে ঐ মিশরীয়কে বধ করিয়া বালির মধ্যে পুঁতিয়া রাখিলেন।"

এই অন্যায় দেখে মোশি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর স্বজাতির লোকেরা মিশরে দাসত্ব করছিল। এ কথা চিন্তা না করেই তিনি তাঁর ভাইকে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে এলেন।

মোশিকে আর একটা দেশে পালিয়ে যেতে হলো। সেখানে তিনি অনেক বছর রইলেন।

মিদিয়োনদের দেশে, তিনি একবার যাজকের সাত কন্যাকে তাদের নিজেদের জন্য এবং তাদের পশুপালের জন্য জল তুলতে সাহায্য করলেন। তাঁর এই সহায়তার জন্য যাজকের ঘরে তিনি সাদরে স্থান পেলেন। যাজক তাঁর এক কন্যার সঙ্গে মোশির বিবাহ দিলেন।

এখানে, দূরদেশে, মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত মিদিয়োনদের দেশে মোশি তাঁর বধূকে খুঁজে পেলেন। তাকে বিবাহ করে সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করলেন।

কিন্তু ২৩ পদে বলা হয়েছে, ইস্রায়েলীরা তখনো পর্যন্ত মিশরে বন্দিজীবন যাপন করছিল ; দাস্যকর্মপ্রযুক্ত তারা কাতরোক্তি ও ক্রন্দন করলো এবং 'তাদের আর্তনাদ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাল। আর ঈশ্বর তাদের আর্তস্বর শুনলেন, এবং অব্রাহামের ইস্‌হাকের ও যাকোবের সঙ্গে কৃত আপনার নিয়ম স্মরণ করলেন। ঈশ্বর ইস্রায়েল-সন্তানদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং তাদের তত্ত্ব নিলেন।'

তারপর ঈশ্বর মোশিকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন মিশরে ফিরে গিয়ে তাঁর স্বজাতিকে বিপদমুক্ত করেন। মোশি ঈশ্বরের নির্দেশ পালন করলেন, তাঁর স্বজাতিকে উদ্ধারের সহায়ক হলেন।

তাঁর দেশবাসীর মুক্তির জন্য মোশি কাজ করছিলেন বলে বিতাড়িত হয়েছিলেন। তাঁকে অন্য দেশে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। সেখানে তিনি তাঁর বধূর সন্ধান পেয়েছিলেন। মিশরে ফিরে এসে তিনি তাঁর স্বজাতির মুক্তিদাতা হলেন এবং তাদের নেতৃত্ব দান করলেন।

এইভাবে ঈশ্বর আজও ইস্রায়েলের জন্য তাঁর ভালোবাসাকে প্রদর্শন করবেন আমাদের কাছে। যীশু তাঁর দেশবাসীকে উদ্ধারের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। তারা তাঁকে পরিত্যাগ করেছিল।

সমস্ত অইহুদি দেশে তিনি তাঁর শুভবার্তাকে প্রেরণ করলেন। তারা সেই শুভবার্তা গ্রহণও করলো। এখন তাঁর আপন প্রজা ইস্রায়েলের জীবনে সেই সময় ঘনিয়ে এসেছে, যখন তারা এমন বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হবে যে, তাদের আর্তনাদ এবং প্রার্থনা ঈশ্বরের হৃদয়ে গিয়ে আঘাত করবে। অইহুদিদের গণনা যখন শেষ হবে, যখন অইহুদি প্রজন্মের মধ্য থেকে মুক্তিযোগ্যদের মুক্ত করবেন, যীশু ইস্রায়েলে প্রত্যাবর্তন করবেন। তিনি তাদের মুক্ত করবেন ; তাদের শত্রুদের কবল থেকে উদ্ধার করবেন।

অব্রাহাম, ইস্‌হাক এবং যাকোবের ঈশ্বর এই রকমই। তাঁর পবিত্র বাক্যের মাধ্যমে তিনি এরই প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

> রোমানদের কাছে লিখিত পত্রের ১১ : ২৫ পদে পৌল বলেছেন ঃ "ভ্রাতৃগণ, তোমরা যাতে নিজেদের অহংকারে মত্ত না হও সেইজন্যেই আমি চাই তোমরা এই রহস্যটি বোঝ ; ইস্রায়েলের একটি অংশের মন কঠিন হয়ে পড়েছে ; যতদিন না অইহুদিরা সবাই আসবে ততদিন তাদের মন সেই রকমই থাকবে এবং তার পরে ইস্রায়েল পরিত্রাণ পাবে— গ্রন্থে লেখা আছে ঃ সিয়োন থেকে উদ্ধারকর্তা' আসবেন ; যাকোবের মধ্যে থেকে অধার্মিকতাকে তিনি বিদূরিত করবেন।"

আমাদের খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের আজ এ-কথাটাই বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে হবে। জাতি এবং ভাষা নির্বিশেষে সেইসব প্রজাদের মধ্যে থেকে যীশু এক বধূর সন্ধান পেয়েছেন। খুব শীঘ্রই গণনা পূর্ণ হয়ে যাবে, আর তখনি ইস্রায়েলের মুক্তিদাতার হবে আবির্ভাব। আমরা দেখতে পাবো, ইস্রায়েল মুক্তিলাভ করেছে। আমরা যারা বিশ্বাসের মাধ্যমে যীশুখ্রীষ্টের আশ্রয় লাভ করেছি, তাদের সঙ্গে আমরাও অনন্তকাল ধরে তাঁর প্রশংসায় মুখর হবো।

"...এক মুক্তিদাতা আসিবেন, সিয়োনের জন্য, যাকোবের মধ্যে যাহারা অধর্ম হইতে ফিরিয়া আসে, তাহাদের জন্য, ইহা প্রভু কহেন। প্রভু কহেন, তাহাদের সহিত আমার নিয়ম এই, আমার আত্মা যিনি তোমাতে অধিষ্ঠান করিয়াছেন ও আমার বাক্যসকল, যাহা আমি তোমার মুখে দিয়াছি, সেসকল তোমার মুখ হইতে, তোমার বংশের মুখ হইতে ও তোমার বংশোৎপন্ন বংশের মুখ হইতে অদ্য হইতে অনন্তকাল পর্যন্ত কখনো দূর করা যাইবে না ; ইহা প্রভু কহেন।"

(যিশাইয় ৫৯ : ২০-২১)

সিয়োন থেকে এক মুক্তিদাতার আবির্ভাব হবে এবং পতিতদের তিনি দূর করবেন। অন্য ভাষায় বলা যেতে পারে, তাঁর প্রজা ইস্রায়েলের জন্য পুনরভ্যুদয় নিয়ে যীশুর পুনরাবির্ভাব ঘটবে।

"সুতরাং প্রস্তুত থেকো, কারণ, কবে তোমাদের প্রভু আসবেন তা তোমরা জানো না। কিন্তু মনে রেখো ঃ রাত্রির কোন্ প্রহরে চোর ঘরে ঢুকবে সে কথাটা গৃহস্বামী যদি জানতে পারতো তাহলে সে জেগেই থাকতো, চোরকে সিঁদ কাটতে দিতো না। সেইজন্যে তোমাদেরও সব সময় সতর্ক থাকতে হবে ; কারণ, তোমরাও যখন আশা করবে না ঠিক সেই সময়েই মানবপুত্রের আবির্ভাব হবে।"

(মথি ২৪ : ৪২-৪৪)

বিংশ অধ্যায়

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি

কয়েকটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমি এই পুস্তকের আলোচনার উপর যবনিকাপাত করবো।

ইস্রায়েলের প্রতি আমাদের মনোভাব কী রকম হওয়া উচিত, তা আজ আমাদের অনেকের কাছেই সুস্পষ্ট নয়। সংবাদ-মাধ্যম মারফৎ ঘটমান বহু ভয়ংকর বিষয়ের কথা আমরা জানতে পারি। আমরা ভাবি ঃ "ঈশ্বর মনোনীত ইহুদি জাতি কি এ রকম কাজ করতে পারে? তারা কি এত নিষ্ঠুর হতে পারে?"

কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ইস্রায়েল নবচুক্তির, খ্রীশ্চান জাতি নয়। মোশির বিধান অনুসারে তারা জীবনযাপন করে। যীশুর আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই ইহুদি জাতি হিসাবে তারা সেইসব বিধান পালন করে আসছে।

যীশুর মাধ্যমে আমরা যারা ঈশ্বর-বিশ্বাসী হয়ে উঠেছি, তারা জানি, সমস্ত আজ্ঞা, সকল বিধান একটি আজ্ঞা পালনের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে—আমাদের পরস্পরকে ভালোবাসতে ও মার্জনা করতে হবে।

আজ খুব কম সংখ্যার ইহুদিই যীশুকে বিশ্বাস করে এবং তাঁর আদেশগুলিকে মেনে চলে। দেখে মনে হয়, তাদের চোখের উপর যেন একটা পর্দা দেওয়া ছিল (এ সম্পর্কে জানতে হলে রোমীয় ১১ অধ্যায় পাঠ করুন)। প্রাচীনকাল থেকে তাদের যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা-ই তারা বিশ্বাস করে আসছে। তারা 'চোখের বদলে চোখ এবং দাঁতের বদলে দাঁত'—এই মতেই বিশ্বাসী। কেউ যদি তোমাদের ক্ষতি করে, তোমরাও তেমনই একইভাবে তার প্রতিশোধ নাও। অপর দিকে যীশু শিক্ষা

দিয়েছিলেন, প্রেমই সবচেয়ে শক্তিশালী এবং শুভ পরাভূত করে অশুভকে।

আমাদের আরো উপলব্ধি করতে হবে, ইহুদিরা যে একখণ্ড ভূমির অধিকার লাভ করেছে, তারই জন্য তাদের লড়াই। ওই একফালি জমিটাই তাদের একমাত্র পিতৃভূমি। ঈশ্বরের সহায়তায় তারা এই একখণ্ড জমি লাভ করেছে। শত্রুরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে, পালিয়ে অন্যত্র সরে যাবার মতো আর কোনো জায়গা নেই তাদের। ভয়ংকর ভীতি প্রদর্শনের সম্মুখীন হলে তবেই তারা অন্যকে আক্রমণ করে। ভীতির কাছে তারা মাথা নত করে না ; তারাও পালটা আঘাত করে। আর স্বভাবতই সে আঘাত হয় প্রচণ্ড। তারা মনে করে, আক্রান্ত হলে তাদেরও আক্রমণ করার অধিকার আছে।

আমরা যারা নিজেদের খ্রীশ্চান জনগণ বা খ্রীশ্চান দেশ বলে মনে করি, তাদের এই বিষয়টি বুঝতে হবে। ঈশ্বর ইস্রায়েলকে সারা বিশ্বের কাছে বাধাজনক প্রস্তর হয়েই থাকতে দিয়েছেন এবং ইস্রায়েলের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে ঈশ্বরের কাছে আমরা দায়ী হবো।

ইস্রায়েলের প্রতি ঈশ্বর তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন করেছেন এমন কথা যেন আমরা চিন্তা না-করি। রোমীয় ৩ : ১-৪ পদে পৌল বলেছেন যে, যে-ইহুদিরা অন্তরে পরিচ্ছেদিত হয়েছে তারাও এক ধরনের ইহুদি, তা সত্ত্বেও ইহুদিরা ঈশ্বরের কাছে অগ্রাধিকার লাভ করেছে ঃ

> "তাহলে ইহুদি হওয়ার সুবিধেটা কী? অথবা, ত্বক পরিচ্ছেদনের মূল্য কী? সবদিক থেকেই তার মূল্য অনেক। প্রথমতঃ ইহুদিদের কাছে ঈশ্বর বিশ্বাস করে তাঁর বাণীগুলি দিয়েছেন। কোনো কোনো ইহুদি যদি সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করে থাকে তাতেই বা কী আসে যায়? তাদের অবিশ্বস্ততার ফলে

কি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা নাকচ হয়ে যাবে? কোনো মতেই তা হবে না। সমস্ত মানুষ যদি মিথ্যাচারীও হয়, ঈশ্বর সত্য হয়ে থাকুন...”

এ সম্পর্কে আমরা কী করবো?

ঈশ্বর ইস্রায়েলের তত্ত্বাবধান করুন! ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরকে বিচার করতে দিন! ঈশ্বরকে তাঁর বাসনা অনুযায়ী তাঁর প্রজাদের সঙ্গে কাজ করতে দিন!

ইস্রায়েলের প্রতি জাতিপুঞ্জ যে-মনোভাব পোষণ করে থাকে, ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে তাদের সেই মনোভাবের প্রতিফলন ঘটে।

তাই ঈশ্বরের বাক্য জানা এবং সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অন্যথায়, আমরা কোনো রকম ভাবনা-চিন্তা না-করেই হয়তো ঈশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবো। আমরা তখন অবিশ্বাসী এবং ইস্রায়েলের শত্রুদের সঙ্গে একযোগে পরিত্যাজ্য হবো। আমরা দেখেছি, এই যুদ্ধের অন্তরালে আছে ঈশ্বর ও শয়তানের দ্বন্দ্ব।

মহাপতনের কাল থেকেই মানবজাতির মধ্যে এই সংগ্রাম লক্ষ্য করা গেছে। প্রত্যেক মানুষকেই বেছে নিতে হবে, সে কোন পক্ষ অবলম্বন করবে, এবং সেই মতোই, তার জীবনযাত্রা নির্বাহ করবেঃ

শয়তান = ঈশ্বরের প্রতিপক্ষ
কয়িন = হেবলের প্রতিপক্ষ
ইশ্মায়েল = ইস্হাকের প্রতিপক্ষ
এষৌ = যাকোবের প্রতিপক্ষ
ফরীশী সম্প্রদায় = যীশুর প্রতিপক্ষ
নাৎসিবাদ = ইহুদি জাতির প্রতিপক্ষ
কমিউনিজম = ঈশ্বর এবং ইস্রায়েলের প্রতিপক্ষ

মূলতঃ এগুলি একই শক্তি যারা পরস্পরের মধ্যে লড়াই করে। আমরা কোন্ পক্ষ অবলম্বন করবো, তা আমাদের বেছে নিতে হবে।

পৌলের দৃষ্টিভঙ্গি

পৌলের মতোই, বারোজন প্রেরিত শিষ্যের সবাই ছিলেন ইহুদি। শুভবার্তা প্রচারের জন্য তাঁরা প্রথমে ইহুদিদের কাছে, পরে অইহুদিদের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু অইহুদিদের কাছে যীশুর শুভবার্তা প্রচারের জন্য পৌল প্রত্যক্ষ আহ্বান লাভ করেছিলেন। তাই, আমরা শুভবার্তার অংশীদার হয়েছি তাঁরই মাধ্যম। পৌল আমাদের যেরকম শিক্ষা দিয়েছিলেন, অইহুদিদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও যেন একই রকমের থাকে।

রোমীয়দের প্রতি পত্রের ৯ : ১-৫ পদে আমরা দেখতে পাই যে, পৌলের স্বজাতি ইহুদিরা খ্রীষ্ট বিশ্বাসীতে পরিণত না হওয়ার জন্য তাঁর মনে প্রচণ্ড বেদনা ও অবিচ্ছিন্ন দুঃখ ছিল ঃ

> "পবিত্র আত্মার অনুগ্রহে আমার বিবেক এই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, অন্তরে আমি গভীর দুঃখ আর অশেষ মনস্তাপ অনুভব করছি। কারণ, আমার ভাইদের জন্যে, জাতিগতভাবে যারা আমার আত্মীয় তাদের জন্যে, আমি নিজেই যদি অভিশপ্ত আর খ্রীষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারতাম! তারা হচ্ছে ইহুদি, এবং তারাই পুত্র হওয়ার অধিকারী ; তাদেরই দান করা হয়েছে মহিমা, বিভিন্ন সন্ধি, বিধান, উপাসনা পদ্ধতি এবং প্রতিশ্রুতিগুলি ; গোষ্ঠীপতিরা তাদের আপনজন, এবং রক্তমাংসের দিক থেকে খ্রীষ্ট তাদেরই বংশোদ্ভূত। সবার যিনি সেই ঈশ্বর, তিনি ধন্য—যুগ থেকে যুগে। আমেন!"

পৌল তাঁর স্বজাতি ইহুদিদের জন্য নিজের জীবনকেও উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন।

ইহুদিদের জীবনে ব্যর্থতার কারণটি পৌল ব্যাখ্যা করেছেন রোমীয় ১০ : ১-৪ পদে। তাদের জন্য তিনি আন্তরিক প্রার্থনাও জানিয়েছেন ঃ

"ভ্রাতৃবৃন্দ, তারা যাতে পরিত্রাণ পায় সেইজন্যই ঈশ্বরের কাছে আমার আন্তরিক বাসনা আর প্রার্থনা জানাচ্ছি। আমি তাদের হয়ে সেই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ঈশ্বরের প্রতি তাদের নিষ্ঠা আছে; কিন্তু সেই নিষ্ঠা প্রজ্ঞার আলোকে আলোকিত নয়। কারণ, ঐশ ধার্মিকতা বলতে কী বোঝায় সে বিষয়ে অজ্ঞ থাকার ফলে এবং নিজের ধার্মিকতাকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে ঐশ-ধার্মিকতার কাছে নিজেদের তারা অবনত করেনি। কারণ, প্রত্যেকটি বিশ্বাসী যাতে ধার্মিকতা অর্জন করতে পারে সেইজন্যে খ্রীষ্টই হচ্ছেন বিধানের শেষ কথা।"

পৌল নিজেও অবোধের মতো ইহুদিদের অনুসারী হয়েছিলেন —তিনিও খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করতেন না। খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের নিগ্রহ ও হত্যাযজ্ঞে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। কিন্তু দামাস্কাসের পথে তিনি খ্রীষ্টের দর্শন লাভ করলেন। এক উজ্জ্বল আলোর মাঝে খ্রীষ্ট তাঁকে দেখা দিলেন। পৌল শুনতে পেলেন তাঁর কণ্ঠস্বর। তাঁর জীবন এমনভাবে পরিবর্তিত হল যে, তিনি খ্রীষ্টের এক একনিষ্ঠ অনুসারীতে পরিণত হলেন।

একইভাবে, ইহুদিরা পৌলের মতোই। অজ্ঞতা এবং আত্মিক অন্ধত্বের জন্য, ঈশ্বর তাদের খ্রীষ্টের বিষয়ে দর্শন না-দেওয়া পর্যন্ত তারা বিশ্বাস করে যে, তারা সঠিক কাজই করছে। ঈশ্বর যদি ইস্রায়েলকে পরিত্যাগই করবেন, তা হলে তিনি তাদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন না। অইহুদিরা যেদিন মুক্তিলাভের জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে মুক্তিলাভ করবে সেদিন ঈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুতি মতো খ্রীষ্টকে তাদের কাছে প্রকাশ করবেন।

আসুন, আমরা পৌলের পন্থা অনুসরণ করি ঃ

১. তাদের জন্য তাঁর অন্তরে ছিল সমবেদনা ; তিনি তাদের সাহায্য করতে চেয়েছিলেন।
২. তাদের মুক্তির জন্য তিনি একান্তভাবে প্রার্থনা করেছিলেন।
৩. তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল মানুষকে তিনি খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন।

আজ ইহুদিদের প্রতি আমাদেরও সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠা উচিত। তাদের অজ্ঞতার জন্য আজও পর্যন্ত তারা যীশুকে তাদের মশীহরূপে স্বীকার করেনি। আমাদের প্রচার তারা গ্রহণ করবে না। ভালোবাসার চাবি দিয়ে তাদের হৃদয়-দুয়ারকে উন্মুক্ত করতে হবে। যীশু আমাদের এই চাবি দান করেছেন, যার মধ্যে দিয়ে সমস্ত বিধান পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। কেউ ভালোবাসাকে প্রতিরোধ করতে পারে না। সমস্ত বিশ্ব যে-ইহুদিদের বিপক্ষে, তারা যখন খ্রীষ্টীয় ভালোবাসার আস্বাদ লাভ করে, তখন তারা বিস্মিত হয়ে যায়। তারা যখন আবিষ্কার করে যে, সারা পৃথিবীতে প্রকৃত খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের এমন একটি অংশ রয়েছে যারা তাদের প্রতি সহায়তা, সান্ত্বনা ও সমর্থনের দ্বারা খ্রীষ্টের কাজকে দেখাতে চায়, তারা তখন আনন্দে কেঁদে ওঠে। আমরা স্বচক্ষে এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। তাদের মুখের ভয়ংকর চেহারা কোমল হয়ে গেছে ; তাদের দু'গাল বেয়ে অশ্রু নেমে এসেছে।

> "তোমরা সান্ত্বনা দাও, আমার প্রজাদিগকে সান্ত্বনা দাও, তোমাদের ঈশ্বর ইহা বলেন। জেরুশালেমকে চিত্ততোষক কথা বল ; আর তাহার নিকটে ইহা প্রচার কর যে, তাহার যুদ্ধকাল সমাপ্ত হইয়াছে, তাহার অপরাধের ক্ষমা হইয়াছে ; তাহার দ্বিগুণ ফল সে প্রভুর হস্ত হইতে পাইয়াছে।"
>
> (যিশাইয় ৪০ : ১, ২)

যে-সান্ত্বনায় আমরা সান্ত্বনালাভ করেছি, তাদেরও যেন সেই সান্ত্বনা দান করতে পারি।

ইহুদিদের জন্য, জেরুশালেম এবং সমস্ত ইস্রায়েলের জন্য আমাদের প্রার্থনা করতে হবে। সারা বিশ্বেই ঈশ্বর এখন এমন একদল মানুষকে উত্থিত করছেন যারা ইস্রায়েলের জন্য প্রার্থনা করে চলেছে। কিছু খ্রীশ্চান যখন ইস্রায়েলের প্রতি বিমুখ হয়েছে, আর ইস্রায়েল যখন কিছু খ্রীশ্চানের প্রতি বিমুখ হয়েছে, তখন নতুন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে কিছু খ্রীষ্টবিশ্বাসী ইস্রায়েলের জন্য প্রার্থনা করছে এবং একদল ইহুদি এখন কৃতজ্ঞ অন্তরে খ্রীষ্ট-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে।

খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী এবং ইহুদিদের মধ্যে ক্রমশ গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠবে। পরিশেষে, এই ভালোবাসা উভয় সম্প্রদায়কে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করবে। যীশু যখন জলপাই পর্বতে অবতরণ করবেন তখন এবং অনন্তকাল ধরে দ্রবীভূত হৃদয়ের এই প্রেম-বন্ধন বজায় থাকবে।

"তোমরা জেরুশালেমের শান্তি প্রার্থনা কর,
যাহারা তোমাকে প্রেম করে, তাহাদের কল্যাণ হোক।
তোমার প্রাচীরের মধ্যে শান্তি হোক,
তোমার অট্টালিকাসমূহের মধ্যে কল্যাণ হোক।
আমার ভ্রাতাদের ও মিত্রগণের অনুরোধে
আমি বলিব, তোমার মধ্যে শান্তি বর্ষিত হোক।
আমাদের ঈশ্বর প্রভুর গৃহের অনুরোধে
আমি তোমার মঙ্গল চেষ্টা করিব।"

(গীতসংহিতা ১২২ : ৬-৯)

আমাদের এইরকম দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হতে হবে। আমরা যখন জেরুশালেমের জন্য শান্তি প্রার্থনা করি, তখন আমরা

পরোক্ষভাবে এই প্রার্থনাই করি যে, যীশু যেন অচিরেই ফিরে এসে তাঁর শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। জেরুশালেমের জন্য প্রার্থনা করার সময় আমাদের উপর সাহায্য ও আশীর্বাদ নেমে আসে।

এই সময়ে আমরা আরো প্রার্থনা করি, অন্তিম দিনে ইস্রায়েলের উপর যে-নিগ্রহ নেমে আসবে, তার কাল যেন সংক্ষিপ্ত হয় ; ইহুদি এবং খ্রীশ্চান—ঈশ্বরের উভয় প্রজাকে নিয়ে তাঁর পূর্ণাঙ্গ ইচ্ছা যেন সুসিদ্ধ হয়।

ঈশ্বর এই পুস্তকের মাধ্যমে ইস্রায়েলের জন্য প্রার্থনা করতে কিছু মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছেন ঃ

> "হে জেরুশালেম, আমি তোমার প্রাচীরের উপরে প্রহরিগণকে নিযুক্ত করিয়াছি ; তাহারা কি দিন, কি রাত্রি কদাচ নীরব থাকিবে না। তোমরা, যাহারা প্রভুকে স্মরণ করাইয়া থাক, তোমরা ক্ষান্ত থাকিও না, এবং তাঁহাকেও ক্ষান্ত থাকিতে দিও না, যে পর্যন্ত তিনি জেরুশালেমকে স্থাপন না করেন ও পৃথিবীর মধ্যে প্রশংসার পাত্র করেন।"
>
> (যিশাইয় ৬২ : ৬-৭)

ঈর্ষা

শুভবার্তার পক্ষে মানুষদের জয় করার জন্য পৌল যে-কোনো পন্থা অবলম্বন করতে প্রস্তুত। রোমীয়দের নিকট লিখিত পত্রের ১১ অধ্যায়ে তিনি বহু বিষয় উল্লেখ করেছেন। এতে আমরা দেখতে পাই, ইস্রায়েলের জন্য ঈশ্বরের বিশেষ মনোযোগ ছিল—তাদের নিজেদের জন্য এবং আমাদের মতো অইহুদিদের জন্য যারা পরিত্রাণ লাভ করতে পারি।

"তা হলে? ইস্রায়েল যা খুঁজেছিল তা সে পায়নি। মনোনীতরাই তা পেয়েছে ; কিন্তু বাকি মানুষদের হৃদয় কঠিন

হয়ে উঠেছিল ; শাস্ত্রেও এই রকমটি লেখা রয়েছে ঃ

"ঈশ্বর তাদের মনকে জড়তায় ঢেকে রেখেছিলেন তাদের তিনি এমন চোখ দিয়েছিলেন যেগুলি ছিল অন্ধ, এমন কান দিয়েছিলেন যেগুলি ছিল বধির। আজ পর্যন্ত তারা সেই রকমই আছে।"

এবং দায়ুদ বলেছেন ঃ

"তাদের ভোজের উৎসবগুলি জাল তার ফাঁদের মতো হোক; সেগুলি তাদের কাছে হোক অতল গহ্বরের মতো, হোক তাদের কুকর্মের শাস্তি। তাদের চোখগুলি ঢেকে যাক অন্ধকারে যাতে তারা দেখতে না পায় এবং তাদের পিঠগুলি চিরদিনের জন্যে অবনত হোক।"

সেইজন্যে আমি জিজ্ঞাসা করছি, তাদের কি এমনভাবে পদস্খলন হয়েছিল যে তারা পতিত হয়েছিল? কোনো মতেই নয়। কিন্তু তাদের অপরাধের ফলে অইহুদীরা পরিত্রাণ লাভ করেছিল যাতে ইস্রায়েলের মনে ঈর্ষার উদ্রেক হয়।"

ইহুদিরা যখন দেখতে পাবে, ঈশ্বর অইহুদিদের আশীর্বাদ করছেন, তাদের মনে ঈর্ষার উদ্রেক হবে। ইহুদিদের মনে ঈর্ষাকে জাগিয়ে তোলার জন্য ঈশ্বর খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ দান করতে চান! ভেবে দেখুন, ঈশ্বর ইস্রায়েলকে কতটা ভালোবাসেন! ইস্রায়েলের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পাবার জন্য তিনি সারা বিশ্বকে ব্যবহার করেছেন!

ইস্রায়েলের পতন যদি পৃথিবীর মানবজাতির আশীর্বাদ ও সম্পদের কারণ হয়ে থাকে, তা হলে ইস্রায়েল যেদিন যীশুখ্রীষ্টকে তাদের মশীহ এবং প্রভু বলে স্বীকার করে নেবে, সেদিন সমগ্র জগতের কাছে তা কত আশীর্বাদই না বয়ে আনবে! ঈশ্বর তাদের ঈর্ষাতুর করে তুলতে চান ; পৌলও তাদের ঈর্ষাতুর করে তুলতে

চান। ওই একই অধ্যায়ের ১৩ পদে পৌল আমাদের বলেছেন ঃ

"এখন অইহুদীগণ, আমি তোমাদের বলছি। অইহুদীদের কাছে আমি প্রেরিত হয়েছি বলে আমার সেবাকর্মের ওপরে আমি গুরুত্ব দিই, এই ভেবে যে, আমার ইহুদী-ভাইদের মনে আমি ঈর্ষা জাগিয়ে তুলবো, এবং তার ফলে, তাদের মধ্যে কয়েকজনকে আমি পরিত্রাণ করবো। কারণ, তাদের বর্জনের অর্থ যদি বিশ্বের পুনর্মিলন হয়, তা হলে তাদের গ্রহণ কি মৃতদের পুনর্জীবনলাভ হবে না? প্রথম অর্ঘ্য যদি পবিত্র হয় তা হলে ময়দার সমস্ত তালটিই হবে পবিত্র, মূলটি যদি পবিত্র হয়, তা হলে, শাখা-প্রশাখাগুলিও পবিত্র হবে।"

এরপর পৌল আমাদের বলছেন, পরিত্রাণলাভ করেছি বলে আমরা যেন কোনো অবস্থাতেই গর্ববোধ না করি।

আমাদের পঠিত বাক্য থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ঈশ্বর ইস্রায়েলকে একটি বিশেষ স্থান দান করেছেন।

আমরা প্রার্থনা করি, ইস্রায়েল যেন আমাদের মাধ্যমেই মশীহের দর্শন লাভ করে। আমাদের কখনোই ভুললে চলে না যে, অকৃত্রিম অনুগ্রহের গুণেই আমরা পরিত্রাণ লাভ করেছি।

ইফিসীয় ২ : ১০ পদে পৌল বলেছেন ঃ

"আমরা তাঁরই সৃষ্টি, সৎকর্ম করার জন্যে খ্রীষ্ট যীশুর আশ্রয়ে তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন ; আমরা যাতে সৎকর্মগুলি করতে পারি সেইজন্য তিনি সেগুলিকে আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন।

সেইজন্যে, হস্তকৃত দৈহিক পরিচ্ছেদনকারীরা একদিন যাদের অপরিচ্ছেদনকারী বলে গণ্য করতো সেইসব দেহসর্বস্ব বিজাতীয়েরা মনে রেখো যে এক সময় তোমরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করতে, ইস্রায়েলের সমাজ থেকে

ছিলে দূরে ; প্রতিশ্রুতির চুক্তিগুলির সীমানা বহির্ভূত হয়ে থাকতে তোমরা ; তোমাদের তখন কোনো আশা ছিল না, এ বিশ্বে তোমাদের ঈশ্বর বলতে কেউ ছিল না।"

ঈশ্বর ইস্রায়েলের পরিত্রাণের জন্য যে মহান পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন অকৃত্রিম অনুগ্রহের দ্বারাই আমরা সেখানে প্রবেশ করতে পেরেছি। আমরা যদি তাঁকে বিশ্বাস করি এবং তাঁর বাধ্য হই, তা হলে ইস্রায়েলের মতো আমরাও সেই একই প্রতিশ্রুতির অংশীদার হয়ে উঠি।

খ্রীস্টবিশ্বাসীরা তাদের মশীহের দ্বিতীয় আগমনের প্রতীক্ষায় দিনযাপন করছে। ইহুদিরা তাদের মশীহের প্রথম আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় রয়েছে। যীশুর পুনরাগমনের দিনে ঈশ্বরের পরিবার ঐক্যবদ্ধ হবে। আজ যে-অন্ধত্ব ইহুদিদের চোখের সামনে পর্দা টেনে রেখেছে, সেইদিন তা অপসৃত হবে এবং উভয় পক্ষই তাদের মূলকে আবিষ্কার করতে পারবে।

"পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ ফিরিয়া আসিবে, আপনাদের ঈশ্বর পরমপ্রভু ও আপনাদের রাজা দায়ুদের অন্বেষণ করিবে এবং উত্তরকালে সভয়ে পরমপ্রভুর ও তাঁহার মঙ্গলময়তার আশ্রয় লইবে।"

(হোশেয় ৩ : ৫)

পৃথিবীতে থাকবে একটাই জাতি, সমুদ্রের কিনারায় ছড়িয়ে থাকা বালিরাশির মতো তাদের সংখ্যা হবে অগণ্য।

এখনো পর্যন্ত এর সবকিছু প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু একদিন সবকিছুই আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। সে দিনটা হবে পরম আশ্চর্যের। যোহনের প্রকাশিত বাক্যের ২১ এবং ২২ অধ্যায় থেকে সে-দিন সম্পর্কে একটা ধারণা আমরা গড়ে তুলতে পারি। স্বামীর জন্য প্রতীক্ষারতা সুসজ্জিতা নববধূর মতো নতুন

জেরুশালেম যখন স্বর্গ থেকে নেমে আসবে, শহরের ভিত্তিপ্রস্তরের উপর লেখা থাকবে মেষশাবকের বারোটি প্রেরিত শিষ্যের নাম। সেখানে ইহুদি এবং অইহুদি—ঈশ্বরের সমস্ত প্রজা এক বিশাল জাতিতে পরিণত হবে। তারা একযোগে প্রভুর পরিচর্যা এবং তাঁর পুণ্য নামের জয়ধ্বনি করবে।

> "আমি তাহাদের বিপথগমনের প্রতীকার করিব, আমি স্বেচ্ছায় তাহাদিগকে প্রেম করিব ; কেননা আমার ক্রোধ তাহা হইতে ফিরিয়া গিয়াছে। আমি ইস্রায়েলের পক্ষে শিশিরের ন্যায় হইব; সে শোশন পুষ্পের ন্যায় ফুটিবে, আর লেবানোনের ন্যায় মূল বাঁধিবে। তাহার পল্লবসকল বিস্তারিত হইবে, জিত বৃক্ষের ন্যায় তাহার শোভা এবং লেবানোনের ন্যায় তাহার সৌরভ হইবে। যাহারা তাহার ছায়াতলে বাস করে, তাহারা ফিরিয়া আসিবে, শস্যবৎ সঞ্জীবিত হইবে, দ্রাক্ষালতার ন্যায় ফুটিবে, লেবানোনীয় দ্রাক্ষারসের ন্যায় তাহার সুখ্যাতি হইবে।"
>
> (হোশেয় ১৪ : ৪-৭)